ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা:

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মোহাম্মদ হোসেন, নিহার রঞ্জন রায়

১৫ এপ্রিল ২০১৪

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা সমন্বয়
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন রচনা
মোহাম্মদ হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহকারী
মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
ফাল্গুনী বিশ্বাস, ইন্টার্ন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সমবায় সমিতির সদস্য, সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিকরা সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এই গবেষণাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক# ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও নিরপেক্ষতা - এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, অ্যাডভোকেসিসহ নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে টিআইবি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা ১,৮৬,১৯৯টি যার সাথে অসংখ্য মানুষ ও পরিবারের ভাগ্য জড়িত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের কারণে সমবায় খাত বহুলভাবে আলোচিত হয়েছে, এবং গণমাধ্যমে বিভিন্ন সমবায় সমিতির নানা ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে টিআইবি সমবায় খাতের প্রধান অনুসঙ্গ সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এই গবেষণা পরিচালনা করে।

এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মোহাম্মদ হোসেন ও নিহার রঞ্জন রায়। এছাড়া তাদের বিশেষভাবে সহয়তা করেছেন গবেষণা বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাধন কুমার দাস ও মনজুর-ই-খোদা। প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে এই বিভাগের সহকর্মীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা প্রদান করেছেন।

সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ দেশের সমবায় খাত তথা সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান সুশাসনগত সমস্যা দূর করতে সহায়ক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ৭
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৮
১.৩ গবেষণার পরিধি ৮
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৯
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১০
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমবায় সমিতির সংজ্ঞা, ইতিহাস, আইনি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

২.১ সমবায় সমিতির সংজ্ঞা ১১
২.২ সমবায় সংগঠনের ইতিহাস ১১
২.৩ বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনের বিবর্তন ১১
২.৪ সমবায় সমিতির মূলনীতি ১৩
২.৫ বাংলাদেশের সমবায় সমিতি বিষয়ক তথ্য ১৩
২.৬ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত আইন ও বিধিমালা ১৫
২.৭ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ১৮
২.৮ উপসংহার ১৯

তৃতীয় অধ্যায়: সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.১ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ ২০
৩.১.১ ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব ২০
৩.১.২ বিচারিক বা আধা-বিচারিক দায়িত্ব ২৪
৩.১.৩ প্রমোশনাল দায়িত্ব ২৫
৩.১.৪ উন্নয়নমূলক দায়িত্ব ২৫
৩.২ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিআরডিবি'র কার্যক্রমসমূহ ২৬
৩.৩ সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৬
৩.৩.১ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৬
৩.৩.২ সমবায় সমিতির উপ-আইন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৯
৩.৩.৩ নিরীক্ষা সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩০
৩.৩.৪ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩২
৩.৩.৫ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৪
৩.৩.৬ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৪
৩.৩.৭ অবসায়ন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৩৫
৩.৩.৮ উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৬
৩.৩.৯ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৯
৩.৩.১০ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত ও বিচার ৩৯
৩.৪ উপসংহার ৪০

চতুর্থ অধ্যায়: সমবায় সমিতিসমূহের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৪.১ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতির ওপর সাধারণ তথ্য ৪১
৪.২ সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতাসমূহ ৪২
৪.৩ সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪৪
৪.৪ উপসংহার ৪৯

পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ৫০

৫.১ সমবায় খাতে সাম্প্রতিক সময়ে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ ৫৩
৫.২ সুপারিশ ৫৪

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৫৬

পরিশিষ্ট - ১: ১৯৮০-'৮১ হতে ২০১৩-'১৪ পর্যন্ত অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ৫৭
পরিশিষ্ট - ২: বহুমুখী ও ঋণদান সমবায় সমিতির আর্থিক প্রতারণা ও দুর্নীতি ৫৮
পরিশিষ্ট - ৩: তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত সমবায় সমিতি ৫৯
পরিশিষ্ট - ৪: এক নজরে সমবায়ের বিবর্তন ৬০
পরিশিষ্ট - ৫: কুমিল্লা মডেলের মূল বৈশিষ্টসমূহ ৬১
পরিশিষ্ট - ৬: সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনসমূহ ৬২
পরিশিষ্ট - ৭: সমবায় সমিতির মূলনীতি ৬৩
পরিশিষ্ট - ৮: সমবায় সমিতির ধরন ৬৪
পরিশিষ্ট - ৯: সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত আইন ও বিধিসমূহ ৬৫
পরিশিষ্ট - ১০: সমবায় অধিদপ্তরের কার্য-সম্পাদনা কাঠামো ৬৬
পরিশিষ্ট - ১১: সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যাবলী ৬৭
পরিশিষ্ট - ১২: সমবায় অধিদপ্তরের জনবল ৬৭
পরিশিষ্ট - ১৩: সমবায় অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ ৬৮
পরিশিষ্ট - ১৪: ১৯৮০-'৮১ হতে ২০১৩-'১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সমিতির নিবন্ধন ৬৯
পরিশিষ্ট - ১৫: সমবায় সমিতির নিরীক্ষা প্রক্রিয়া ৭০
পরিশিষ্ট - ১৬: সরকারী রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য ৭১
পরিশিষ্ট - ১৭: প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ৭২
পরিশিষ্ট - ১৮: সমবায় সমিতির নামে প্রতারণা: ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ৭৩

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: প্রাথমিক তথ্যের উৎস ৯
সারণি ২.১: সমিতির সংখ্যা ১৩
সারণি ২.২: সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪
সারণি ২.৩: সমিতিতে কর্মরত সদস্য সংখ্যা ১৪
সারণি ২.৪: সমিতির মূলধন ১৫
সারণি ২.৫: সমিতির সম্পদ ১৫
সারণি ২.৬: আইনি ও প্রায়োগিক সীমবিদ্ধতা ১৭
সারণি ৩.১: সমবায় সমিতির নিবন্ধন ফি ২১
সারণি ৩.২: সমিতির শেয়ার মূলধন ২১
সারণি ৩.৩: সমবায় অধিদপ্তর কতৃক নিরীক্ষা ফি আদায় ২৩
সারণি ৩.৪: বিআরডিবি কতৃক নিরীক্ষা ফি আদায় ২৩
সারণি ৩.৫: সমবায় সমিতির অনুদানের উৎস ২৪
সারণি ৩.৬: প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধনের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ২৮
সারণি ৩.৭: সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৩১
সারণি ৩.৮: সমবায় সমিতি পরিদর্শনের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৩৩
সারণি ৪.১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের সাধারণ তথ্য ৪১

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: সমবায় অধিদপ্তরের তিন-স্তরায়িত সমবায় কাঠামো ১৮
চিত্র ৩.১: সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রক্রিয়া ২০
চিত্র ৩.২: বছরওয়ারী সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা ২১
চিত্র ৩.৩: সমিতির বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া ২৫
চিত্র ৫.১: সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ ৫২

বক্সের তালিকা

বক্স ১: সমিতির শাখা বন্ধের ঘোষণা ১৭
বক্স ২: প্রকল্পভিত্তিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন ২৭
বক্স ৩: জলমহাল ইজারা প্রদান ২৭
বক্স ৪: অর্থের বিনিময়ে সমবায় সমিতির নিবন্ধন ২৮
বক্স ৫: উপ-আইনকে গুরুত্ব প্রদান না করা ৩০
বক্স ৬: নিরীক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত সময় ৩০
বক্স ৭: নিরীক্ষকদের দক্ষতার অভাব ৩০
বক্স ৮: যাতায়াত ভাতা প্রাপ্তিতে অনিয়ম ৩৩
বক্স ৯: খুশি হয়ে টাকা প্রদান ৩৩
বক্স ১০: বিরোধ নিস্পত্তিতে সীমিত ক্ষমতা ৩৪

বক্স ১১: বিরোধ নিষ্পত্তিকে কেন্দ্র করে সমিতি থেকে সুবিধা গ্রহণ	৩৫
বক্স ১২: অবসায়ন	৩৬
বক্স ১৩: প্রতারক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৩৮
বক্স ১৪: হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব	৩৯
বক্স ১৫: সমিতির সদস্যদের দক্ষতার অভাব	৪২
বক্স ১৬: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন	৪৩
বক্স ১৭: সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের অনাগ্রহ	৪৪
বক্স ১৮: বহুমুখী সমিতির প্রতারণা	৪৪
বক্স ১৯: একাধিক ঋণদান সমিতির সদস্য হওয়া	৪৫
বক্স ২০: সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার	৪৬
বক্স ২১: পকেট সমিতি	৪৭
বক্স ২২: নিরীক্ষা সম্পাদনে অসহযোগিতা	৪৮

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সমবায়কে ইংরেজিতে কো-অপারেশন (Co-operation) বা সহযোগিতা বলা হয়ে থাকে। সমবায় বা কো-অপারেটিভ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন 'কো' (Co) অর্থাৎ যুক্ত এবং 'অপারেরি' (Operari) অর্থাৎ কাজ (Work) এই দুই শব্দের মিলনে।[১] অর্থাৎ একা যা করা যায় না তা সকলে মিলে করা। সমবায় বা সামষ্টিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে, স্বউদ্যোগে ও স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক লোক সংগঠিত হয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে (ঘোষ, ২০১২)। 'ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স (আইসিএ)'-এর মতে, সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান যা যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত।[২] ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও বেকারত্ব নিরসনে সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আইসিএ'র (২০১৪) মতে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য এবং বিশ্বব্যাপী সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ কোটি মানুষের। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদানকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে 'সমৃদ্ধ বিশ্ব নির্মাণে সমবায় উদ্যোগ' প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ সালকে 'আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ' ঘোষণা করে।[৩]

উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে সমবায় আন্দোলন শুরু হয় এবং ঐ শতকের শেষ দশকে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় এ আন্দোলন প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায় মালিকানাকে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৪] বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯ ধরনের মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৬,১৯৯টি এবং মোট সদস্য সংখ্যা ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন।[৫] এসব সমিতির মাধ্যমে ৪,৪২,১৯২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে[৬] এবং সমিতিগুলোর মোট মূলধন প্রায় ৫৪৪৫.২৪ কোটি টাকা।[৭] সমিতিগুলোর কাছে ৬,২৩৭.৬২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ রয়েছে।[৮] ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সমিতিসমূহের কাছ থেকে সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়ের পরিমাণ ২,৯১,৭৪,২৮৮.৪৩ টাকা। অন্যদিকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সমিতির নিবন্ধন বাবদ ফি আদায় করা হয়েছে ১৪,৫০,১৫০ টাকা।[৯] ২০১২-২০১৩ সালে সমবায় অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত মোট বাজেটের পরিমাণ ১০৮.৪৫ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন বাজেট ৯,০৭৫ লক্ষ এবং উন্নয়ন বাজেট ১,৭৭০ লক্ষ টাকা)।[১০] বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর এক সমীক্ষা অনুসারে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ (আলী, ২০১১)।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে সমবায় খাত দুটি ধারায় পরিচালিত হয়; (১) সমবায় অধিদপ্তরের তিন-স্তরের সমবায় সমিতি এবং (২) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর দ্বি-স্তরের সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) সমবায় সমিতির উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। ২০০৯-২০১৪ সময়কালে সরকারের প্রচারিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে কৃষিতে স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থানে পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরে সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১১]

---

[১] www.oxforddictionaries.com, February 2014.

[২] www.ica.coop, January 2014.

[৩] ২০০৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ২০১২ সালকে 'সমবায় বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষাপটে বলা হয় - সমবায় দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিবিড় সামাজিক বন্ধন ও ঐক্য স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১২ সালের বিশ্বখাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'কৃষি সমবায় - ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়' সূত্রঃ http://www.somoyerbibortan.com, January 2014.

[৪] সম্পদের মালিকানার প্রথম খাত রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও তৃতীয় খাত ব্যক্তি মালিকানা।

[৫] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন, ২০১৩। বর্তমানে যেসব সমিতি রয়েছে তাদের সমবায় অধিদপ্তর ২৯টি শ্রেণিতে ভাগ করেছে।

[৬] *প্রাগুক্ত।*

[৭] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-২০১১, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

[৮] *প্রাগুক্ত।*

[৯] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩।

[১০] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন, ২০১৩। পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।

[১১] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার - ২০০৮ অনুসারে।

বাংলাদেশে সমবায়ের ইতিহাস একশত বছরের পুরানো হলেও সমবায় আন্দোলন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি (আহমেদ, ২০১৩)। অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, বিশেষত দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।[১২] সমবায় বিষয়ক গবেষক এবং সমবায়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সমগ্র সমবায় খাতের ব্যাপারে এক ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে (নাথ, ২০১২)।

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বহুমুখী এবং সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিসহ অন্যান্য সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে এসেছে, যেমন ভুল তথ্য দিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন গ্রহণ, অতিরিক্ত মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে অর্থ বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ, সদস্যদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আমানত ও মূলধন সংগ্রহ করে তা আত্মসাৎ, অবৈধ ব্যাংকিং, অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ, সমিতির অর্থ অন্যান্য কোম্পানিতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে স্থানান্তর, সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করা ইত্যাদি।[১৩] ২০১৩ সালের ১০ মার্চ থেকে ২০১৪ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের আটটি জাতীয় ও একটি আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২১টি বহুমুখী এবং সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির বিরুদ্ধে আনুমানিক ৯ লক্ষ সদস্য ও গ্রাহকের বিনিয়োগকৃত প্রায় ৯,০৭০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।[১৪] প্রতারিত আমানতকারী বা বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।[১৫] বাংলাদেশের সংবিধানে মালিকানার ভিত্তিতে সমবায় দ্বিতীয় খাত হলেও অনেকেই এটিকে মৃত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (নাথ, ২০১৩)।

বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত এ খাতটির অগ্রগতি, বিপর্যয়, বিপর্যয়ের অন্তর্নিহিত কারণ, ফলাফল, উত্তরণের উপায়, সর্বোপরি এর স্বরূপ অন্বেষণে সমীক্ষা বা গবেষণার অভাব রয়েছে (মোরশেদ, ২০১৩)। 'বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি'র ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৯.৩% খানার মতে, সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সমবায় সমিতির অনিয়মের বিরুদ্ধে সবসময় পদক্ষেপ গ্রহণ করে না (রহমান, ২০০৮)।[১৬] এছাড়া সমবায় সমিতি থেকে সমবায় কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়ার কারণে সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। ঐ গবেষণায় আরও দেখা যায়, সমবায় অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ঘুষের বিনিময়ে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে বিআইডিএস পরিচালিত সমবায় সমিতির ওপর একটি সমীক্ষা অনুসারে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ৪৭% বন্ধ হয়ে গেছে (আলী, ২০১১)।[১৭] তবে এখন পর্যন্ত সমবায় সংক্রান্ত কোনো গবেষণায় সমবায় অধিদপ্তর এবং সমবায় সমিতির মধ্যকার সুশাসনের চ্যালেঞ্জকে গভীর ও বিশ্লেষণার্থকভাবে দেখা হয়নি। টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে জ্ঞাননির্ভর অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে টিআইবি সমবায় খাতের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায় খোঁজার লক্ষ্যে এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হল সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনগত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল:

- সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিসমূহ পর্যালোচনা করা;
- সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা এবং
- সমবায় সমিতিসমূহের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

- সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন ও বিধিমালা;
- সমবায় সমিতিসমূহের সদস্য সংক্রান্ত, কার্যক্রম পরিচালনা, নির্বাচন, লভ্যাংশ বিতরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমিতির অভ্যন্তরীণ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

[১২] বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা ২০১২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[১৩] উদাহরণ হিসেবে দেখুন, 'ডেসটিনি অবৈধ ব্যাংকিং করছে' দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ মার্চ, ২০১২;'কালিয়ায় সমবায় সমিতির নামে চলছে মাইক্রোক্রেডিট ব্যবসা' দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৭ নভেম্বর, ২০১২, 'জীবননগরে এক ডজন মাল্টিপারপাসের অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রম' দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মার্চ, ২০১৩; 'দোহারে দুটি সমবায় কার্যালয়ে তালা, বিক্ষোভ' দৈনিক প্রথম আলো, ৪ এপ্রিল, ২০১৩ 'সমবায় প্রলোভনের ফাঁদে কয়েক হাজার পরিবার' দৈনিক প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল, ২০১৩; '২৫ কোটি টাকা নিয়ে সমবায় সমিতির কর্মকর্তারা উধাও' দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মে, ২০১৩

[১৪] পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য।

[১৫] উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'ঘরে ঘরে মাল্টিপারপাস প্রতারণা', দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ০৩ জুলাই, ২০১৩।

[১৬] জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার সংখ্যা ছিল ২৩৯টি।

[১৭] বন্ধ হয়ে যাওয়া এই সমিতিগুলোর অধিকাংশই বিআরডিবি'র কৃষি সমিতি। এই অকার্যকর সমিতির অধিকাংশই কৃষি সমিতি।

- সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সমিতির নিবন্ধন, উপ-আইন অনুমোদন, নিরীক্ষা সম্পাদন, পরিদর্শন, তদন্ত ও পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান, নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি, অবসায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সমবায় অধিদপ্তরের সুশাসনগত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিআরডিবি'র ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। গুণগত ও প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, যেমন মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।

১.৪.১ তথ্যের উৎস

গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সমবায় খাত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বার্ষিক প্রতিবেদন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি।

১.৪.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

১.৪.২.১ তথ্য সংগ্রহের জন্য সমিতি নির্বাচন

এই গবেষণায় সামগ্রিকভাবে সমবায় সমিতির ধরন, স্তর, তদারকি সংস্থা ও ভৌগোলিক বিন্যাস এই চারটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ছয়টি বিভাগের আটটি জেলা ও ১১টি উপজেলা থেকে মোট ৩৭টি সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমিতিগুলোর মধ্যে ৩৩টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, দুইটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও দুইটি জাতীয় সমবায় সমিতি। এই সমিতিগুলো থেকে সমিতির অভ্যন্তরীণ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণে সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা, নির্বাচন, লভ্যাংশ বিতরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[১৮]

নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

ক. **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১০৭ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে সমবায় সমিতি পর্যায়ে ৩৮ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ৪১ জন সাধারণ সদস্য, সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান সমবায় অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ১৬ জন কর্মকর্তা, বিআরডিবি'র উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মোট সাতজন কর্মকর্তা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঁচজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. **দলীয় আলোচনা:** গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য আটটি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দলীয় আলোচনা সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সাধারণ সদস্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে করা হয়েছে। আলোচনায় পাঁচ থেকে দশজন তথ্যদাতা উপস্থিত ছিল।

গ. **প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ:** আটটি সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম (বার্ষিক সাধারণ সভা, হিসাব সংরক্ষণ, নির্বাচন, ঋণ বিতরণ ও উত্তোলন ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করা এসব সমিতির মধ্যে তিনটি বিআরডিবি এবং পাঁচটি সমবায় অধিদপ্তরের সমিতি।

সারণি ১.১ : প্রাথমিক তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল্স	তথ্যের উৎস	সংখ্যা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক	১০৭ টি
দলীয় আলোচনা	চেকলিস্ট	সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য	৮ টি
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ		সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম	৮ টি

[১৮] তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত সমবায় সমিতির তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

১.৪.৩ তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ

গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ক্রস-চেক করা হয়েছে। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপর এ বছর ১৩ এপ্রিল সমবায় অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিবেদনের ওপর মতামত গ্রহণ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য যাচাই করা হয়েছে।

১.৪.৪ গবেষণার সময়

২০১৩ সালের মে থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.৪.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় উপস্থাপিত সমবায় সমিতি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সব সমিতির ক্ষেত্রে এবং সমবায় অধিদপ্তর সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশাসনগত চ্যালেঞ্জের বিষয়সমূহের ওপর ধারণা প্রদান করবে।

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো

এই গবেষণা প্রতিবেদন পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমবায় সমিতির সংজ্ঞা, ইতিহাস, আইনি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় সমিতির সংজ্ঞা, ইতিহাস, আইনি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে সমবায় সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হলেও সমিতির ধরন ও প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা আছে। সময়ের সাথে সমবায় ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান আইনি ও ব্যবস্থাপনা কাঠমোতে নানা পরিবর্তন এসেছে। এই অধ্যায়ে সমবায় সমিতির সংজ্ঞা, সমবায়ের ইতিহাস, বাংলাদেশের সমবায় সমিতি বিষয়ক তথ্য, সমবায় পরিচালনায় আইন ও বিধি এবং সমিতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ সমবায় সমিতির সংজ্ঞা

একই উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে কাজ করার অর্থ হচ্ছে সমবায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছু সংখ্যক মানুষ যখন একত্রিত হয়ে কোনো সংগঠন বা সংস্থা গঠন করে তখন ঐ সংস্থাকে সমবায় অথবা সমবায় সমিতি বলা হয়ে থাকে।[১৯] আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (International Co-operative Alliance) তাদের সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকাতে সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়েছে এই ভাবে, "সমবায় হল সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পরিচালনা করে"।[২০] এম এম আকাশের (২০১২) মতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমবায় মডেল হচ্ছে "নমনীয় কিন্তু সুশৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক কিন্তু বিতর্ক ক্লাব নয়। বাজারভিত্তিক কিন্তু পরিকল্পনাশূন্য নয়, ব্যক্তি উদ্যোগে বিশ্বাসী কিন্তু ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতায় নয়"। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয় ব্যবস্থার যেসব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা থেকে উত্তরণের মাধ্যমে সমবায় একটি মডেল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। অর্থনীতিবিদ কাল ভার্ট এর মতে সমবায় হচ্ছে "এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ তার নিজের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সমঅধিকারের ভিত্তিতে একে অপরকে সহযোগিতা করে" (মালেক, ২০১২)। সমবায়ের ভিত্তি হল সমতা (হালিম, ২০১৩)।

২.২ সমবায় সংগঠনের ইতিহাস[২১]

ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ১৭৬১ সালের ১৪ মার্চ স্কটল্যান্ডে স্থানীয় তাঁতিদের নিয়ে 'ফেনউইক উইভারস' সোসাইটি গঠিত হয়।[২২] উনিশ শতকে সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট ওয়েন সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সময় ম্যানচেস্টারের নিকটবর্তী রচডেলের ২৮ জন তাঁতি ও কারিগর ২৮ পাউন্ড মূলধন নিয়ে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমবায় সমিতি গঠন করে (সাহা, ২০১৩)। একই সময় স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতেও সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লবের পর জার্মানি ও ইংল্যান্ডে সমবায়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। জার্মানিতে এফ. ডব্লিউ. রাইফিজেন-এর নেতৃত্বে প্রধানত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলন শুরু হয়। এরই ফলে ১৮৬২ সালে জার্মানির প্রান্তিক কৃষকরা মহাজন বা দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য 'ঋণদাদন সমবায় সমিতি' গঠন করে। কালের বিবর্তনে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের ন্যায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতেও সমবায় আন্দোলন ও সমবায়মূলক বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড বিকাশ লাভ করে।[২৩]

২.৩ বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনের বিবর্তন

১৭৯৩ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষকগণ জমির ওপর ভোগ দখল হারায়। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। এ সময় কয়েকটি ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়; যেমন ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। ১৯০১ সালে 'ইন্ডিয়ান ফ্যামিন কমিশন' প্রতিবেদনে বাংলা অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার বিধ্বস্ত অবস্থা ও কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসেবে কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে উল্লেখ করা হয়।[২৪] এই সমস্যা সমাধানে করণীয় নির্ধারণের জন্য অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন তিন সদস্যবিশিষ্ট (লর্ড এডওয়ার্ড ল, স্যার নিকলসন ও ডুপারনিক্স) একটি কমিটি গঠন করেন।[২৫] এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯০৪ সালে 'কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি আইন[২৬]' প্রণয়নের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সূচনা হয় (মোরশেদ, ২০১৩)। ব্রিটিশ

---

[১৯] সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা নিয়ে শিক্ষার যে ধারায় পড়ানো হয় তা "সমবায় অর্থনীতি" নামে পরিচিত। সূত্র: http://www.somoyerbibortan.com, January 2014.

[২০] www.ica.coop, January 2014.

[২১] পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

[২২] www.thefenwickweavers.coop, February 2014

[২৩] www.ica.coop, January 2014.

[২৪] Indian Famine Comission report 1901, Office of superintendent of Government printing, Calcutta, India.

[২৫] Cooperative Banking, Banglapedia 2012, Asiatic Society of Bangladesh.

[২৬] ১৯০৪ সালের 'কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি আইন' প্রণীত হয়েছিল 'ইংলিশ ফ্রেন্ডলি সোসাইটিজ এ্যাক্ট' এর অনুসরণে।

শাসনামলে সমবায়ের এই উদ্যোগ ছিল মূলত মহাজনী ব্যবস্থার চক্রে পড়ে অতিষ্ঠ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট বিদ্রোহ প্রশমন করা (আহমদ, ২০১৩)। এসময় 'কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি আইন' এর আওতায় সারা উপমহাদেশে আট হাজারের অধিক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে।[২৭]

শুরুতে সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সরকারি ঋণ প্রদান করা হত এবং এই ঋণ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুদমুক্ত রাখা হত। ১৯১২ সালে অকৃষি সমবায় সমিতি গঠন এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা রেখে 'কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট' জারি করা হয়। ফলে কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতি গঠন এবং প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনার তৎপরতা শুরু হয় (রহমান, ২০১৩)।[২৮] ১৯১৫ সালে সারা উপমহাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৫ হাজারে পৌঁছায়। এই সমিতিগুলো সদস্য এবং অসদস্যদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি করতো এবং সরকারের কাছ থেকে সামান্য ঋণ সহায়তাও পেত।[২৯] এই পরিস্থিতিতে সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্র প্রসারের পর সমিতির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সদস্যদের অদক্ষতা প্রকট হয়ে ওঠে (রহমান, ২০১৩)। এই সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯১৫ সালে ম্যাকলেগানকে নিয়ে 'ইমপেরিয়াল কমিটি অন কো-অপারেটিভ ইন ইন্ডিয়া' গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনে সমিতিগুলোর সদস্যদের প্রশিক্ষণসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই সুপারিশগুলোর কোনটাই অনুসরণ করা হয়নি (আহমেদ, ২০১৩)।

১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার' অনুযায়ী সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাদের চাহিদা অনুসারে আইন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করে। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪০ সালে 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট' এবং ১৯৪২ সালে 'কো-অপারেটিভ রুলস' জারি করা হয়।[৩০]১৯২৯-৩৪ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ঋণগ্রহিতা কৃষি-সমবায়ীরা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে আমানতকারীরা সমিতি থেকে আমানত ফেরত পেতে সমস্যার মুখে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে জনগণের মাঝে সমবায়ের ব্যাপারে অনাস্থা তৈরি হয়। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালে 'বেঙ্গল কো–অপারেটিভ অ্যাক্ট' এবং 'ঋণ শালিসি বোর্ড'-এর আওতায় সমবায়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করায় সমিতিগুলোর বিপুল পরিমাণ ঋণ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ সমিতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সমিতিগুলোর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে পাকিস্তান 'ঋণ তদন্ত কমিশন' (১৯৫০) বলেছে, "সমিতিগুলো আত্মাহীন একটি দেহ"। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়ার কারণে অনেক সমবায় সমিতি আর্থিক সংকটে পড়ে (আহমদ, ২০১৩)। ১৯৪৭ সালের পরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমবায়ের জন্য অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে (২৭ কোটি টাকার ১৯টি প্রকল্প)। এই সময়ে সমবায়ের সংখ্যা এবং কর্মতৎপরতা বহুগুণে বেড়ে যায়।

১৯৫৩-৫৮ সালে মৃতপ্রায় গ্রাম সমবায় সমিতিগুলোকে একতরফাভাবে লিকুইডেশনে দিয়ে তার স্থলে ইউনিয়নভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে ১৯৬০ সালের মধ্যে সমিতির সংখ্যা কমে ৩২,০০০ (প্রায়) থেকে ৬,০০০-এ (প্রায়) নেমে আসে এবং সমিতিগুলোর কাছে অনাদায় থেকে যাওয়া ঋণের কারণে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাংক এদেশের সমবায় সমিতিগুলোকে কৃষি ঋণ দেওয়া শুরু করে। ১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খানের উদ্যোগে কুমিল্লায় 'বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট' (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখান থেকে ১৯৫৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা শুরু করে 'কুমিল্লা মডেল'[৩১] এর সমবায় সমিতি। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার দ্বি-স্তরায়িত 'কুমিল্লা মডেল' সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়।[৩২] ১৯৬০ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ সমবায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬১ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সমবায় ইউনিয়ন' আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থার (আইসিএ) সদস্যভুক্ত হয়, যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলোর পরিচিতি ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়। 'কুমিল্লা মডেল' এর দ্বি-স্তরায়িত সমবায় সমিতি সম্প্রসারণ এবং উৎসাহিত করতে ১৯৬২ সালে প্রথম 'জাতীয় সমবায় নীতি' গৃহীত ও প্রচার হয়।

[২৭] ১৯০৪ সালের সমবায় আইন ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক। এই আইনের দ্বারা সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা রেখে দেওয়া হয়েছিল যাতে সমবায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হতে না পারে।

[২৮] এর ফলশ্রুতিতে ১৯১৮ সালে কলকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

[২৯] সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সরকারি ব্যাংক থেকে গৃহীত সমবায় ঋণের পরিমাণ ছিল সমিতিগুলোর কার্যকরী তহবিলের মাত্র ৩ শতাংশ।

[৩০] এমদাদ হোসেন মালেক, সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১২ ও কিছু কথা, আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা ৬-৭।

[৩১] MA Quddus (ed.) Rural Development in Bangladesh, Comilla, 1993। কুমিল্লা মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট - ৫ দ্রষ্টব্য।

[৩২] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-২০১১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পৃষ্ঠা-১৩।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন থানায় কুমিল্লা মডেলের[৩৩] দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির সম্প্রসারণকল্পে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আইআরডিপি) গঠন করে যা ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নামে রূপান্তর করা হয় এবং নতুন এই ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৮৪ সালে সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৭ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে সংযোজনের লক্ষ্যে সরকারি উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বিআরডিবি ক্রমান্বয়ে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। বিআরডিবি সৃষ্টির ফলে সমবায় অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিকল্প ধারার প্রতিযোগী সংগঠন হিসেবে বিআরডিবি'র সমবায় কর্মসূচি সৃষ্টি হয়। বিআরডিবি'র সমবায় সমিতিগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সাহায্য দেওয়া হলেও অধিদপ্তরের অধীন সমিতিগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।[৩৪] এ প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি গঠনের কৌশল হিসেবে দেশব্যাপী আত্মনির্ভরশীল সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যে প্রচারণা, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করে; যার ফলে গঠিত হতে থাকে স্বউদ্যোগী সমবায় সমিতি এবং সৃষ্টি হতে থাকে আত্মকর্মসংস্থান।[৩৫]

নতুন ধরনের সমবায় সমিতি সৃষ্টি এবং তদারকির জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে ২০০১ সালে 'সমবায় সমিতি আইন-২০০১' জারি করা হয় এবং ২০০২ সালে ঐ আইনে কিছু সংশোধন আনা হয়। ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীতে কিছু সমিতি কর্তৃক আমানতকারীদের সাথে প্রতারণার কারণে সমবায় সমিতির কার্যক্রমকে আরও নিবিড়ভাবে তদারকির প্রয়োজনে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর আরও কিছু ধারা সংশোধন করে 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন-২০১৩' জারি করা হয়।[৩৬]

২.৪ সমবায় সমিতির মূলনীতি

সমবায় সমিতি একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যার সার্বিক কার্যক্রম সকল সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সমবায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'একতাই বল'। সমবায় সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে আইসিএ সমবায়ের সাতটি মূলনীতি ঘোষণা করেছে।[৩৭] বাংলাদেশের সমবায়মূলক কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই সাতটি মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এসব নীতি হল: (ক) স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত সদস্যপদ, (খ) সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, (গ) সদস্যদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, (ঘ) স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা, (ঙ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রবাহ (চ) আন্তঃসমবায় সহযোগিতা এবং (ছ) সামাজিক অঙ্গীকার।[৩৮] এছাড়া সমবায় কতগুলো মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এসব মূল্যবোধের মধ্যে আছে: (ক) সাম্য, (খ) একতা, (গ) সহযোগিতার মনোভাব, (ঘ) সততা (ঙ) গণতন্ত্র, (চ) স্বাধীনতা, (ছ) নৈকট্য এবং (জ) মিতব্যয়িতা (মালেক, ২০১২)।

২.৫ বাংলাদেশের সমবায় সমিতি বিষয়ক তথ্য

২.৫.১ সমিতির স্তর-বিন্যাস

পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা বিআরডিবি'র দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি।[৩৯] দ্বিতীয়ত, স্ব-উদ্যোগে গড়ে ওঠা সমবায় অধিদপ্তরের তিন-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি।

২.৫.২ সমিতির সংখ্যা

সারণি ২.১ : সমিতির সংখ্যা

সমিতির ধরন	অধিদপ্তর কর্তৃক সংগঠিত	বিআরডিবি কর্তৃক সংগঠিত	মোট
প্রাথমিক সমিতি	৯২,৬৮২	৯২,৩৮২	১,৮৫,০৬৪
কেন্দ্রীয় সমিতি	৪৫৯	৬৫৪	১,১১৩
জাতীয় সমিতি	২১	১	২২
মোট সমিতির সংখ্যা	**৯৩,১৬২**	**৯৩,০৩৭**	**১,৮৬,১৯৯**

সূত্র: এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩

[৩৩] ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত সমবায়ভিত্তিক এই মডেলের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম-বাংলার সমস্যাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সমাধানের উপায় বের করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রামভিত্তিক ও থানাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়।
[৩৪] এখানে উল্লেখ্য, ড. আখতার হামিদ খানের 'কুমিল্লা মডেল' এর মূল লক্ষ্য ছিল অধিদপ্তরের অধীন সমিতিগুলো দ্বি-স্তরে রূপান্তরিত করা। বিআরডিবি'র সমবায় কাঠামোর মত পৃথক ও প্রতিযোগিতামূলক বিকল্প সমিতি গঠনের প্রস্তাব তার ছিল না।
[৩৫] বিশ্বাস, সমীর কুমার, ২০১১; গৌরবের ঐকতান, ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংকলন।
[৩৬] পরিশিষ্ট - ৬ দ্রষ্টব্য।
[৩৭] www.ica.coop, January 2014.
[৩৮] পরিশিষ্ট - ৭ দ্রষ্টব্য।
[৩৯] যদিও বিআরডিবি কর্তৃক সংগঠিত একটি জাতীয় সমবায় সমিতি আছে।

বিআরডিবি'র মোট সমিতির সংখ্যা ৯৩,০৩৭টি এবং সমবায় অধিদপ্তরের মোট সমিতির সংখ্যা ৯৩,১৬২টি[৪০]। সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির মধ্যে কৃষি ও কৃষক প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৬৯,৬৩৬টি, মহিলা সমবায় সমিতি ২৭,২৯৯টি, বহুমুখী সমবায় সমিতি ৩৫,৩৮৬টি, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ৮,৬২৪টি, যুব সমবায় সমিতি ৫,৪০৭টি, সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি ২,৯৫৭টি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ১,৭৭২টি, শ্রমজীবী সমবায় সমিতি ১৭৪টি, দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ১,৪৮৬টি, তাঁতি সমবায় সমিতি ১,০৭৬টি এবং অন্যান্য ধরনের সমবায় সমিতি ২৪,৪৯৭টি[৪১]।

২.৫.৩ সমিতির ধরন

বর্তমানে বাংলাদেশে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত ২৯ ধরনের সমবায় সমিতি আছে।[৪২] তবে ২৯ ধরনের বাইরেও সমিতি হতে পারে। উদ্দেশ্য, দায়, গঠন ও সদস্য প্রকৃতি অনুযায়ী সমবায় সমিতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন:

ক. সদস্য প্রকৃতি অনুযায়ী - (১) উৎপাদক সমবায়, (২) ভোক্তা/ক্রেতা সমবায়, (৩) পেশাজীবী সমবায়, (৪) শ্রমজীবী সমবায়।

খ. উদ্দেশ্যভিত্তিক - (১) ক্রয় সমবায়, (২) বিক্রয় সমবায়, (৩) ঋণদানকারী সমবায়, (৪) সমবায় ব্যাংক, (৫) গৃহনির্মাণ সমবায়, (৬) বীমা সমবায়, (৭) বহুমুখী সমবায়, (৮) কৃষি সমবায়, (৯) অকৃষি সমবায়, (১০) শিল্প সমবায়, (১১) বাণিজ্যিক সমবায়।

গ. সংগঠনভিত্তিক - (১) প্রাথমিক সমবায়, (২) কেন্দ্রীয় সমবায়, (৩) মিশ্র সমবায়, (৪) জাতীয় সমবায়, (৫) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন।

ঘ. দায়ভিত্তিক সমবায় সংগঠন - (১) অসীম দায় সমবায়, (২) সীমিত দায় সমবায়।[৪৩]

২.৫.৪ সমিতির সাথে যুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা

সমবায় সমিতির প্রত্যক্ষ সদস্য সংখ্যা ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন। অন্যদিকে সমিতিতে কর্মরত সদস্য সংখ্যা ৪,৪২,১৯২ জন।[৪৪]

সারণি ২.২ : সমিতির সদস্য সংখ্যা

অধিদপ্তর কর্তৃক সংগঠিত	বিআরডিবি কর্তৃক সংগঠিত	মোট
৬২,৪৫,১০২	৩১,০৪,৪৫৫	৯৩,৪৯,৫৫৭

সূত্র: এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩ পর্যন্ত

সমিতির ধরনের সাথে সমিতির সদস্য সংখ্যার পার্থক্য হয়। গবেষণা আওতাভুক্ত প্রাথমিক সমিতিগুলোর মধ্যে একটি সমিতি আছে যার সদস্য সংখ্যা ৩০ জন; অন্য একটি সমবায় সমিতি আছে যার সদস্য সংখ্যা ৬,১০৩ জন।[৪৫] সাধারণত বিআরডিবি সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা কম এবং সমবায় অধিদপ্তরের অধীন সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারণি ২.৩ : সমিতিতে কর্মরত সদস্য সংখ্যা

সমবায় অফিসে কর্মরত	সমিতির কর্মসূচিতে কর্মরত	সমিতির সদস্যদের কর্মসূচিতে কর্মরত	সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান	মোট
৪৯,৫৫৬	৩০,৪৯৭	৩৯,৯১০	৩,২২,২২৯	৪,৪২,১৯২

সূত্র: এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩ পর্যন্ত

সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সমবায় সমিতি অফিসে, সমবায় সমিতির কর্মসূচিতে, সমবায় সমিতির সদস্যদের কর্মসূচিতে এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সর্বাধিক ৩,২২,২২৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২.৫.৫ সমিতির সম্পদের পরিমাণ

ক) মূলধন

সমবায় সমিতিগুলোর কাছে তিন ধরনের মূলধন আছে, যেমন অংশ মূলধন, সঞ্চয় মূলধন এবং সংরক্ষিত মূলধন। এই তিন ধরনের মূলধনের মধ্যে সঞ্চয় মূলধনের পরিমাণ সর্বাধিক। প্রাথমিক সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি এবং জাতীয় সমিতির সর্বমোট মূলধন যথাক্রমে ৪,৬৩,৬৩৪.৭, ৪৮,৯৮৫.০৩ এবং ৩১,৯০৪.৮৪ লক্ষ টাকা।

---

[৪০] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩।

[৪১] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[৪২] বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা ২০১২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১৯৭। পরিশিষ্ট - ৮ দ্রষ্টব্য।

[৪৩] http://www.somoyerbibortan.com, January 2014.

[৪৪] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩।

[৪৫] সমবায় সমিতি আইন অনুসারে সমবায় সমিতি গঠনের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২০ জন।

সারণি ২.৪ : সমিতির মূলধন

বিবরণ	জাতীয় পর্যায়ের সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি	মোট (লক্ষ টাকা) [৪৬]
ক) অংশ মূলধন	৩,৬২৪.৪৮	৯,১৯৭.৮৮	৫৫,৩১৯.১৮	৬৮,১৪১.৫৪
খ) সঞ্চয় মূলধন	৬২৬.৩৬	২০,৭১৮.১৯	৩,৯৪,৬৩৫.৫০	৪,১৫,৯৮০.০৫
গ) সংরক্ষিত মূলধন	২৭,৬৫৪.০০	১৯,০৬৮.৯৬	১৩,৬৭৯.৯৯	৬০,৪০২.৮৫

খ) সম্পদ

সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদের মধ্যে আছে সমিতির নামে বা দখলে থাকা জমি, ভবন, গাড়ি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদের মধ্যে আছে সমিতির মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ। এছাড়া সমিতির মজুদ তহবিল আছে যা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারিত নিয়মে সমিতির মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক সমিতিগুলোর বিভিন্ন ধরনের সম্পদের মধ্যে ভৌত সম্পদের পরিমাণ সর্বাধিক।

সারণি ২.৫ : সমিতির সম্পদ

বিবরণ	জাতীয় পর্যায়ের সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি (লক্ষ টাকা)[৪৭]
ক) ভৌত সম্পদ	২১,৪১২.২৯	৩৪,৪৩২.২৪	৩,৩৯,৩০০.৭৭
খ) বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	৩৫,৫৪৭.৮	৩৯,৬৬৫.৩৯	৯৫,৮০৬.৮৯
গ) মজুদ তহবিল	৫,৭৮৩.০১	১৮,৫৫০.২৮	৩৩,২৬৪.২
মোট	**৬২,৭৪৩.১০**	**৯২,৬৪৭.৯১**	**৪,৬৮,৩৭১.৮৬**

২.৬ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা

বর্তমানে বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো ‘সমবায় সমিতি আইন ২০০১’ এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।[৪৮] ২০০২ ও ২০১৩ সালে উপরোক্ত আইনের কিছু ধারায় সংশোধন আনা হয়। ‘সমবায় সমিতি আইন আইন ২০০১’ অনুসারে ‘সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৬.১ সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩ - এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ

সমবায় সমিতির কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য ‘সমবায় সমিতি আইন ২০০১’ এর কয়েকটি ধারা সংশোধন করে ‘সমবায় সমিতি আইন (সংশোধন) ২০১৩’ জারি করা হয়েছে। নতুন এই আইনের বিধিমালা জারি না হলেও আইনানুসারে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর যেসব বিষয় উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে আছে:

১. সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী,
২. সমবায় সমিতির উপ-আইন প্রণয়ন ও অনুমোদনের শর্তাবলী,
৩. সমবায় সমিতির আইনগত মর্যাদা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি,
৪. সমিতির শেয়ার মূলধন ও শেয়ার সম্পর্কে সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত শর্তাবলী,
৫. বার্ষিক সাধারণ সভার কর্তৃত্ব ও নিয়মাবলী,
৬. ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের শর্তাবলী ও কর্তৃত্ব,
৭. সমিতির তথ্যাদি সংরক্ষণের নিয়মাবলী,
৮. সমবায় সমিতির সম্পত্তি হস্তান্তরের শর্তাবলী ও প্রক্রিয়া,
৯. সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের নিয়মাবলী,
১০. পরিদর্শন সম্পাদনের নিয়মাবলী,
১১. তদন্ত সম্পাদনের নিয়মাবলী,
১২. বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পাদনের নিয়মাবলী,
১৩. অবসায়ন ও বিলুপ্তির নিয়মাবলী, ইত্যাদি।[৪৯]

[৪৬] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
[৪৭] *প্রাগুক্ত।*
[৪৮] সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইনসমূহ পরিশিষ্টে দেখানো হলো, দেখুন পরিশিষ্ট - ৯।
[৪৯] সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩।

২.৬.২ সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩ -এর উল্লেখযোগ্য সংশোধনসমূহ

সাম্প্রতিককালে কিছু সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সমবায় খাতকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পূর্বতন সমবায় সমিতি আইনের কিছু ধারায় সংশোধন করে সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারি করা হয়। সমবায় সমিতি আইনের উল্লেখযোগ্য সংশোধনের মধ্যে আছে:

২.৬.২.১ সমিতির নামের সাথে 'ব্যাংক'সহ অন্যান্য শব্দ ব্যবহারে বাধা-নিষেধ

নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত কোনো সমবায় সমিতির নামের সাথে কমার্স, ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ব্যাংক, লীজিং, ফাইনান্সিং বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।[৫০] নিবন্ধিত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও জাতীয় সমবায় সমিতির নামের সাথে ব্যাংক শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোন সমিতি এরূপ শব্দযুক্ত নামে নিবন্ধিত হয়ে থাকলে এই বিধান কার্যকর হওয়ার তিনমাসের মধ্যে সমিতির নাম সংশোধন করে নিবন্ধককে অবহিত করতে হবে।[৫১] মূলত সমবায় সমিতির ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড পরিচালনা বন্ধ করার জন্য আইনে এই সংশোধন আনা হয়েছে।

২.৬.২.২ শাখা অফিস খোলার ওপর বাধা-নিষেধ

সমবায় সমিতি তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো শাখা অফিস খুলতে পারবে না। তবে এই বিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোনো অনুমোদিত শাখা অফিস থাকলে তা এই বিধান কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল সমিতির সাথে একীভূত হবে অথবা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত শাখা অফিস প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারবে।[৫২] সমিতির নির্ধারিত কর্ম-এলাকার মধ্যে সমিতির কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং শাখার মাধ্যমে সমিতি কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের আমানত লুণ্ঠনের ঘটনা রোধের জন্য এই সংশোধন আনা হয়েছে।

২.৬.২.৩ আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের ওপর বাধা-নিষেধ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোনো সমবায় সমিতি নিজ সদস্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান করতে পারবে না। সমবায় সমিতির সদস্য নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করতে পারবে না। সমিতির সদস্যদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-আইনে ও বিধিতে বর্ণিত সীমা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য হিসেবে যে ঋণ পাওয়ার যোগ্য তার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না।[৫৩] অসদস্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে সমিতির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা রোধ করতে অসদস্যদের কাছ থেকে ঋণ বা আমানত গ্রহণের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২.৬.২.৪ আমানত সুরক্ষা তহবিল

আমানতকারীর বিনিয়োগকৃত অর্থের সুরক্ষার জন্য নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন করতে পারবে এবং সঞ্চয় আমানত গ্রহণকারী সমিতি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিলে জমা রাখতে বাধ্য থাকবে। আমানত সুরক্ষা তহবিলের অর্থ নিবন্ধক ও সংশ্লিষ্ট সমিতির যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাবে।[৫৪] কিছু সমিতি কর্তৃক আমানতকারীদের আমানত ফেরত না দিয়ে সমিতির সকল মূলধন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা রোধ করতে আইনের এই সংশোধন আনা হয়েছে।

২.৬.৩ সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩ : পর্যালোচনা

তথ্যদাতাদের কেউ কেউ মনে করেন সংশোধীত নতুন সমবায় আইন অসমবায়ী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে অসদস্যদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সমিতির পালিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা রোধ করতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে গবেষণাভুক্ত সমবায় সমিতির কোনো কোনো সদস্য মনে করেন সমবায় আইনের সংশোধন সমবায় সমিতিতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা তৈরি করার পাশাপাশি সমিতিসমূহকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। তথ্যদাতাদের মতে, সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর কিছু অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে (সারণি ২.৬ দ্রষ্টব্য)।

---

[৫০] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৯ (৩)।
[৫১] *প্রাগুক্ত*, ধারা ২৩ক (২)।
[৫২] *প্রাগুক্ত*, ধারা ২৩ক (১)।
[৫৩] *প্রাগুক্ত*, ধারা ২৬ (১,২,৩,৪)।
[৫৪] *প্রাগুক্ত*, ২০১৩, ধারা ২৬খ (১)।

সারণি ২.৬ : আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা

ধারা	আলোচ্য বিষয়	আইনি সীমাবদ্ধতা	প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা
ধারা ১০	সমিতির প্রাক যোগ্যতা যাচাই	মাঠ পর্যায়ে সমিতির প্রাকযোগ্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে আইনে সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা না থাকা	অযোগ্য সমিতির নিবন্ধন পেয়ে যায়
ধারা ১৮ (৭)	অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পরবর্তী অন্তবর্তী কমিটির সদস্য হতে না পারা	অন্তবর্তী কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি কর্মকর্তা পাওয়া যায় না
ধারা ২৬	আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান	আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান সংক্রান্ত আইন লজ্ঞন করলে সমিতির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই	আমানত ও ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত আইন লজ্ঞন করলে তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেনা তদারকি প্রতিষ্ঠান
ধার ২৬ (খ)	আমানত সুরক্ষা তহবিল	আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনে সমিতিকে বাধ্য করার বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই	যেসব সমিতি গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ করেছে তাদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছেনা তদারকি প্রতিষ্ঠান
ধারা ৮৬ (১)	আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ	সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে ফৌজদারি যেকোন অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য/ গ্রাহকরা নিবন্ধক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া আদালতে সরাসরি কোন মামলা করতে না পারা	গ্রাহকের অর্থ আত্মসাতের পরও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সমিতির বিরুদ্ধে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না

তথ্যদাতার মতে, সরকার কোনো গণবিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইন সংশোধন করেছে। তাদের মতে, কিছু সমবায় সমিতির নামে নিবন্ধিত মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কার্যক্রমকে রোধ করতে গিয়ে আইনের এই সংশোধন পুরো সমবায় খাতকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে। তথ্যদাতাদের মতে সরকার আইনের এই সংশোধন আনার ক্ষেত্রে সমবায়ীদের মতামত গ্রহণ করেনি। তাদের মতে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান পূর্বতন আইনে করা যেত। আইন সংশোধনের পর আমানতকারীরা সমিতি থেকে আমানত তুলে নিতে শুরু করেছে এবং অন্যদিকে সমিতির শাখা বন্ধের ঘোষণার সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতারা সমিতির টাকা ফেরত দিচ্ছে না।

বক্স ১: সমিতির শাখা বন্ধের ঘোষণা

শাখা বন্ধ করার ব্যাপারে কোন গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। ফলে এখন যেসব সমিতির শাখা আছে সেগুলো বন্ধ করলে সেখানকার চলমান কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাবে। অন্যদিকে মানুষ সমিতিগুলোর ব্যাপারে আস্থা হারাবে। এই অবস্থায় সমিতিগুলো ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। অন্যদিকে নতুন সংশোধিত আইনে কিছু বিষয়ের সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা নেই। হয়তো সেগুলো বিধিতে আসবে। যেমন 'শাখা' বলতে কি বুঝিয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়। এই আইনের সুযোগ নিয়ে সমিতিগুলো শাখা না খুলে 'সদস্য সেবা কেন্দ্র' খুলেছে।

২.৬.৪ সমবায় অধিদপ্তরের জারিকৃত পরিপত্রের উল্লেখযোগ্য দিক

সমবায় সমিতির বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধে ২০১৩ সালের ১৭ এপ্রিল সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রচারকৃত পরিপত্রের উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- 'সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪' এর ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ বিধির শর্ত অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন এবং আমানত বা ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ ব্যতিরেকে কোনো সমবায় সমিতি সদস্যদের নিকট হতে আমানত ও ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না।
- কোনো সমবায় সমিতির সদস্যগণের জমাকৃত আমানতের ওপর বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৮% হারে মুনাফা প্রদান করা যাবে।
- কোনো সমবায় সমিতির সদস্যদের নিকট হতে গৃহীত সঞ্চয় ও আমানতের টাকা কোনো তফসিলি ব্যাংক বা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং জমাকৃত মোট আমানতের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ঋণ প্রদান/ বিনিয়োগ কাজে ব্যবহার করা যাবে। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৬৭ বিধির শর্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট ২০% আমানত তারল্য হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখতে পারবে।
- কোনো সমবায় সমিতির কোনো সদস্যকে তার জমাকৃত শেয়ারের সর্বোচ্চ ৪০ গুন পর্যন্ত ঋণ প্রদান করতে পারবে এবং প্রদেয় ঋণ বা বিনিয়োগের ওপর বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০% হারে সার্ভিস চার্জ আরোপ করা যাবে।[৫৫]

[৫৫] স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.২৯.০০৮/১৩ ব্যাংক, বীমা-১৮৩, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩

২.৭ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা এবং সমিতির স্তরভিত্তিক কাঠামো ও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

২.৭.১ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো স্তরায়িত কাঠামোর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সমিতিগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমিতিকে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমিতিগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতিগুলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বিআরডিবি'র সমিতিগুলোর দ্বি-স্তরায়িত ব্যবস্থার স্তরগুলো হল: (১) প্রাথমিক সমিতি ও (২) কেন্দ্রীয় সমিতি। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে তিন-স্তরায়িত ব্যবস্থার স্তরগুলো হল: (১) প্রাথমিক সমবায় সমিতি (২) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও (৩) জাতীয় সমবায় সমিতি। প্রতিটি জাতীয় সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে কমপক্ষে দশটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে কমপক্ষে দশটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি থাকা বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক সমিতিকে অর্থবহ সমর্থন দানই কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির প্রধান দায়িত্ব।

চিত্র ২.১ : সমবায় অধিদপ্তরের তিন স্তরায়িত সমবায় কাঠামো

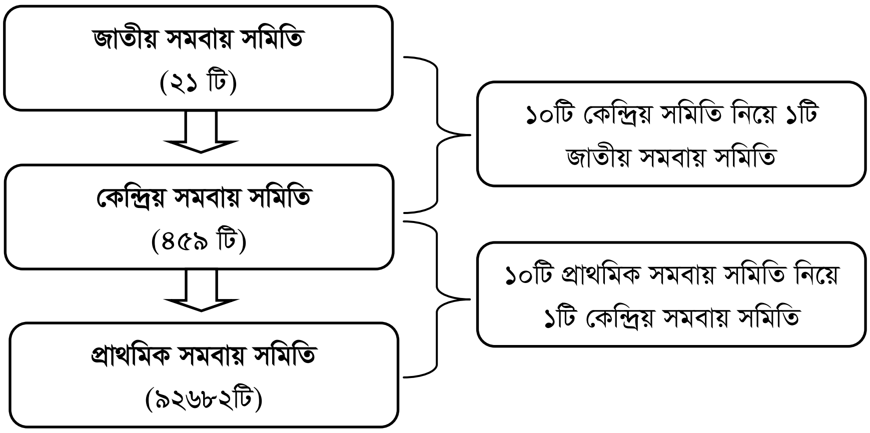

সমিতির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সব ধরনের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট তৈরি, হিসাব সংরক্ষণ, সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণসহ সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে কর্ম-কৌশল গ্রহণ করে। অন্যদিকে সমিতির সাধারণ সদস্যরা সমিতির কাজে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করে। সমিতিগুলোর বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই ধরনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে সমিতির বাজেট অনুমোদন, উপ-আইন সংশোধনসহ সমিতির পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২.৭.২ বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রাথমিক সমবায় সমিতি থেকে জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, পরিচর্যা, উৎসাহ ও অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি কাজ করে। দ্বি-স্তরায়িত সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে বিআরডিবি এবং তিন-স্তরায়িত সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে সমবায় অধিদপ্তর।

২.৭.২.১ সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান হলেন নিবন্ধক/মহাপরিচালক যিনি অতিরিক্ত সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক সমিতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোকে সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, জেলা সমবায় কর্মকর্তা এবং উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৬] প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে জেলা সমবায় কর্মকর্তা (সহকারী নিবন্ধক), বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধককে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-স্ব পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তদন্ত, নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং অবসায়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পাদন করেন।[৫৭] জাতীয় পর্যায়ের

---

[৫৬] পরিশিষ্ট - ১০ দ্রষ্টব্য।

[৫৭] পরিশিষ্ট - ১১ দ্রষ্টব্য।

সমিতিগুলোর এই ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব পালন করে সমবায় অধিদপ্তর।[৫৮] সমবায় অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পদমর্যাদায় মোট কর্মকর্তা-কর্মচারী ৪৬৬৫ জন।[৫৯] সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বও পালন করেন।[৬০]

২.৭.২.২ বিআরডিবি

বিআরডিবি'র দ্বি-স্তর সমবায় সমিতি দেশের প্রতিটি উপজেলায় সম্প্রসারিত। বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় যার প্রতিটি পরিচালিত হয় একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে। এই বিভাগগুলো হল; (ক) সরেজমিন বিভাগ, (খ) পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, (গ) প্রশিক্ষণ বিভাগ, (ঘ) প্রশাসন বিভাগ এবং (ঙ) অর্থ ও হিসাব বিভাগ। জেলা দপ্তরে উপ-পরিচালক এবং উপজেলা দপ্তরে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার (ইউআরডিও)-এর তত্ত্বাবধানে বিআরডিবি'র কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।[৬১] বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে মনিটরিং বিভাগ এবং প্রকল্প শেষে এর সফলতা ও ব্যর্থতা বা উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা মূল্যায়ন করে থাকে। বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।[৬২] উল্লেখ্য বিআরডিবি'র প্রকল্প ও কর্মসূচি সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত দলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

বিআরডিবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন পদে মোট কর্মরত জনবল ২,১৪৩ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির অনুমোদিত জনবল ৬৬৬ জনের বিপরীতে কর্মরত জনবল ৫১২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির অনুমোদিত জনবল ৬১১ জনের বিপরীতে কর্মরত জনবল ৩৯১ জন, তৃতীয় শ্রেণির অনুমোদিত জনবল ১২৯৪ জনের বিপরীতে কর্মরত জনবল ৯৭৯ এবং চতুর্থ শ্রেণির অনুমোদিত জনবল ৩১৭ জনের বিপরীতে কর্মরত জনবল ২৬১ জন।[৬৩]

২.৮ উপসংহার

বিশ্বব্যাপী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউরোপে সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়ে পরবর্তীতে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলা অঞ্চলে সমবায় সমিতি বিকাশ লাভ করে। পাকিস্তান আমলে 'কুমিল্লা মডেল' প্রস্তাবনার মাধ্যমে এটি পরিমার্জিত রূপ লাভ করে যা কৃষি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সমবায়ের গুরুত্ব স্বীকার করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, মূলধন এবং সম্পদের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও তদারকি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে পরিচালিত হয়। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে যেখানে তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট আইনানুসারে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। সমবায় খাতকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনের সংশোধন করা হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[৫৮] http://www.coop.gov.bd/Home.htm, January 2014.

[৫৯] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩। পরিশিষ্ট - ১২ দ্রষ্টব্য।

[৬০] পরিশিষ্ট - ১৩ দ্রষ্টব্য।

[৬১] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৬২] *প্রাগুক্ত।*

[৬৩] *প্রাগুক্ত।*

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সমবায় অধিদপ্তর দেশব্যাপী সব ধরনের সমবায় সমিতির তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। সমবায় সমিতি আইন অনুসারে সমবায় অধিদপ্তর সমিতির আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির তত্ত্বাবধান, পরিচর্যা, যুগোপযোগী কর্মকৌশল নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে সমবায় খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। অন্যদিকে বিআরডিবি সমিতি গঠন, শর্তসাপেক্ষে ফেরতযোগ্য আবর্তক ঋণ প্রদান করার পাশাপাশি সমবায় সমিতির সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। তদারকি প্রতিষ্ঠানের এই বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম

সরকারের কর্মসূচি এবং জনস্বার্থের সাথে সংগতি রেখে সমবায় সমিতি গঠন, মূলধন সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। সমবায় আদর্শ, সমবায় আইন, সমবায় বিধিমালা ও সমিতির উপবিধি দ্বারা একটি সমবায় সমিতি সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।[৬৪] নিম্নে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম আলোচনা করা হল।

৩.১.১ ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর সমিতির ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সমিতি গঠন, নিবন্ধন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা এবং সমিতির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করা। নিম্নে সমবায় অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্বসমূহ আলোচনা করা হল:

চিত্র ৩.১ : সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রক্রিয়া

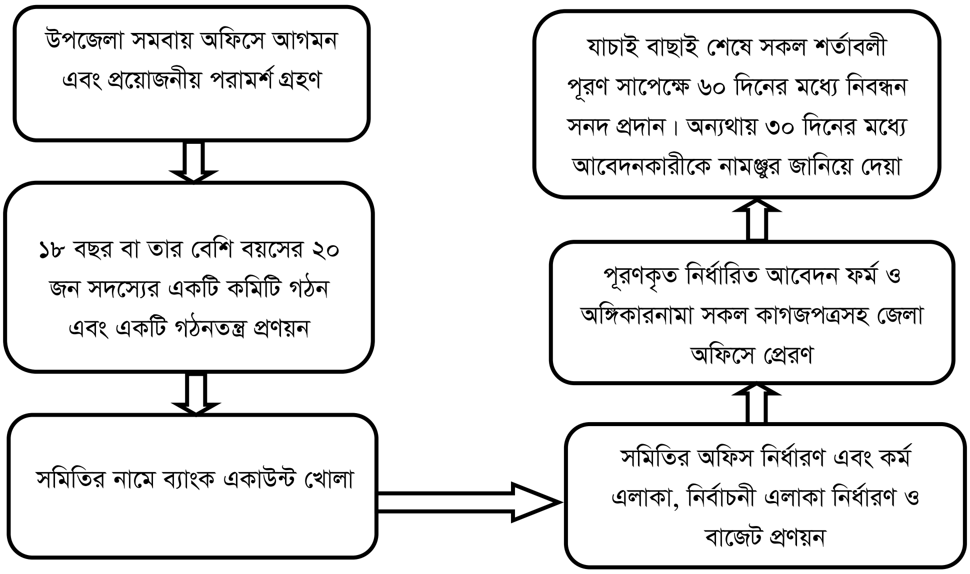

[৬৪] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩.১.১.১ সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান

সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ফি, সমিতির প্রস্তাবিত উপ-আইনের অনুলিপি এবং অন্যান্য কাগজপত্রসহ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়।[৬৫] উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় মন্তব্যসহ আবেদনটি জেলা সমবায় কর্মকর্তার বরাবর নিবন্ধনের জন্য প্রেরণ করে। এখানে উল্লেখ্য, পেশকৃত আবেদন সম্পর্কে জেলা নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করে সমিতির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করবেন অথবা আবেদন নামঞ্জুর হলে তার কারণ উল্লেখ করে ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে গৃহীত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানিয়ে দিবেন।[৬৬]

সমিতির নিবন্ধন পাওয়ার ক্ষেত্রে সমিতির ধরন অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ শেয়ার মূলধন থাকতে হয় এবং নির্ধারিত নিবন্ধন ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদান করতে হয়।[৬৭]

ক. সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি'র পরিমাণ: সমিতির ধরনের ওপর ভিত্তি করে সমিতি নিবন্ধন ফি'র পরিমাণে পার্থক্য হয় (সারণি ৩.১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৩.১ : সমবায় সমিতির নিবন্ধন ফি

ক্রম	সমিতির ধরন	ফি'র পরিমাণ[৬৮]
১	সরকারি কর্মসূচির আওতায় বিত্তহীন, ভূমিহীন, আশ্রয়হীন সমিতি	৫০ টাকা
২	প্রাথমিক সমিতি	৩০০ টাকা
৩	কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	১,০০০ টাকা
৪	জাতীয় সমবায় সমিতি	৫,০০০ টাকা

খ. নিবন্ধনের শর্তপূরণে সমিতির কাছে থাকা পরিশোধিত শেয়ার মূলধন: সমবায় সমিতির নিবন্ধন পেতে সমিতিগুলোর কাছে নির্ধারিত পরিমাণ শেয়ার মূলধন থাকার নিয়ম আছে। এক্ষেত্রে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ সমিতির ধরন অনুসারে ভিন্ন হয়। নিম্নে সারণির মাধ্যমে নিবন্ধনের শর্তপূরণে সমিতির কাছে থাকা শেয়ার মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা হল:

সারণি ৩.২ : সমিতির শেয়ার মূলধন

ক্রম	সমিতির ধরন	মূলধনের পরিমাণ[৬৯]
১	সরকারি কর্মসূচির আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি	৩,০০০ টাকা
২	ক্রেডিট কো- অপারেটিভ সোসাইটি ব্যতীত অন্যান্য প্রাথমিক সমিতি	২০,০০০ টাকা
৩	কেন্দ্রীয় সমিতি ও জাতীয় সমিতি	১,০০,০০০ টাকা
৪	ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সমিতি	১,০০,০০,০০০ টাকা

চিত্র: ৩.২: বছরওয়ারি সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা

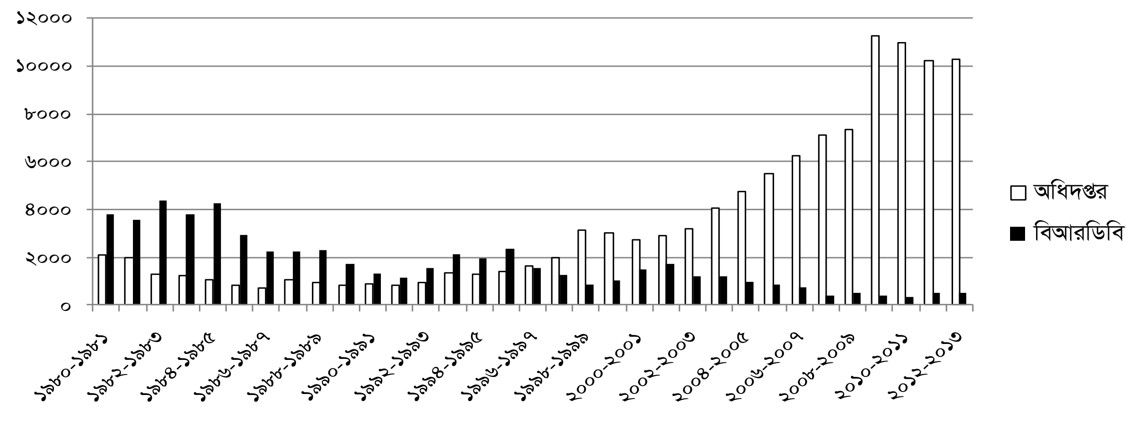

---

[৬৫] প্রস্তাবিত সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য পরবর্তী ২ (দুই) সমবায় বর্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণসহ একটি বাজেট প্রাক্কলন আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হয়।

[৬৬] সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩, ধারা ১০(২)।

[৬৭] সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ অনুসারে।

[৬৮] সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ , ধারা ৫ (২) অনুসারে।

[৬৯] সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ , ধারা ৫ (৩) অনুসারে।

সমবায় অধিদপ্তরের তথ্যে দেখা যায় বিগত তিন দশকে বিআরডিবি'র দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমিতির নিবন্ধনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে যেখানে সমবায় অধিদপ্তরের সমিতির নিবন্ধন গ্রহণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে নব্বই দশকের পর থেকে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে স্বউদ্যোগে গড়ে ওঠা বহুমুখী সমবায় সমিতির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিআরডিবি'র সমিতিগুলো সরকারি ঋণ নির্ভর। সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সরকারি ঋণ কমে যাওয়ার কারণে বিআরডিবি'র সমিতি নিবন্ধনের সংখ্যা কমে আসছে।[৭০]

৩.১.১.২ সমিতির উপ-আইন অনুমোদন

প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের সময় সমবায় সমিতি পরিচালনার সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী সমন্বিত উপ-আইন অনুমোদন করা হয়। প্রত্যেকটি সমিতির উপ-আইন সমবায় 'সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪' এর বিধি ৮ মোতাবেক নির্ধারিত ফরমেটে প্রণয়ন করা হয়। সমিতির নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর প্রস্তাবিত সমিতির উপ-আইনের যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে তার মধ্যে আছে:

(১) নিবন্ধনের আবেদন সমবায় আইন ও বিধিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা,
(২) সমিতির উদ্দেশ্যকল্পে উক্ত উপ-আইন উপযোগী ও কার্যকর কিনা এবং
(৩) উক্ত উপ-আইন নিরাপদ ও নিরাপত্তার সাথে সমিতির ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করে কিনা, ইত্যাদি।

উপ-আইন অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান করা হয় না। সমবায় সমিতি আইনের সাথে সংগতি রেখে সমিতির উপ-আইনে সংশোধন আনা যায়। উপ-আইনের এই সংশোধন সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদন নেওয়ার বিধান আছে। সর্বশেষ উপ-আইনের এই সংশোধনীর ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদন লাগে।

৩.১.১.৩ সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন

প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাবপত্র প্রতি সমবায় বর্ষে অন্তত একবার নিরীক্ষা করার জন্য অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারীকে বা অন্য ব্যক্তিকে বা উক্ত সমবায় সমিতিকে অনুদান বা ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারীকে নিবন্ধক ক্ষমতা প্রদান করে এবং নিরীক্ষক উক্ত সমিতির সব সম্পদ ও হিসাবপত্রসহ অন্যান্য সব রেজিস্টার ও বই নিরীক্ষা করে।[৭১] নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

ক. সমিতির নগদ তহবিল ও নিরাপত্তা তহবিল পরীক্ষা,
খ. আমানতকারী ও পাওনাদারদের পাওনা স্থিতি এবং গ্রাহকদের নিকট সমিতির পাওনার পরিমাণ পরীক্ষা,
গ. মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ পরীক্ষা (যদি থাকে),
ঘ. সমিতির সম্পদ ও দেনার মূল্যায়ন,
ঙ. সমিতির লেনদেনসমূহের বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সীমা পরীক্ষা,
চ. ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণী পরীক্ষা,
ছ. আদায়কৃত লাভের প্রত্যয়ন,
জ. হালনাগাদ সদস্য তালিকা পরীক্ষা,
ঝ. বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়সমূহ, ইত্যাদি।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমবায় আইন, বিধিমালা ও উপ-আইনের সাথে পরিপন্থী কোনো লেনদেন, কোনো ঘাটতি বা লেনদেন যা অবহেলা কিংবা অসদাচরণের ফলশ্রুতিতে ঘটেছে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আত্মসাৎকৃত সম্পদ, সন্দেহজনক বা কু-সম্পদ কিংবা এই ধরনের অন্য কোনো নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের বিবরণ উল্লেখ থাকে। নিরীক্ষক সমবায় সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর একটি অনুলিপি নিবন্ধক বরাবর এবং একটি অনুলিপি নির্দিষ্ট সমবায় সমিতির কাছে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য, নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৬০ দিনের মধ্যে এবং অন্যান্য সমিতি ১২০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদনে উল্লেখিত দোষত্রুটি ও অনিয়মসমূহ সংশোধন করে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবিহিত করার নিয়ম আছে। নিরীক্ষার জন্য সমবায় সমিতিগুলোকে নির্ধারিত পরিমাণে নিরীক্ষা ফি প্রদান করতে হয়। প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিরীক্ষার ফি'র পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সমিতির বার্ষিক লাভের ১০% অথবা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির লাভের ১০% অথবা সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা। এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে যে কোন সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম আছে। নিরীক্ষা আপত্তি অমান্য করলে সমবায় অফিস সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নিতে পারে তার মধ্যে আছে:

ক) বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া,
খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি হতে কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা,
গ) সদস্যদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা,

[৭০] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য।
[৭১] পরিশিষ্ট - ১৫ দ্রষ্টব্য।

ঘ) অর্থ আত্মসাৎ হলে অর্থ পরিশোধের আদেশ দেওয়া,
ঙ) সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা, ইত্যাদি।

সারণি ৩.৩ : সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা ফি আদায় (সর্বশেষ ২০১২-২০১৩)

বিভাগের নাম	ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি (টাকায়)			আদায়কৃত নিরীক্ষা ফি			মওকুফের পরিমাণ	আদায়ের শতকরা হার
	চলতি	বকেয়া	মোট	চলতি	বকেয়া	মোট		
সর্বমোট	২,৩৯,৪৮,৯১৫	৪১,১৯,৪৭৩	২,৮০,৬৮,৩৮৮	২,২১,৮৮,০৭৪	৭,৮০,৬১৮	২,২৯,৬৮,৬৯২	১০,৫২,৩২২	৮৩.০৪

সারণি ৩.৪ : বিআরডিবি কর্তৃক নিরীক্ষা ফি আদায় (সর্বশেষ ২০১২-২০১৩)

বিভাগের নাম	ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি (টাকায়)			আদায়কৃত নিরীক্ষা ফি			মওকুফের পরিমাণ	আদায়ের শতকরা হার
	চলতি	বকেয়া	মোট	চলতি	বকেয়া	মোট		
সর্বমোট	২৬,৬৭,৯৫৯	১২,৬১,৫২০	৩৯,২৯,৪৭৯	২২,৫৪,৪৩৩	৩,২২,৮৯৭	২৫,৭৭,৩৩০	২,০৩,১৪০	৬৫.৫৯

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় বিআরডিবি'র সমিতির তুলনায় সমবায় অধিদপ্তরের সমিতিসমূহের কাছ থেকে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি'র পরিমাণ বেশি। সমবায় অধিদপ্তরের সমিতিসমূহের কাছ থেকে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি'র ৮৩.০৪% আদায় হয়েছে যেখানে বিআরডিবি'র সমিতিসমূহের কাছ থেকে ৬৫.৫৯% নিরীক্ষা ফি আদায় হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, সমবায় অধিদপ্তরের সমিতিসমূহের নিরীক্ষা সম্পাদনের হার বিআরডিবি'র সমিতিসমূহের তুলনায় অধিক।

৩.১.১.৪ সমবায় সমিতি পরিদর্শন

সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক সমবায় সমিতিসমূহকে প্রতি সমবায় বর্ষে অন্তত একবার পরিদর্শনের নিয়ম আছে।[৭২] সাম্প্রতিক সময়ে সমবায় সমিতিসমুহকে অধিক পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য উপজেলা ও থানা পর্যায়ের সমবায় কর্মকর্তাদের প্রতিমাসে কমপক্ষে চারটি সমিতি পরিদর্শনের বিষয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিটি সমিতির সার্বিক অবস্থার বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন জেলা সমবায় কর্মকর্তার কাছে জমা দান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা, আর্থিক কার্যক্রম ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের মত বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায়। আইন অনুসারে নিবন্ধক স্বয়ং কিংবা তার অধীনস্থ এক বা একাধিক কর্মকর্তার দ্বারা যেকোন সময়ে যে কোনো সমবায় সমিতির কার্যক্রম ও রেকর্ডপত্র পরিদর্শন করতে পারে। পরিদর্শনকার্য পরিচালনাকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমিতি তার রেজিস্টার, বই বা অন্যান্য দলিল দাখিল করে এবং উক্ত সমিতি সম্পর্কে কোনো বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করতে সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি বা তার অধীনস্থ যে কোনো কর্মচারী বাধ্য থাকে। পরিদর্শনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে নিবন্ধক যদি উক্ত সমিতির কার্যাবলী তার সদস্য কিংবা পাওনাদারদের স্বার্থের পরিপন্থী পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করে, তাহলে পরিদর্শনকৃত সমিতিকে উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান পূর্বক যে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করে সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পরিদর্শনের জন্য সমবায় সমিতিসমূহ নিম্নোক্ত দলিলাদি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখবে:

(ক) সমিতির উপ-আইন,
(খ) সমিতির সদস্যদের রেজিস্টার ফরম,
(গ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রেজিস্টার,
(ঘ) সমিতির আয়-ব্যয়ের রেজিস্টার,
(ঙ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ইত্যাদি।

৩.১.১.৫ সমিতিকে অনুদান প্রদান

সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অনুদানের ব্যবস্থা নেই। সমিতিগুলোর সদস্যদের জমাকৃত তহবিলের ওপর নির্ভর করে সমিতিগুলো নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলে। অন্যদিকে বিআরডিবি'র কৃষি সমিতিগুলোর জন্য সরকার অনুদান দেয়। এই সমিতিগুলোর কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সরকার সমিতির সদস্যদের মাঝে আবর্তক ঋণ প্রদান করে। এই ঋণ একবার পরিশোধ হয়ে গেলে পুনরায় প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক সমবায় সমিতি আছে; যেগুলোর অনুদান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে প্রদান করা হয়।

[৭২] সমবায় কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সময় সমিতি পরিদর্শন করতে পারে।

সারণি ৩.৫: সমবায় সমিতির অনুদানের উৎস

সমবায় সমিতির ধরন	আর্থিক অনুদান
সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতি	নিজস্ব তহবিল
বিআরডিবি'র সমবায় সমিতি	বিআরডিবি
প্রকল্পভিত্তিক সমবায় সমিতি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর

৩.১.২ বিচারিক বা আধা-বিচারিক দায়িত্ব

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচারিক দায়িত্ব পালন করে। এই বিচার বা আধা-বিচারিক দায়িত্বগুলোর মধ্যে আছে সমবায় সমিতিতে উদ্ভূত বিরোধ ও আপীল নিষ্পত্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক অকার্যকর সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা। নিম্নে সমবায় অধিদপ্তরের বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচারিক দায়িত্বসমূহ আলোচনা করা হল:

৩.১.২.১ সমবায় সমিতি অবসায়ন

কোন সমিতির অবসায়ন বা সমিতির নিবন্ধন বাতিল করার প্রয়োজন হলে সমবায় অধিদপ্তর অবসায়ক নিয়োগ করে ঐ সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম শুরু করতে পারে। যেসব কারণে সমিতিকে অবসায়ন দেওয়া হয় তার মধ্যে আছে:

- ক. সমবায় সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনের কোন অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক সমিতি অবসায়নের প্রয়োজন মনে করলে,
- খ. অবসায়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ সম্মতি জ্ঞাপন করলে,
- গ. পর পর দুটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া বা পর পর দুটি সাধারণ সভায় কোরাম না হলে,
- ঘ. নিবন্ধিত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু না হলে,
- ঙ. সমিতির কার্যক্রম বিগত এক বছর বন্ধ থাকলে,
- চ. পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বা সঞ্চয় আমানত নির্ধারিত পরিমাণের কম হলে,
- ছ. উপ-আইনের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করলে, ইত্যাদি।[৭৩]

কোনো সমিতি এই শর্তগুলোর কোনো একটি বা একাধিক ভঙ্গ করলে উক্ত সমিতিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধন বাতিল করা যায়। সমিতিকে অবসায়নের আদেশ প্রদান করার প্রয়োজন হলে নিবন্ধক কোনো ব্যক্তিকে অবসায়ক নিয়োগ করতে পারে। অবসায়ক নিয়োগের পর সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি আর কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। অবসায়ক সমিতি আইন ও বিধি অনুসারে সমিতি অবসায়নের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৩.১.২.২ সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ

সমবায় আইন অনুসারে কোনো সমবায় সমিতির নির্বাচনসহ এর যে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা বা অবসায়ক কর্তৃক অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোন বিরোধে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকলে সমবায় অধিদপ্তর সেই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। প্রতিটি বিরোধ নিষ্পত্তিতে নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত সালিশকারীর নিকট নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ পেশ করতে হয়। সালিশকারীর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারে।

---
[৭৩] সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪, ১২৩ হতে ১৩৭ বিধি। ।

চিত্র ৩.৩ : সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

সমবায় সমিতির যে কোনো ধরনের অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা পর্যায়ের অভিযোগসমূহ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ের অভিযোগসমূহ জেলা সমবায় কর্মকর্তা, বিভাগীয় পর্যায়ের অভিযোগসমূহ বিভাগীয় সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায় অধিদপ্তরে অভিযোগসমূহ নিবন্ধক বরাবর দাখিল করতে হয়। সমবায় সমিতি আইন এর ৫০ ধারা মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহের বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। এক্ষেত্রে সমিতির সদস্য বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কেউ ১০০ টাকা কোর্ট ফি দিয়ে জেলা সমবায় কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ (ডিসপুট) দায়ের করতে পারেন এবং তা পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বাধ্যবাধকতা আছে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে আরও ৬০ দিনের মধ্যে অবশ্যই অভিযোগ নিষ্পত্তি করার নিয়ম আছে।

৩.১.৩ প্রমোশনাল দায়িত্ব

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রমোশনাল ও প্রচারণামূলক দায়িত্ব পালন করে। এইসব দায়িত্বর মধ্যে আছে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রসারের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা। সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতিসমূহের উন্নয়নে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য পদেক্ষপ গ্রহণ করে। সমবায় সমিতিকে উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের জন্য প্রত্যেক সমিতি থেকে সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় করে। সমিতি প্রতি সিডিএফ-এর পরিমাণ সমিতির বার্ষিক লাভের ৩%। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সিডিএফ আদায়ের পরিমাণ ২,৯১,৭৪,২৮৮.৪৩ টাকা।[৭৪]

সিডিএফ-এর এই অর্থ সমবায়ের উন্নয়ন, প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রচার ও প্রকাশনার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর থেকে সমবায় পত্রিকা ও সাময়িকী, যেমন মাসিক সমবায়, নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। সমিতিসমূহের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদানকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করার নিয়ম আছে। এরই অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন ও সমবায় পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে।

৩.১.৪ উন্নয়নমূলক দায়িত্ব

সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির কাজে সৃজনশীল ও পেশাগতভাবে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।[৭৫] সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী' সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের ও সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে মুক্তাগাছা, ফরিদপুর, ফেনী, মৌলভীবাজার, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, নওগাঁ, নরসিংদী এবং রংপুরে ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট রয়েছে। এইসব ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

---

[৭৪] এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, জুন ২০১৩। পরিশিষ্ট ১৬ দ্রষ্টব্য।

[৭৫] http://www.coop.gov.bd, January 2014.

রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে এ সকল প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (১) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন (২) সচেতনতা সৃষ্টি (৩) সমবায় ব্যবস্থাপনা ও (৪) বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কোর্সে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। সমবায় অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ সদর কার্যালয়, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা, রংপুর এবং খুলনা আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে অবস্থিত মোট ৪টি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব এর মাধ্যমে সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। কোর্সগুলোর মেয়াদ ৩ দিন হতে ৬০ দিন পর্যন্ত। এসব কোর্সে যে কোন উৎসাহী সমবায়ী মহিলা ও পুরুষ অংশ নিতে পারে। এ ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে ও অর্থায়নে যৌথ উদ্যোগে পেশাগত প্রশিক্ষণ, অবহিতকরন কোর্স, মাঠ সংযুক্তি, শিক্ষাসফর, কর্মশালা, সম্মেলন ইত্যাদি পরিচালনা করে। জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী হতে ১২৭৬ জন এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে ৬৫১১ জন্য এবং ৬৪টি জেলায় অবস্থিত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দলের মাধ্যমে ২,২৬,৯৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।[৭৬] সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কোন ফি আদায় করা হয় না; বরং অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১২০ টাকা করে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

৩.২ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের বড় একটি অংশের সংগঠন, ঋণদান এবং প্রনোদনার দায়িত্ব পালন করে বিআরডিবি। গ্রাম এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠিকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সেবা ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে।

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র প্রধান দায়িত্ব

১. সমবায় সমিতি/অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে সাংগঠনিক অবকাঠামো সৃষ্টি করা,
২. প্রাথমিক সমিতি/দল (পুরুষ/মহিলা) গঠন, ঋণ গ্রহণে পরামর্শ প্রদান ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা,
৩. সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তাকরণ,
৪. সমিতির সদস্যগণকে সহজ শর্তে কৃষি উৎপাদন ও কৃষি উপকরণের জন্য (সার,বীজ,কীটনাশক এবং সেচ যন্ত্রপাতি) ঋণ প্রদান। এর মধ্যে আছে (ক) ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি ঋণ ও (খ) আবর্তক ক্ষুদ্র ঋণ,
৫. দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে কৃষির আধুনিকায়নে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা,
৬. মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার ব্যবস্থাকরণ,
৭. স্বব্যবস্থাপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ, ইত্যাদি।[৭৭]

৩.৩ সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে। সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সমিতিসমূহের নিবন্ধন, বাজেট অনুমোদন, নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তদন্ত, নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, অনুদান ও উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো তথ্যদাতাদের প্রদত্ত তথ্যানুসারে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৩.১ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

মাঠ পর্যায়ে যোগ্যতা যাচাইপূর্বক সমবায় সমিতিকে নিবন্ধন প্রদান করা সমবায় অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।[৭৮] নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করা এবং সমিতির সদস্যদের সাথে মুখোমুখি কথা বলার নিয়ম আছে।[৭৯] কিন্তু সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির রয়েছে যা সার্বিক নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

---

[৭৬] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ। পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন।

[৭৭] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[৭৮] বিআরডিবি'র বৃত্তহীন সমিতির নিবন্ধন প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

[৭৯] প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের জন্য সমিতির আবেদন প্রদান, নির্ধারিত ফি প্রদান, উপ-আইন অনুমোদন, সদস্য কারা, সদস্যদের যোগ্যতা যাচাই, কি উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করা হচ্ছে, স্থায়ী অফিস আছে কিনা ইত্যাদি যোগ্যতা যাচাই এবং প্রাথমিক নিরীক্ষা সম্পাদন করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৩.৩.১.১ সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা

যোগ্যতা যাচাইপূর্বক সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বতন 'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' এর কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। ঐ আইন অনুসারে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল, নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য পেশকৃত আবেদন সম্পর্কে জেলা নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করবে অথবা নামঞ্জুর হলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন ইস্যু করা না হলে অথবা সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানানো না হলে, সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।[৮০] তথ্যদাতাদের মতে, দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক সময় আবেদন নামঞ্জুর হওয়ার সিদ্ধান্ত সমিতি বরাবর ৬০ দিনের মধ্যে জানানো যায় না। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু যোগ্যতাহীন সমিতি নিবন্ধন পেয়ে যায়। অন্যদিকে অনেক যোগ্যতাহীন সমিতি বিভিন্ন কৌশলে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের যোগসাজশে ৬০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করায়। ফলে ঐ সমিতিগুলোও আইন মোতাবেক নিজ থেকে নিবন্ধন পেয়ে যায়। তবে সর্বশেষ সংশোধিত 'সমবায় সমিতি আইন ২০১৩' এ এই ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান আইনুসারে পেশকৃত আবেদন সম্পর্কে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করবে অথবা নামঞ্জুর হলে তার কারণ উল্লেখ করে গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।[৮১]

৩.৩.১.২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমিতির নিবন্ধন প্রদান

গবেষণায় দেখা যায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় কর্মকর্তাগণ নিবন্ধনের শর্তাবলী মাঠ পর্যায়ে যাচাই না করেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে/নির্দেশে সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান করে। বিশেষ করে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে গঠিত সমবায় সমিতিগুলোর নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের জন্য যোগ্যতা যাচাইয়ের বিষয়টি গৌণ হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে বিআরডিবি'র যেসব সমিতির নিবন্ধন হয় তা যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের তেমন কিছু করার থাকে না। সাধারণত বিআরডিবি কর্তৃপক্ষ কোন সমিতি সংগঠিত করে স্থানীয় সমবায় অফিসের মাধ্যমে জেলা অফিসে নিবন্ধনের জন্য আবেদন/সুপারিশ করে। অনেক সময় সমবায় অফিস স্ব-উদ্যোগে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে যোগ্যতাহীন সমিতিকে নিবন্ধন না দিলে বিআরডিবি উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সমিতির নিবন্ধন দিতে বাধ্য হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় অধিপ্তরের সমিতির প্রাক-যাচাই বাছাইয়ের সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে নিবন্ধন দেওয়া অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।[৮২]

> **বক্স ২: প্রকল্পভিত্তিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন**
>
> **বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে গঠিত সমিতিগুলো সমবায় নীতিমালা অনুসারে গঠিত হয়নি। এই সমিতিগুলোকে সমবায়ের মূলনীতি অনুসরণ করতেও দেখা যায় না। কিন্তু এই সমিতিগুলো নিবন্ধন না দিয়ে পারা যায় না। যেমন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন প্রকল্প 'একটি বাড়ী একটি খামার'। এই প্রকল্পগুলো সমবায়ের কোন নীতিমালা অনুসরণ করে না। কিন্তু সমবায় অধিদপ্তরের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই সমিতিগুলো নিবন্ধন পেয়ে যাবে।**
>
> সূত্র: একজন মুখ্য তথ্যদাতা

৩.৩.১.৩ রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের প্রভাবে সমিতি নিবন্ধন প্রদান

সরকারি কোন অনুদান বা খাস সম্পদ ইজারা/দখল পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরবর্গ সমবায় সমিতি নিবন্ধন গ্রহণ করে। এই ধরনের সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের চাপে যোগ্যতা যাচাই না করে সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। সমবায় কর্মকর্তাগণ এই ধরনের সমিতির ক্ষেত্রে কোন অযোগ্যতা থাকে নিবন্ধন দিতে আগ্রহী নয় বলে জানা যায়। তাদের মতে, এই ধরনের যোগ্যতাবিহীন সমিতির নিবন্ধন দেওয়া হলে এবং পরবর্তীতে কোন সমস্যা দেখা দিলে যে কর্মকর্তা নিবন্ধনের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং যে কর্মকর্তা নিবন্ধন প্রদান করেন তাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত হলেও রাজনৈতিক এবং প্রভাবশালী কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করতে হয়েছে বলে জানায় কয়েকজন তথ্যদাতা। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, সংসদ সদস্য, এমনকি মন্ত্রীও সমিতি নিবন্ধন প্রদানের জন্য চাপ প্রদান করেছে বলে তথ্যদাতাগণ জানায়।

> **বক্স ৩: জলমহাল ইজারা প্রদান**
>
> **মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মৎস্যজীবী সনদপত্রধারী সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সমবায় কর্মকর্তা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান করে। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অবৈধ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অমৎস্যজীবীদের মৎস্যজীবী হিসেবে সনদপত্র প্রদান**

---

[৮০] সমবায় সমিতি আইন ২০০১, [ধারা ১০ (২)]

[৮১] *প্রাগুক্ত*।, [ধারা ১০ (২)]

[৮২] এ ধরনের প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সমিতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না । এই সমিতিগুলো স্ব-উদ্যোগ ও স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে সমিতি গড়ে ওঠেনি। তবে বর্তমানে অধিদপ্তর হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের নামের যে তালিকা দেওয়া হয় তা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সরেজমিনে যাচাই নির্দেশনা দেওয়া আছে। তথ্যদাতার মতে বর্তমানে সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদানের সময় সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্রও দেখা হয়।

করেন। একটি জেলার বিভিন্ন খাস জমি বা জলমহলের ইজারা প্রদানের ক্ষমতা থাকে জেলা প্রশাসকের হাতে। সরকারি নিয়মানুসারে সরকারি এই সম্পদসমূহ সমবায় সমিতিগুলোকে ইজারা দেওয়া হয়। কোন এলাকায় এ ধরনের কোন সরকারি সম্পদ থাকলে সেগুলো ইজারা পাওয়ার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সমবায় সমিতি গঠন করে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্কের সূত্র ধরে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ঐ সরকারি সম্পদগুলো ইজারা নিয়ে ভোগ দখল করে। অথচ প্রকৃত ইজারা পাওয়ার যোগ্য লোকজন এই সুবিধা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। কয়েকটি এলাকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায় স্থানীয় এমপি মৎস্যজীবীর সনদ নিয়ে জলমহাল ইজারা নিয়ে ভোগ দখল করছেন।

সূত্র: একজন সমবায় কর্মকর্তার বক্তব্য

৩.৩.১.৪ সমবায় সমিতি নিবন্ধন পাওয়ার পুরো প্রক্রিয়া সমবায় কর্মকর্তাকে আর্থিক চুক্তিতে প্রদান

প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী কী এবং কী কী কাগজ জমা দিতে হয় তা সমবায়ের নিবন্ধন নিতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ জানে না। এসব কারণে তারা সমবায় কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সমিতি নিবন্ধন নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি সমবায়ের কোন কর্মকর্তাকে আর্থিক চুক্তিতে প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুসারে সমবায় কর্মকর্তা উপ-আইন প্রণয়নসহ সমিতি নিবন্ধন নিতে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র তৈরি করে নিবন্ধন পাওয়া নিশ্চিত করে। এই সার্বিক প্রক্রিয়াটিতে সমবায় কর্মকর্তা একটি 'প্যাকেজ' হিসেবে সমিতির কাছে অর্থ দাবি করে। প্যাকেজ হিসেবে দাবি করা এই টাকার পরিমাণ ৮০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। তবে এই টাকার পরিমাণ সমিতির ধরন এবং কর্মএলাকার উপর নির্ভর করে।

বক্স ৪: অর্থের বিনিময়ে সমবায় সমিতির নিবন্ধন

সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য নির্দিষ্ট ফি'র বাইরে বাড়তি টাকা গ্রহণ অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। কার্যকর সমিতির সংখ্যা কম হলেও প্রতি বছর নিবন্ধন গ্রহণকারী সমিতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। মূলত সমবায় কর্মকর্তাগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা থেকে সমিতি নিবন্ধন প্রদান করে। উপজেলা পর্যায়ে প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধন প্রদান করতে সমবায় কর্মকর্তাগণ ৮০০০ - ১০০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেন।

সূত্র: একজন তথ্যদাতার বক্তব্য

৩.৩.১.৫ নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির নিবন্ধন প্রদান

তথ্যদাতাদের মতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সরকারি ফি'র বাইরে ৮,০০০ - ১০,০০০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন সমিতিকেও নিবন্ধনের জন্য নিয়মবহির্ভূত এই টাকা দিতে হয়। নিবন্ধনের জন্য প্রদেয় নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ সমবায় সমিতির ধরন এবং সমিতির কর্ম এলাকার ওপর নির্ভর করে। উপজেলা বা জেলার থেকে বিভাগীয় শহরগুলোতে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত প্রদেয় টাকার পরিমাণ বেশি। যেমন কোন সমিতি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার একটা থানা নিয়ে কাজ করলে নিবন্ধনের জন্য ৩৫,০০০ - ৪০,০০০ টাকা; ঢাকা মেট্রোপলিটন নিয়ে কাজ করলে ৫০,০০০ - ৬০,০০০ টাকা এবং পুরো ঢাকা জেলা নিয়ে করলে ৭০, ০০০ - ৮০,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। সমগ্র বিভাগে কাজ করা সমিতিগুলো নিবন্ধনের জন্য আরও বেশি টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়ে থাকে।[৮৩] এইসব ক্ষেত্রে সমবায় কর্মকর্তাগণ এই নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের সাথে যুক্ত হন দুই ভাবে; প্রথমত: আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে যোগ্যতাহীন সমিতিকে নিবন্ধন প্রদান করা; দ্বিতীয়ত: যোগ্যতাসম্পন্ন সমিতির কাছ থেকে বিভিন্ন ত্রুটি দেখিয়ে বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবি করা।

তথ্যদাতাদের মতে প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধন নিতে উপজেলা সমবায় অফিস থেকে জেলা সমবায় অফিস পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়। অনেক সময় কাগজপত্র সব ঠিক থাকার পরও বিভিন্ন ভুল দেখিয়ে অর্থ দাবি করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে, নিয়মবহির্ভূত অর্থ না দিলে নিবন্ধন প্রদানকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের ভুল দেখিয়ে নিবন্ধন দিতে বিলম্ব করে। এমন কি সমবায় কর্মকর্তাগণ নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে দিলেও অন্য কর্মকর্তারা সেখানেও বিভিন্ন ভুল দেখিয়ে অর্থ দাবি করে। চুক্তি হিসেবে পাওয়া অর্থ থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মবহির্ভূত অর্থের দাবি মেটানো হয় বলে মত প্রদান করেন তথ্যদাতাগণ।

সারণি ৩.৬ : প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধনের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

ক্রমিক নং	সমিতির কর্ম এলাকা	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	৮,০০০ - ১০,০০০
২.	বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে (ঢাকা বিভাগ ব্যতীত)	৪০,০০০ - ৫০,০০০
৩.	ঢাকা মেট্রোতে ১টি থানা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	৩৫,০০০ - ৪০,০০০

[৮৩] একটি দলগত আলোচনায় তথ্যদাতাদের মতানুসারে।

ক্রমিক নং	সমিতির কর্ম এলাকা	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
৪.	সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন নিয়ে কাজ করার জন্য প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	৫০,০০০ - ৬০,০০০
৫.	সমগ্র ঢাকা জেলা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	৭০,০০০ - ৮০,০০০

৩.৩.১.৬ সমিতির কর্ম-এলাকা নির্ধারণে অনিয়ম

সমবায় আইনের নির্দেশনা অনুসারে সমবায় সমিতির উপজেলা, জেলা ও বিভাগব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ আছে। পুলিশ ও রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতি দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের বিশেষায়িত সমিতি ছাড়া অন্য সমিতিগুলোর নির্দিষ্ট কর্ম এলাকা নির্ধারণ করা থাকে। সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে কর্ম-এলাকা মেনে চলার ক্ষেত্রে অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। তথ্যদাতাদের মতে, অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বহুমুখী সমবায় সমিতিকে কর্ম এলাকার আওতা বাড়িয়ে অবৈধ কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে এই অনুমতি নেওয়া হয় বলে জানান তথ্যদাতাগণ।

সাম্প্রতিককালের বহুল আলোচিত ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-কে প্রথমে শুধুমাত্র ঢাকা জেলায় কাজ করার জন্য নিবন্ধন দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই সমিতি সারা দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্ম-এলাকার আওতা বাড়িয়ে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন অমান্য করে বা সমবায় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কর্ম-এলাকা বাড়িয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সমবায় সমিতিগুলো।

৩.৩.২ সমবায় সমিতির উপ-আইন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমবায় সমিতির উপ-আইনকে সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রাপ্তি এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-আইন প্রণয়ন এবং অনুসরণ একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় সমবায় সমিতি নিবন্ধন এবং সমিতির কার্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-আইন প্রণয়ন বা অনুসরণের বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব পায় না।

৩.৩.২.১ উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ অনির্দিষ্ট

সমবায় সমিতির উপ-আইনে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালি সুনির্দিষ্ট করা থাকে না; বরং উদ্দেশ্যসমূহ এমনভাবে লেখা হয় যাতে এই আইন দ্বারা সমিতি যেকোন ধরনের কাজ করতে পারে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সমিতির উপ-আইনের উদ্দেশ্যে অনেক ধরনের কাজ উল্লেখ করা থাকে। যেমন কোন কোন সমিতির উপ-আইনে সমিতির ২০টির অধিক উদ্দেশ্য লেখা আছে। উপ-আইনের বহুসংখ্যক উদ্দেশ্য থেকে একটি বা দুটি বিষয় নিয়ে সমবায় সমিতিগুলো কাজ করছে। উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্য এমন অস্পষ্টভাবে লেখা থাকে যাতে যে কোন ভাবে সমিতির দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের আইনগত বৈধতা দেওয়া যায়। ফলে আইনগতভাবে ঐ কার্যক্রমগুলোকে আর অবৈধ বলা যায় না। যেমন গবেষণায় দেখা গেছে কিছু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি দীর্ঘদিন মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করলেও পরে সেগুলো ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমিতির উদ্দেশ্য এভাবে উন্মুক্ত রাখার কারণে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষে সমিতিসমূহকে পর্যবেক্ষণে রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। বর্তমানে সমবায় সমিতি উপ-আইনের উদ্দেশ্যসমূহ সমিতির ধরনভেদে ৫-৭টির মধ্যে নির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে। এসব সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমিতির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

৩.৩.২.২ সমিতির উপ-আইনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করা

সমবায় সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য নিবন্ধনের পূর্বে সমিতির প্রণয়নকৃত উপ-আইনের অনুমোদন জরুরি। তথ্যদাতাদের মতে, সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় কর্তৃপক্ষ সমিতির উপ-আইনকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে না। কোন রকম একটি উপ-আইন থাকলেই সমবায় অফিস নিবন্ধন প্রদান করে। কিন্তু উপ-আইনে কী কী বিষয়ের উল্লেখ আছে, উপ-আইন সমবায় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা এই বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না। গবেষণায় দেখা যায় সমিতির ধরন আলাদা হলেও বেশিরভাগ সমিতির উপ-আইনের ধরন প্রায় একই রকম।

কিছু সমবায় সমিতির উপ-আইনের বিভিন্ন ধারাকে সমবায় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে দেখা যায়। যেমন; সমিতির আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান এবং সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে সমবায় আইনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু অনেক সমবায় সমিতির উপ-আইনে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান এবং লভ্যাংশ বিতরণে আলাদা আলাদা নিয়ম লেখা আছে যা সমবায় আইনের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। তথ্যদাতাদের মতে, সমিতির উপ-আইনের কোন বিষয় যদি সমবায় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সেগুলো সমবায় কর্মকর্তারা মনোযোগ সহকারে দেখে না।

বক্স ৫: উপ-আইনকে গুরুত্ব প্রদান না করা

সমিতির নিবন্ধনের জন্য একটি উপ-আইন প্রণয়ন করতে হয়। নিবন্ধন পাওয়ার পর সমিতির উপ-আইন কেউ খুলেও দেখে না। সমিতির সদস্যরা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সমিতি পরিচালনা করে। সমবায় কর্মকর্তারাও কখনো উপ-আইনের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলে না। উপ-আইন করার কথা, এজন্য সবাই করে। এক সমিতি অন্য সমিতির উপ-আইন কপি করে। উপ-আইনে কি আছে সমবায় সমিতির সদস্যরা জানেও না।

সূত্র: একটি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

৩.৩.২.৩ উপ-আইন অনুসরণের বিষয়ে তদারকির অভাব

সমবায় সমিতিগুলোর অনুমোদিত উপ-আইন অনুসারে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সমিতিগুলোর কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে উপ-আইন অনুসরণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তদারকি নেই। সমবায় সমিতির সদস্য এবং সমবায় কর্মকর্তাদের কাছে সমিতির উপ-আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৌণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে সমবায় সমিতির সদস্যদের যেমন কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে উপ-আইন অনুসরণে কোন জোরালো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না তেমনি সমিতিগুলো কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে কোনভাবে উপ-আইন লঙ্ঘন করছে কিনা সেই ব্যাপারে অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির ঘাটতি আছে।

৩.৩.৩ সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতির বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষা সম্পাদন করা সমবায় অধিদপ্তরের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। প্রতিটি সমবায় সমিতিতে বছরে একবার নিরীক্ষা সম্পাদন করার নিয়ম আছে। সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে।

৩.৩.৩.১ নিরীক্ষা সম্পাদনে অপর্যাপ্ত সময়

উপজেলা পর্যায়ে সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের দায়িত্ব উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। অনেক উপজেলায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে একেকজন কর্মকর্তার ওপর অনেকগুলো সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের দায়িত্ব পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি উপজেলায় একজন সমবায় কর্মকর্তাকে ৯ মাসে মোট ৯০টি সমবায় সমিতিতে নিরীক্ষা করতে হয়।[৮৪] একজন নিরীক্ষা কর্মকর্তা অফিসের অন্যান্য কাজ সম্পাদনের পাশাপাশি সমিতির নিরীক্ষা জন্য গড়ে একদিনের বেশি সময় পায় না। এই অল্প সময়ে সমিতির কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে কিছু বৃহত্তর সমিতি আছে যার নিরীক্ষা সম্পাদন করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করার জন্য সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পর্যাপ্ত সময় পায় না।

বক্স ৬: নিরীক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত সময়

একজন সমবায় সমিতি পরিদর্শককে বছরে ৯০ টির মত সমিতির অডিট করতে হয়। ফলে সমিতির অডিট করতেই আমাদের বছরের পুরো লেগে যায়। অডিট ছাড়াও আমাদের সমিতির অন্যান্য কাজ এবং ইউএনও কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই অল্প সময়ে সমিতির পূর্ণাঙ্গ অডিট করা সম্ভব নয়।

সূত্র: একজন সমবায় কর্মকর্তার বক্তব্য

৩.৩.৩.২ নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব

সমবায় অফিসের যে কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন করে তাদের অনেকেরই নিরীক্ষা সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই; এমনকি নিরীক্ষা বিষয়ে অনেকের পর্যাপ্ত ধারণাও নেই। এছাড়া নিরীক্ষার নতুন ম্যানুয়ালের ওপর অনেক নিরীক্ষা কর্মকর্তারই প্রশিক্ষণ নেই। নিয়মমাফিক নিরীক্ষা বলতে নিরীক্ষকগণ শুধু ভাউচার মিলিয়ে দেখে। ফলে সমবায়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমিতির সামগ্রিক চিত্র ওঠে আসে না এবং সমিতি কোন নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত কিনা তাও ওঠে আসে না।

বক্স ৭: নিরীক্ষকদের দক্ষতার অভাব

"সমবায় অধিদপ্তর প্রতি বছর সমবায় সমিতি নিরীক্ষা করে। কিন্তু তারা কোন অনিয়ম ধরতে পারে না। যখন দেখা যায় কোন সমিতি গ্রাহকের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে তখন সবাই জানতে পারে ঐ সমিতি নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিল"

সূত্র: একজন সমবায় সমিতির সদস্যের বক্তব্য

[৮৪] একটি জেলা সমবায় অফিস ও ৫টি উপজেলা সমবায় অফিস মিলিয়ে মোট ২৪ জন নিরীক্ষা অফিসার রয়েছেন এবং জেলায় মোট সমিতির সংখ্যা ২৭৮৭টি। নিরীক্ষার জন্য উপজেলা পর্যায়ে জনবল আছে ৩ জন। যদি কোন উপজেলার সমিতির সংখ্যা বেশি হয় তাহলে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে এই সমিতিগুলোর নিরীক্ষার দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি কপি জেলা অফিসে থাকে। জেলা অফিস ১০০ টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ২০টি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে।

৩.৩.৩.৩ নিবন্ধনের পূর্বে সমিতির প্রাথমিক নিরীক্ষা না হওয়া

নিবন্ধনের সময় প্রতিটি সমিতির একটি পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা হওয়ার নিয়ম আছে। এই প্রাক-নিরীক্ষায় সমিতির সার্বিক বিষয়াদি, যেমন সদস্যদের তালিকা, আর্থিক সক্ষমতা, কার্যক্রম, কর্ম-এলাকা ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকে। প্রাক-নিরীক্ষাকে ভিত্তি ধরে পরবর্তীতে সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে সমবায় সমিতির প্রাথমিক পর্যায়ের নিরীক্ষা যথার্থভাবে পরিচালিত হয় না। নিবন্ধনের সময় সমিতির কেবল একটি নামমাত্র নিরীক্ষা হয়। প্রাথমিক এই নিরীক্ষা যথাযথ না হওয়ার কারণে পরবর্তী সময়ে নিরীক্ষা সম্পাদন করলেও অনেক অনিয়ম ধরা পড়ে না।

৩.৩.৩.৪ অপূর্ণাঙ্গ ও অনিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন

যে সমিতিগুলো কার্যকর আছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়; কিন্তু যে সমিতিগুলো কার্যকর নয় সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয় না। অকার্যকর সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদনে শুধুমাত্র কতদিন যাবৎ এই সমিতিটির কার্যক্রম নেই সেই বিষয় উল্লেখ থাকে। প্রতিবেদনে অকার্যকর সমিতির ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। আবার অনেক কার্যকর সমিতির ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সমিতির সব ধরনের প্রকল্প না দেখে শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকল্প দেখেই নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলো সমবায় অধিদপ্তরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন হিসেবে যে কাগজপত্র প্রদান করে সেটিই তারা স্বাক্ষর (অনুমোদন) করে দেয়। নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অফিস সমবায় সমিতির সরবরাহকৃত কাগজপত্র যথাথভাবে যাচাই করেনা।

প্রত্যেকটি সমিতির বছরে একবার নিরীক্ষা সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও অনেক সমিতিতে তা হয় না। ফলে সমিতিগুলো কোন গোপন/অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সেটি ধরা পড়ে না। নিরীক্ষা সম্পাদনের ব্যাপারে সমবায় অফিস ও সমবায় সমিতি কারোরই তৎপরতা দেখা যায় না। কোন সরকারি অনুদান নিতে বা কোথাও কোন সহায়তার জন্য আবেদন করতে গেলে সমবায়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রয়োজন হয়। এই কারণে কেবল প্রয়োজনের সময় সমবায় সমিতিগুলো সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদন করিয়ে নেয়। কিছু সমিতি নিজ উদ্যোগে নিরীক্ষা করানোর জন্য সমবায় অধিদপ্তরের অফিসে কাগজপত্র নিয়ে আসলে সমবায় অধিদপ্তর নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে দেয়। অন্যথায় সমবায় অধিদপ্তর নিরীক্ষার ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখায় না বলে জানায় কিছু সমবায় সমিতি। কিছু সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিরীক্ষার জন্য সমবায় অধিদপ্তরে যোগাযোগ করার পরও নিরীক্ষা করে দেওয়া হয় না। তথ্যদাতাদের মতে নিরীক্ষা নিয়মিত ও কার্যকরভাবে না হওয়ার কারণে অনেক সমিতি নিয়মবহির্ভূত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে; নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যার প্রতিফলন ঘটে না।

৩.৩.৩.৫ সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদনে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

যে সমবায় কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিরীক্ষা সম্পাদন করার দায়িত্ব পান তিনিই সমবায় সমিতির সাথে আর্থিক চুক্তিতে সমিতির হিসাব সংক্রান্ত দলিলাদি প্রস্তুত করে। একই ব্যক্তি কর্তৃক সমবায় সমিতির নিরীক্ষার কাগজপত্র তৈরি করা এবং নিরীক্ষা সম্পাদন করার করাণে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে ঐ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ সমিতির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাবি করে; যার পরিমাণ সাধারণত ১০০০-২০০০ টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সমিতির আর্থিক সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। কার্যকর ও লাভজনক সমিতির ক্ষেত্রে এই ফি'র পরিমাণ বেশি। এই কারণে সমবায় কর্মকর্তাগণ লাভজনক সমবায় সমিতিগুলো নিরীক্ষা করার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে। অন্যদিকে অলাভজনক কিংবা নিষ্ক্রিয় সমিতিগুলোকে নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের আগ্রহ কম।

তথ্যদাতাদের মতে সমবায় কর্মকর্তাগণ নিরীক্ষা সম্পাদনের সময় বিভিন্ন ভুল দেখিয়ে সমিতির কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করে। নিরীক্ষা কর্মকর্তার চাহিদা মাফিক টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বিভিন্ন অনিয়ম দেখিয়ে সমিতির নিবন্ধন বাতিলের হুমকি প্রদান করা হয় বলে জানায় কয়েকটি সমবায় সমিতির সদস্য। অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলো নিরীক্ষার সময় সমিতির কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন ভুল ধরা পড়লে টাকার বিনিময়ে সেটি শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

সারণি ৩.৭ : সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

ক্রমিক নং	সমিতির কর্ম এলাকা	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি	১,০০০ - ২,০০০
২.	বিভাগীয় শহরের প্রাথমিক সমবায় সমিতি	১৫,০০০ - ২০,০০০
৩.	ঢাকা মেট্রোপলিটনে প্রাথমিক সমবায় সমিতি	২৫,০০০ - ৩০,০০০

৩.৩.৩.৬ নিরীক্ষায় সমিতির লাভ কম দেখানো

নিয়ম অনুসারে সমিতির লাভের ১০% অথবা সর্বোচ্চ ১০০০০ হাজার টাকা নিরীক্ষা ফি হিসেবে জমা দিতে হয়। নিরীক্ষা সম্পাদনের সময় নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের পরামর্শে সমিতির লাভ কম দেখানোর চেষ্টা করে। নিরীক্ষায় সমিতির লাভ কম দেখাতে পারলে নিরীক্ষা ফি'ও কম দিতে হয়। সমিতিকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য

নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ করে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমিতির লাভ কম দেখায়। কিছু সমিতি নিরীক্ষা ফি দিতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে সমিতির লাভ দেখানো হলে এবং নিরীক্ষা ফি প্রদান না করলে ঐ সমিতিগুলো অনাদায়ী সমিতিতে নথিভুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতেও নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ ঐসব সমিতির লাভ কম দেখায় বলে তথ্যদাতাগণ জানান।

৩.৩.৩.৭ নিরীক্ষা আপত্তি সংশোধনে পদক্ষেপের অভাব

আইনানুসারে জেলা সমবায় অফিস নিরীক্ষা আপত্তির ব্যাপারে সমিতিগুলোর কাছে নিরীক্ষা সংশোধনী প্রেরণ করে। নিরীক্ষা আপত্তি অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান আছে।[৮৫] নিরীক্ষা আপত্তি সংশোধন না হলে পরবর্তী নিরীক্ষায় ঐ আপত্তির বিষয়টি উঠে আসে। দেখা যায় সমিতিগুলোর বরাবর নিরীক্ষা আপত্তি প্রেরণ করার পরও এই আপত্তি সংশোধনের ব্যাপারে সমিতিগুলো আগ্রহী নয়। সমবায় কর্মকর্তাদের মতে *"সংশোধনীর জন্য নোটিশ প্রেরণ ছাড়া আমাদের করার কিছু নেই। নোটিশ আমলে না নিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম আছে। কিন্তু সমিতিগুলো তাদের প্রভাব খাটিয়ে যেকোন অনিয়ম-দুর্নীতি এড়িয়ে যেতে পারে।"*

৩.৩.৩.৮ নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

বিআরডিবির সমিতিসমূহের নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর এবং বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। ২০১১-২০১২ সালে বিআরডিবি'র সমিতিগুলো নিরীক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল বিআরডিবি'র কাছে। কিন্তু বিআরডিবি এই সময় অধিকাংশ সমিতির নিরীক্ষা করতে পারেনি। বিআরডিবি'র কর্মকর্তারা জানান, নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য বিআরডিবি'র জনবলের অভাব আছে। অন্যদিকে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ে যে জনবল আছে তাদের নিরীক্ষা সংক্রান্ত দক্ষতার অভাব আছে। এই প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা সম্পাদনের দায়িত্ব পুনরায় সমবায় অধিদপ্তরের কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিআরডিবি'র সমিতিগুলোর বিগত কয়েক বছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এই ধরনের সমন্বয়হীনতা নিরীক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। সাম্প্রতিক সময়ে বিআরডিবি'র সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩.৪ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতি পরিদর্শন সমবায় অধিদপ্তরের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সমিতি কর্তৃক মানুষের আমানত/বিনিয়োগকৃত টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে সমিতি পরিচর্যা, তদন্ত ও পরিদর্শনের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। এক পরিপত্রের[৮৬] মাধ্যমে প্রত্যেকটি সমিতি প্রতি মাসে একবার পরিদর্শন করার ব্যাপারে সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায় কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের পরিদর্শন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে।

৩.৩.৪.১ সমিতি পরিদর্শনে জনবল স্বল্পতা

কিছু উপজেলায় সমিতির সংখ্যা বেশি (৪০০-৫০০টি)। সমিতির এই সংখ্যা বিদ্যমান জনবলের তুলনায় বেশি। সমবায় কর্মকর্তাদের মতে, এইসব উপজেলার ক্ষেত্রে জনবল সংকটের কারণে সমিতিগুলো নিয়মিত পরিদর্শন বা তদন্ত করা হয় না। তথ্যদাতাদের মতে, সমবায় সমিতির সংখ্যা অনুসারে জনবলের যে সংখ্যা তাতে শুধু পরিদর্শনেই বছরের পুরো সময় লেগে যাবে। কিন্তু এই কর্মকর্তাদের সমিতি পরিদর্শন ছাড়াও অধিদপ্তরের অন্যান্য কাজ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন কাজ করতে হয়। ফলে সমিতির নিয়মিত পরিদর্শন সম্ভব হয় না বলে জানায় তথ্যদাতাগণ।

৩.৩.৪.২ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যাতায়াত ভাতার অভাব

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের নিজস্ব যানবাহন নেই। সমবায় সমিতি নিয়মিত পরিদর্শন না করার কারণ হিসেবে সমবায় কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব যানবাহন না থাকাটা একটি বড় সমস্যা। অন্যদিকে নিরীক্ষা, পরিদর্শন বা তদন্ত সংক্রান্ত কাজে সমিতিগুলোতে যাওয়া আসার জন্য সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত যাতায়াত ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।[৮৭] পরিদর্শনের জন্য অনেক দূর-দূরান্তের এলাকার সমিতিতে যেতে হয়। যাতায়াত ভাতা হিসেবে কিলোমিটার প্রতি ০.৭৫ টাকা অথবা সর্বোচ্চ ৮০ টাকা দেওয়া হয়। প্রাথমিক সমিতির দূরত্ব ৮ কিলোমিটারের মধ্যে হলে কোন ভাতা পাওয়া যায় না। অনেক দূর-দূরান্তের সমিতি পরিদর্শন করতে হয় যেখানে যেতে ৮০ টাকার বেশি যাতায়াত ভাতা প্রয়োজন হয়। যাতায়াত ভাতা চাকরির পদ এবং মূল বেতন অনুপাতে হয়। উপরের পদে যারা চাকরি করেন তাদের যাতায়াত ভাতা বেশি। এছাড়া পরিদর্শনের পর যাতায়াত ভাতার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা আছে। কয়েকজন তথ্যদাতার মতে

---

[৮৫] সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩, ধারা ৪৭।

[৮৬] স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.২৯.০০৮/১৩ ব্যাংক, বীমা-১৮৩, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩

[৮৭] অধিকাংশ সমবায় অফিসে পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র এডিবির একটি প্রকল্পের অধীনে ১২২ টি সমবায় অফিসে মোটর সাইলে আছে; কিন্তু ঐ প্রকল্প শেষে গাড়ীগুলোর জন্য কোন জ্বালানীর বরাদ্দ রাখা হয়নি।

যাতায়াত ভাতার বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর লাগে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর পেতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

> **বক্স ৮: যাতায়াত ভাতা প্রাপ্তিতে অনিয়ম**
>
> **"পকেটের টাকা দিয়ে ট্রাভেল করে সমিতি পরিদর্শন করি। এই ট্রাভেলের বিল ঠিক মত পাই না। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে টিআর বিল থেকে পারসেন্টেজ দিতে হয়। তা না করলে টিআরের বিল থেকে টাকা কেটে দেয়। এই কারণে পরিদর্শকরা সমিতি পরিদর্শনের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে তারাও আর মাঠে গিয়ে সমিতি দেখে না এবং মোবাইল ফোনে কথা বলে সমিতির পরিদর্শন রিপোর্ট দেয়।"**
>
> সূত্র: একজন সমবায় কর্মকর্তা

৩.৩.৪.৩ অকার্যকর সমবায় সমিতি পরিদর্শন ব্যবস্থা

প্রতি বছর একবার প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমিতি উপজেলা সমবায় পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের কথা থাকলেও বাস্তবে এটি হয় না। সমবায় অধিদপ্তরের সমিতি পরিদর্শন কার্যক্রমটি কার্যকর ও যথাযথ নয়। অনেক সময় উপ-পরিদর্শক মাঠে গিয়ে সমিতি না দেখেই পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান করে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমিতি পরিদর্শন না করে কার্যকর সমিতিকেও অকার্যকর সমিতি হিসেবে প্রতিবেদন প্রদান করে। কারণ অকার্যকর সমিতি বললে একটা ছোট প্রতিবেদন দিলেই হয়। একজন তথ্যদাতার মতে, *"এই প্রতিবেদনে লেখা থাকে - দেখিলাম, শুনিলাম, জানিলাম সমিতির কোন কার্যক্রম বর্তমানে চালু নাই।"* অন্যদিকে সমবায় কর্মকর্তাদের মতে প্রতিবছর সব সমিতি পরিদর্শন করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। যেসব সমিতি ভালোভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তর খুব একটা গুরুত্ব দেয় না; অন্যদিকে কোন সমিতি বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠলে সেটি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

৩.৩.৪.৪ সমবায় কর্মকর্তাদের সমিতি থেকে বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত সুবিধা আদায়

সমিতি পরিদর্শনে গেলে অনেক সমবায় কর্মকর্তা সমিতির কাছে যাতায়াত ভাতা ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ/সুবিধা দাবি করে। নিয়মবহির্ভূত অর্থ/সুবিধা না দিলে ঐ সমস্ত সমিতি বিভিন্ন কার্যক্রম অনুমোদনের ক্ষেত্রে কালক্ষেপনসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। এছাড়া কৃষিসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সাথে নিয়োজিত সমিতিগুলোতে পরিদর্শনে গেলে ঐসব সমিতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সমবায় কর্মকর্তাদের দেয়া হয়। অনেক সময় সমবায় সমিতির সদস্যরা নিজ থেকে এইসব সামগ্রী উপহার হিসেবে সমবায় কর্মকর্তাদের প্রদান করেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সমবায় কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সুবিধা দাবি করেন বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। একটি মৎস্য উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা বিশেষ দিবসে সমবায় কর্মকর্তাগণ ঐ সমিতির কাছে মাছ দাবি করে। পর্যটন এলাকায় অবস্থিত সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় সমবায় কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ভ্রমণে ঐ এলাকায় গেলে তাদের বিলাসবহুল হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হয় সমবায় সমিতিগুলোকে।

> **বক্স ৯: খুশি হয়ে টাকা প্রদান**
>
> **"উনারা (সমবায় সমিতির সদস্য) জানেন আমাদের ট্রাভেল এলাউন্স কত। এই জন্য তারা আমাদের কিছু টাকা দিয়ে খুশি করেন। বড় এবং চালু সমিতিগুলো বেশি টাকা দেয়। এ কারণে সফল/চালু সমিতিগুলো পরিদর্শনের দিকে সবার আগ্রহ থাকে কিন্তু অচল ও অকার্যকর সমিতিগুলো পরিদর্শনের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। আবার কিছু সমিতি আছে কোন টাকা দেয় না। আর কিছু সমিতি আছে; তাদের খুঁজতে গেলে লোকজন পাগল দেখিয়ে দেয়"।**
>
> সূত্র: একজন সমবায় কর্মকর্তার বক্তব্য

কিছু সমবায় সমিতির সদস্যরা জানায়, সমবায় কর্মকর্তারা সমিতি পরিদর্শনে আসলে সমিতির কাছে যাতায়াত বাবদ টাকা দাবি করে। কার্যকর ও স্বচ্ছল সমিতিগুলোর কাছে বেশি টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে সমবায় কর্মকর্তারা পরিদর্শন রিপোর্ট খারাপ দিবে বলে ভয় দেখায়। এছাড়া সমবায় কার্যালয়ে আসবাবপত্র, আইপিএস কিনে দেওয়া, সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির জন্য চাঁদা দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অন্যদিকে সমবায় সমিতি পরিদর্শনের সময় যদি সমিতিতে কোন অনিয়ম ধরা পড়ে তাহলে সেটি নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে এড়িয়ে যাওয়া হয় বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ। সমবায় কর্মকর্তার সাথে সম্পর্ক ভাল রাখার স্বার্থে সমবায় সমিতির সদস্যরা টাকা দিয়ে থাকে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ।

সারণি ৩.৮ : সমবায় সমিতি পরিদর্শনের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

ক্রমিক নং	সমিতির কর্ম এলাকা	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি	৫০০ - ১,০০০
২.	ঢাকা মেট্রোপলিটনে প্রাথমিক সমবায় সমিতি	২,০০০ - ৩,০০০

৩.৩.৪.৫ সমিতি পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি

তথ্যদাতাদের মতে কিছু সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতি পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি করে। কিছু ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে সমিতির সদস্যদের সাথে কথা বলে সমিতির পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করে। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকে এবং এই বিলের অনুমোদন দিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করে। অনেক সময় সমিতিতে যাওয়ার কথা বলে সমবায় কর্মকর্তারা অফিসের বাইরে সময় ব্যয় করে পরে যাতায়াত ভাতা দাবি করে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ।

৩.৩.৪.৬ অফিস সহকারী কর্তৃক সমিতি পরিদর্শন

একটি জেলায় দেখা গেছে উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী সমিতি পরিদর্শন করেছে এবং পরিদর্শন ভ্রমণ বাবদ যাতায়াত ভাতা বিল দাবি করেছে। তথ্যদাতার মতে, বিধিবহির্ভূতভাবে একজন সহকারী পরিদর্শকের পক্ষ হয়ে ঐ অফিস সহকারীকে সমিতি পরিদর্শনে পাঠানো হয়।

৩.৩.৪.৭ সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা

পরিদর্শনে সময় কোন সমিতির অনিয়ম ধরা পড়লেও সেটি সমাধানের যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা; সমবায় অধিদপ্তর সে জটিলতায় যেতে চায় না। আইনানুসারে সমবায় অধিদপ্তর সরাসরি সমবায় সমিতির কোন অনিয়মের বিষয়ে নোটিশ প্রদান ছাড়া অন্যকোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে না। এই কারণে সমিতি পরিদর্শক কোন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না বলে উল্লেখ করেন সমবায় কর্মকর্তাগণ। সমবায় সমিতিগুলোও অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে না।

৩.৩.৫ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাথমিক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি'র নির্বাচনে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করে। সমবায় আইন অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সমিতিগুলোকে সহায়তা করা সমবায় অধিদপ্তরের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। কিন্তু সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে।

৩.৩.৫.১ সমিতির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে সমবায় অধিদপ্তরের প্রভাব বিস্তার

তথ্যদাতাদের মতে সমিতির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সমবায় কর্মকর্তাগণ তাদের অনুগত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সমবায় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের অনিয়মে জড়িত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। ভোটার তালিকায় গরমিল, বহিরাগতদের ভোটার বানিয়ে জাল ভোট প্রদান, মনোনয়ন বাছাই এবং নির্বাচিত কমিটিকে অনুমোদন প্রদানকে কেন্দ্র করে এই ধরনের অনিয়মগুলো সংগঠিত হয়। এ পরিস্থিতিতে অনির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে সমিতি পরিচালিত হতেও দেখা যায়।

৩.৩.৬ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতির নির্বাচনসহ যে কোন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্য কোন বিরোধ পরিলক্ষিত হলে সেটি নিষ্পত্তির দায়িত্ব সমবায় অধিদপ্তরের। সাধারণত প্রাথমিক সমবায় সমিতিতে যদি এমন কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় যা ব্যবস্থাপনা কমিটি সমাধান দিতে পারছে না; সেক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে। যেসব প্রাথমিক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় সেখানে সৃষ্ট যেকোন বিরোধ তারা নিজেরাই মিটমাট করতে পারে। কিন্তু যেসব সমিতির পরিচালনা কমিটি সক্রিয় নয় সেসব সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের কোন কর্মকর্তার সহায়তা নিতে হয়। জেলা সমবায় কর্মকর্তাদের Quasi judicial Power আছে যা সাধারণ আদালতের মত। বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে।

৩.৩.৬.১ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সীমিত ক্ষমতা

বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের পরামর্শ দান ব্যতীত বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। সমবায় অধিদপ্তরের এই সীমিত ক্ষমতার কারণে সমবায় সমিতির সদস্যরা বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কাজে সমবায় অধিদপ্তরকে ব্যবহার করে না। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গেলে তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে; যার ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোন পদক্ষেপই আর সমবায় অধিদপ্তরের হাতে থাকে না। কিছু সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর সমাধান দিতে পারে না।

বক্স ১০: বিরোধ নিষ্পত্তিতে সীমিত ক্ষমতা

"সমবায় অফিসের প্রাথমিক সমিতিগুলোর ব্যাপারে বল প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। কোন অনিয়ম দেখলে সেই সমিতিগুলোর ব্যাপারে রিপোর্ট দেওয়া বা সতর্ক করার বাইরে কিছু করার নেই। এই কারণে সমবায় সমিতিগুলো

সমবায় অধিদপ্তরকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। আমাদের কাছে পুলিশিং ক্ষমতা থাকলে সমিতিগুলোকে নিয়ম মানার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারতাম। একটি সমবায় সমিতির সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে তারা আদালত থেকে একটি স্টে-অর্ডার নিয়ে আসে। ফলে সমবায় অধিদপ্তরের আর কিছু করার থাকে না। এই কৌশলটি এখন প্রায় সব সমবায় সমিতি অনুসরণ করছে"

সূত্র: একজন সমবায় কর্মকর্তার বক্তব্য

৩.৩.৬.২ সমিতির বিরোধকে কেন্দ্র করে সমিতি থেকে সুবিধা আদায়

সমবায়ীদের মতে কোন বিরোধ নিরসনের জন্য সমবায় কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দায়ের করা হলে সমবায় কর্মকর্তাগণ সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা না করে প্রাথমিক সমিতির ক্ষমতাশীল পক্ষের পক্ষ নিয়ে সমিতি থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। এর ফলে আপত্তি প্রদানকারী ব্যক্তি কোন সমাধান না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন এবং সমিতির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিরোধকে কেন্দ্র করে সমবায় কর্মকর্তা এবং সমিতির প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যকার এই ধরনের যোগসাজশের ফলে সাধারণ সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই যোগসাজশের ফলে সমিতির প্রভাবশালী সদস্যরা সমিতির সম্পদকে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সমিতি থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন।

বক্স ১১: বিরোধ নিষ্পত্তিকে কেন্দ্র করে সমিতি থেকে সুবিধা গ্রহণ

একটি সমিতির পরিচালনা কমিটিতে বহুদিন ধরে একই লোকজন নির্বাচিত হয়ে আসছিল। পরিচালনা কমিটির এই সদস্যগণ সমিতির প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। সমিতির সাধারণ সদস্যগণ সমিতির ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন না। তারা কেবল বার্ষিক সভায় উপস্থিত হন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাধারণ সদস্যদের কেউ কেউ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আসতে চাইলে পূর্বতন পরিচালনা কমিটির সাথে বিরোধ তৈরি হয়। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা সমবায় অধিদপ্তরে যোগাযোগ করা হলে তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে পূর্বতন কমিটিকে অনুমোদন দেয়। অভিযোগ রয়েছে পরিচালনা কমিটি থেকে সমবায় কর্মকর্তাবৃন্দ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে সমিতির অন্য সদস্যরা সমিতির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বিদ্যমান পরিচালনা কমিটি সমিতির সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

সূত্র: একটি সমিতির অভিজ্ঞতা

৩.৩.৬.৩ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতাশীলদের হস্তক্ষেপ

সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কারণে অনেক সময় সমবায় কর্মকর্তাগণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তথ্যদাতাগণ জানান কোন সমিতির পক্ষ হতে কোন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর সমাধান প্রদানের চেষ্টা করলে রাজনৈতিক এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ বা তদবিরের কারণে সমবায় কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্দেশমত কাজ না করলে কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। তথ্যদাতাগণ বলেন, এইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে সরকারের মন্ত্রী পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তরে তদবির করে।

৩.৩.৭ অবসায়ন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণ করা সমিতিসমূহের প্রায় অর্ধেক সমিতি অকার্যকর। কিন্তু যে পরিমাণ সমিতি অকার্যকর হচ্ছে সে অনুপাতে অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না। অকার্যকর সমিতিগুলোকে অবসায়ন না করা পর্যন্ত নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হয়। সমবায় কর্মকর্তাদের মতে এই বিপুল সংখ্যক অকার্যকর সমিতি সমবায় অধিদপ্তরের জন্য বাড়তি এবং অপ্রয়োজনীয় সমস্যা তৈরি করে। সমিতি অবসায়ন না করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে।

৩.৩.৭.১ সমিতির কাছে সরকারি ঋণ থাকা

প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর সমিতিগুলোকে অবসায়ন করানো যাচ্ছে না। সমিতির কাছে সরকারি অপরিশোধিত ঋণ থাকলে তা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সমিতির অবসায়ন করা যায়না। অন্যদিকে সমিতিতে থাকা সম্পদের সুষ্ঠু বিলি বণ্টন না হওয়া পর্যন্ত অবসায়ন করা যায় না। ফলে সমিতিগুলো দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর হয়ে আছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতাধীন ঋণ গ্রহণকারী এবং অনাদায়ী অকার্যকর প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট মতামত নেওয়ার বিধান আছে। এই জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অবসায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। সমিতিগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্যেরও অভাব রয়েছে। ফলে অকার্যকর সমিতিগুলো একটি অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমান সমবায় আইনে সমিতির অনাদায়ী ঋণ কুঋণ হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতির কুঋণ তহবিলের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অবসায়ন দেয়া যায়।[৮৮]

[৮৮] সমবায় সমিতি আইন ধারা ৫৫ [২(ঠ)]।

> **বক্স ১২: অবসায়ন**
>
> **সমবায় সমিতির জন্য অবসায়ন কোন সমাধান নয়। যে সমিতিগুলো বিনিয়োগকারীদের আমানত আত্মসাৎ করেছে সেই সমিতিগুলোর অবসায়ন দেয়া হলে হলে সমিতিগুলো আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে। ফলে সমিতিগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার কোন উদ্যোগ আমরা নিতে পারব না। অন্যদিকে আমরা চেষ্টা করি সমিতিগুলোকে সচল রাখতে।**
>
> সূত্র: সমবায় কর্মকর্তা

৩.৩.৭.২ অবসায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ

অবসায়ন আদেশপ্রাপ্ত সমবায় সমিতিসমূহের অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট অবসায়ক অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে বা দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও অবসায়ন সম্পূর্ণ করতে পারে না। অধিকাংশ সমিতি দীর্ঘদিন অকার্যকর থাকার প্রেক্ষিতে অবসায়নে ন্যস্ত হওয়ার পর অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনে যে সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

১. অধিকাংশ অবসায়ন আদেশপ্রাপ্ত সমিতি দীর্ঘদিন যাবৎ অকার্যকর থাকার কারণে সমিতির নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যায় না,
২. সমিতির সম্পদসমূহের দলিলপত্রাদি পাওয়া যায়না,
৩. পাওনাদার এবং দেনাদারদের তালিকা, ঠিকানা এবং প্রমাণাদি পাওয়া যায় না,
৪. দায় ও সম্পদের যথাযথ হিসাব বা রেকর্ড থাকে না,
৫. দীর্ঘদিনের খেলাপী ঋণ অবলোপনের ব্যবস্থা থাকে না,
৬. অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মামলা দায়ের, সভা করা, পত্র জারি করা, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করার প্রয়োজন হয়। এসব কাজের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় অবসায়ন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

৩.৩.৮ উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় আইন অনুসারে প্রতি অর্থবছরে প্রতিটি প্রাথমিক সমিতি লাভের ৩% সমবায় কল্যাণ তহবিল অর্থাৎ সিডিএফ-এ জমা দেয়। সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুসারে সিডিএফ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে। এই তহবিলে অর্থে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, ফিল্ডওয়ার্ক, বিভিন্ন দিবস উদযাপনসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে।

৩.৩.৮.১ উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত নয়

প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, অনুদান ও উৎসাহ সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত না। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে প্রশিক্ষণ এর জন্য যেমন লজিস্টিক্সসহ অন্যান্য সামর্থ্য পর্যাপ্ত না। উন্নয়ন ও অনুদান সংক্রান্ত সেবা একেবারেই পায় না বলে জানায় প্রাথমিক সমবায়ের সমিতির সদস্যগণ। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত সেবা কিছুটা পেলেও সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

৩.৩.৮.২ সমবায় সমিতির অস্পষ্ট স্তর বিভাজন

সমবায় সমিতির প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত যে উলম্ব স্তরায়ন বিদ্যমান সেটি সবসময় স্পষ্ট নয়। বরং স্তরগুলো কখনো কখনো খুবই অস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে ১০ প্রাথমিক সমিতি থাকলেও এমন কেন্দ্রীয় সমিতি আছে যার কোন প্রাথমিক সমিতি নেই। অন্যদিকে কখনো কখনো চার স্তরায়িত ব্যবস্থাও দেখা যায়। অনেক সময় প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতির কোন কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতি নেই।

৩.৩.৮.৩ জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমিতির অকার্যকারিতা

জাতীয় সমবায় সমিতিসমূহ কেন্দ্রীয় সমিতিকে এবং কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহ প্রাথমিক সমিতিকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা। পূর্বে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। মূলত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি উপকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য এই ঋণ প্রদান করা হত। বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে যে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে তা জাতীয় সমিতির নিজস্ব পুঁজি থেকে। ঋণ কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে পড়ায় কৃষক পর্যায়ে সমবায় ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা কমে গেছে। সমবায় ব্যাংকের তিন- স্তরের সমিতি ব্যবস্থা এখন আর কার্যকরভাবে অনুসরণ হচ্ছেনা।

৩.৩.৮.৪ সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থতা

বিংশ শতকের মধ্যভাগে সবুজ বিপ্লবের মতো চাওয়া থেকে সমবায়ের বিকাশ সাধিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সবুজ বিপ্লবের চাহিদা বর্তমানে নেই। সময়ের প্রয়োজনের সাথে সমবায় নিজেকে পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমিতিগুলো যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবনে নতুনত্ব দেখাতে পারছে না। এখনও সমবায় সমিতিগুলো পরিচালিত হচ্ছে পুরানো ধ্যান ধারণায় যা নতুনদের কাছে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারছে না। একই সাথে সমবায়ে প্রযুক্তি নির্ভরতার বিষয়টি অনুপস্থিত থেকে গেছে। এখনও ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সমবায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১৯৯১ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, মুক্তবাজার অর্থনৈতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিসরে কিছু ইতিবাচক সুযোগ সৃষ্টি করেছিল যা এনজিওগুলো এবং ব্যক্তি উদ্যোগ কাজে লাগিয়েছে। এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মানুষের মাঝে ঋণের চাহিদা তৈরি হয়; অন্যদিকে অনেকের কাছে অনেক অলস টাকা জমে আছে যেটা তারা বিনিয়োগ করতে চায়। সমবায়ের অধিদপ্তরের দেশব্যাপী বিস্তৃত অবকাঠামো, জনবল, গ্রহণযোগ্য এবং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এই অর্থনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল। কিন্তু সমবায় খাত এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি। কিছু বহুমুখী সমবায় সমিতি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঋণদান সমিতি পরিচালনা করে এবং কিছু সমিতি বিপুল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবস্থাপনা ও সুশাসনগত সমস্যার কারণে অনেকে এই উদ্যোগকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে সমবায়ের মত সামষ্টিক উদ্যোগগুলো অবহেলার শিকার হয়েছে।

তথ্যদাতাদের মতে, বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো এখনও চলছে পুরানো ধ্যানধারণা নিয়ে। সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা, সমবায় পরিচালনায় আইন ও বিধির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং সমবায় অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আধুনিক এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। সমবায় অধিদপ্তরে গবেষণা বিভাগ নামে একটি আলাদা বিভাগ থাকলেও সেখানে কোন গবেষণা পরিচালিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি।

৩.৩.৮.৫ সমবায় বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ

সরকার বিভিন্ন সময় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যে প্রকল্পগুলো মূলত অনানুষ্ঠানিক দলকেন্দ্রিক। অর্থাৎ নিবন্ধিত কোন সমিতিকে এই প্রকল্পগুলোতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না বরং নতুন দল গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বিভিন্ন সময় সরকারের পক্ষ হতে নানা প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া হয় যেগুলোর ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের কোন অংশগ্রহণ থাকে না। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতির স্বতঃস্ফূর্তভাবে দল গঠনের পরিবর্তে চাপে পড়ে দল গঠন করতে হয় যেখানে সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকে না। এই ধরনের চাপিয়ে দেওয়া সমিতির ক্ষেত্রে সমবায়ের স্বতঃস্ফূর্ততার বৈশিষ্ট্যটি নষ্ট হয়ে যায়। এই অনানুষ্ঠানিক সমিতিগুলো সরকারি অনুদান নির্ভর। অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে এই সমিতিগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে না। আবার অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমবায় অধিদপ্তর এই সমিতিগুলোর নিবন্ধন প্রদান এবং নিরীক্ষা সম্পাদন ছাড়া অন্য কোন কাজের সাথে যুক্ত থাকেনা। সমবায় অধিদপ্তর এই প্রকল্পগুলোর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হলেও প্রকল্পগুলোর সার্বিক পরিকল্পনায় সমবায় অধিদপ্তর কিভাবে যুক্ত তা অনেক সময় সুনির্দিষ্ট থাকে না।

৩.৩.৮.৬ বিভিন্ন সময় সরকারের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন

বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমবায়ের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করেছে। তথ্যদাতাগণ বলেন, ১৯৯৩ সালে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল 'কৃষিঋণ' মওকুফ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর যে সমিতির সদস্যরা কৃষি ঋণ নিয়েছে তাদের কাছ থেকে ঋণ উত্তোলন বন্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জানানো হল এই 'কৃষিঋণ' মওকুফের আওতায় সমবায় সমিতি পড়বে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনাদায়ী থেকে যাওয়া ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সমবায়ীরা ঋণ পরিশোধ করতে অনাগ্রহ দেখায়। ফলে বহুসংখ্যক সমিতির কৃষিঋণ অনাদায়ী থেকে যায়। এই ঋণের অধিকাংশই ছিল আবর্তক ঋণ। ফলে ঋণের টাকা উত্তোলন না হওয়ার ফলে সমিতির সদস্যদের পুনরায় ঋণ প্রদান করা যায়নি। এই পরিস্থিতি সার্বিকভাবে পুরো সমবায় খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এখানে উল্লেখ্য ১৯৮০'র দশকেও এই ধরনের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং পরে জানানো হয়েছিল সমবায় সমিতিগুলো এই ঋণ মওকুফের আওতায় পড়বে না। তথ্যদাতাদের মতে, বিভিন্ন সময় সরকারের পক্ষ হতে এই ধরনের ঋণ মওকুফের ঘোষণা কেবল ভোটার আকর্ষণ করার জন্য।

৩.৩.৮.৭ তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সীমাবদ্ধতা

বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিকসের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বেশিরভাগ জেলায় সমবায়ের নিজস্ব কার্যালয় নেই; ভাড়া বাড়ীতে কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলায় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয় আছে। জেলা এবং উপজেলার সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয়গুলোতে আসবাবপত্রসহ আনুসাঙ্গিক উপকরণাদির স্বল্পতা আছে; যেমন পর্যাপ্ত আলমারি, চেয়ার, টেবিলের ব্যবস্থা নেই। সমবায় অধিদপ্তরের অধীন আইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তির নির্ভর তথ্যপ্রবাহের কথা বললেও অনেক উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে যে কার্যালয়গুলোতে কম্পিউটার আছে সেগুলো নষ্ট হলে মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সমবায় অফিসগুলো তথ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর ব্যবস্থা নেই। সঠিকভাবে তথ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হয় না। সমবায় অফিসে প্রচুর রেকর্ডপত্র আছে; যেগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। এই প্রচুর তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য খুঁজে বের করা সহজ নয়। কর্মকর্তাদের মত, সমবায়ের অনেক সফলতার গল্প আছে[৮৯]; কিন্তু তথ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতার কারণে এগুলো মানুষকে জানানোর উপায় নেই। তথ্যদাতাদের মতে, সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন

[৮৯] সফলতার গল্প হিসেবে এখানে সমিতির আর্থিকভাবে সফল হয়ে উঠা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নতুন কর্ম-কৌশল গ্রহণের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনার কারণে সমবায় অধিদপ্তরের কোন প্রতিবেদনে উঠে আসে না। সমবায় কর্মকর্তাদের মতে, অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনেও এই সফলতার গল্পগুলো উঠে আসে না।

প্রতিবেদনে বিশেষ করে বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরে যে পরিমাণ কাজ হয়ে থাকে তার তুলনায় খুব কম ওঠে আসে। রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে নতুনত্ব না থাকায় তা গৎবাঁধা পুরাতন নিয়মেই চলছে। বছরে একবার সমবায় দিবস উদযাপন ছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রচারণার কৌশলগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৩.৩.৮.৮ ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা

সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির দ্বারা প্রতারণার শিকার গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আইডিয়াল, ম্যাক্সিম, ডেসটিনিসহ অন্যান্য প্রতারক বহুমুখী সমবায় সমিতি দীর্ঘ সময় ধরে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করলেও সমবায় অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে প্রতারক সমিতিগুলোতে বিনিয়োগের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার কোন উদ্যোগ নেয়নি সমবায় অধিদপ্তর। প্রতারিত গ্রাহকরা অভিযোগ করেছেন এসব প্রতারক সমিতি প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনের সাথে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমবায় অফিস/অধিদপ্তরের কিছু অসাধু কর্মকর্তাকে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের পক্ষে রাখে। ফলে সমবায় অধিদপ্তর প্রতারিত গ্রাহকদের আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখাতে পারেনি। একটি সমিতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষার্থে এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মাধ্যমে সমিতির নামে থাকা সম্পদ জব্দ করে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

> **বক্স ১৩: প্রতারক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ**
>
> **“ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল সমবায় অধিদপ্তরের। কারণ সমবায় অধিদপ্তর কোনভাবে দায় এড়াতে পারেনা। সমবায় সমিতি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বলেই মানুষ নিরাপদ মনে করে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রতারক সমবায় সমিতিসমূহের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।**
>
> সূত্র: একজন তথ্যদাতার বক্তব্য

৩.৩.৮.৯ বিপণন সুবিধার অনুপস্থিতি

বাংলাদেশে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে সফল হতে পারছে না। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিপণ্য বা ভোগ্যপণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিকে পেশাদার করে তোলার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিপণন ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সমবায় সমিতিগুলো ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা।

সমবায় বাজারের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরে চারটি সমবায় বাজার চালু করার পর সারা দেশে সমবায় বাজার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমবায় বাজার চালু করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন-সমবায় বাজার চালুর পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে এ সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। যে কোন পণ্য স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে তা স্বল্প লাভে বিক্রয় করা সমবায় বাজারের মূল উদ্দেশ্য। সরকার হতে কোন আর্থিক সাহায্য, ভর্তুকি, দোকান/ জায়গা বরাদ্দ, পণ্য সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থার সুবিধা না পাওয়া এবং বেশিরভাগ সমবায় সমিতির নিজ অর্থায়নে দোকান ভাড়া নিয়ে বাজার স্থাপন ও পরিচালনা করা মত সামর্থ্য না থাকার কারণে এ উদ্যোগ সফল হয়নি। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ সমবায় অফিস স্থানীয় সমবায় সমিতি; বিশেষ করে যেসব সমবায় সমিতি সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদেরকে অনুরোধের মাধ্যমে নামসর্বস্ব সমবায় বাজার খোলার ব্যবস্থা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাইনবোর্ড সর্বস্ব এসব সমবায় বাজার উদ্বোধনের ছবি তুলে তা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। উদ্বোধনের পর এসব বাজার অকার্যকর হয়ে পড়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, পরিকল্পনাহীন বিপণন ব্যবস্থার কারণে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য সাধারণ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। ফলে সমবায়মূলক উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে সাধারণ সমবায়ীরা।

৩.৩.৮.১০ অকার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

সমবায়ীদের মতে সমবায় অধিদপ্তর হতে পরিচালিত প্রশিক্ষণগুলো কার্যকর নয়। এই প্রশিক্ষণ সমবায় সমিতির উন্নয়নে কোন কাজে আসে না। তথ্যদাতাদের মতে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমবায়ীদের প্রয়োজন যাচাই করা হয় না। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কিছু নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল আছে; সেই মডিউলগুলোর ওপরই বার বার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু এই প্রশিক্ষণগুলো সমবায়ীদের প্রয়োজনে আসবে কিনা সেটি যাচাই করা হয় না। তথ্যদাতাদের মতে সমবায়ীদের সাথে আলোচনা করে কখনো প্রশিক্ষণের ইস্যু নির্ধারণ করা হয় না। সমবায়ীরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হলেন কিনা তা কখনো মূল্যায়ন করা হয়নি। অনেক সমবায় কর্মকর্তা নিয়োগ পাওয়ার পর কোন প্রশিক্ষণ পায়নি। প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। বিশেষ করে, সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে।

তথ্যদাতাদের মতে, নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞানের দরকার হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় নিরীক্ষা মডিউলের পরিবর্তনের ফলে সমবায় কর্মকর্তাগণ সমস্যায় পড়েন। তথ্যদাতাদের মতে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত প্রশিক্ষণগুলো গতানুগতিক; মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশলী হতে শেখায় না।

বক্স ১৪: হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব

সমবায় সমিতিগুলোর হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব আছে। অধিকাংশ সমিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমবায় অধিদপ্তর হিসাব সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেনি। সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশিত হিসাব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অধিকাংশ সমিতি জানে না। এমনকি হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনাও প্রদান করেনি। ফলে সমিতিগুলো নিজস্ব নিয়মে হিসেব সংরক্ষণ করে। একেক সমিতির হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি একেক রকম।

পূর্বে জন প্রতি প্রশিক্ষণ ভাতা ছিল দৈনিক ৬০ টাকা। ভাতার স্বল্পতার কারণে প্রশিক্ষণের জন্য সমবায়ীদের আহ্বান করা হলেও তারা প্রশিক্ষণে আগ্রহী হয় না; কারণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের অনেক টাকা খরচ করতে হয়। ফলে নিজের টাকা খরচ করে কেউ প্রশিক্ষণ নিতে চায় না। বর্তমানে প্রশিক্ষণ ভাতা বাড়িয়ে ১২০ টাকা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ভাতা বাড়ানোর কারণে বর্তমানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে সমবায়ীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১২০ টাকাও বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। সাম্প্রতিক সময়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য সমবায়ীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। তথ্যদাতাদের মতে প্রভাবশালী সমিতিগুলোর সদস্যদেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ জন্য মনোনীত করা হয়। অন্যদিকে এমন সমিতিও আছে যার সদস্যরা কোন সময়ই কোন প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়নি। তথ্যদাতাদের মতে, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার সাথে সমিতির সদস্যদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে প্রশিক্ষণের জন্য কে মনোনীত হবে এবং কে মনোনীত হবে না।

৩.৩.৯ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। তবে কিছু তথ্যদাতার মতে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শোকজ, এসিআর না থাকলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সাধারণত জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘন হয় না। ২০১২ সালে সমবায় অধিদপ্তরে ৭ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, অফিস সহকারী-টাইপিস্ট, ড্রাইভার ও পিয়ন পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ঐ সময়কার প্রকাশিত পত্রিকার খবরে দেখা যায়, এই নিয়োগে প্রায় ২৫ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে।[৯০] প্রতিটি পদের জন্য নিয়োগ কমিটির সদস্যরা সর্বনিম্ন ৫ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ পর্যন্ত ঘুষ নিয়েছে বলে অভিযোগ আছে।[৯১]

যেসব উপজেলায় কার্যকর এবং সফল সমিতির সংখ্যা বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প আছে সেসব এলাকায় বদলি হওয়ার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের আগ্রহ বেশি। তবে, ঢাকার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বদলী হওয়ার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তথ্যদাতাদের মতানুসারে কর্মকর্তাদের পছন্দের উপজেলায় বদলী হতে গড়ে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। অন্যদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটনের কোন থানা পর্যায়ে একজন সমবায় কর্মকর্তাকে বদলী হতে গড়ে ৪ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। সব ধরনের বদলীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তদবির লাগে। রাজনৈতিক তদবির জোরালো হলে বদলীর জন্য টাকা কম লাগে। তথ্যদাতাদের মতে, যেসব জায়গায় কর্মকর্তাদের রোজগার বেশি সেখানে পদায়ন ধরে রাখতেও মাসে মাসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টাকা দিতে হয়। এমনও অভিযোগ আছে যে, কয়েকজন কর্মকর্তা এক জায়গায় চাকরি করছেন; অথচ তাদের পদায়ন অন্য জায়গায়। তথ্যদাতাদের মতে, অধিদপ্তরের ক্যাডার সার্ভিসের পদগুলোতে নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের উচ্চপর্যায়ে প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তারা নিয়োগ পায়। তাছাড়া এসব পদে অল্প সময়ের জন্য কর্মকর্তারা নিয়োগ পান, ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৩.৩.১০ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত ও বিচার

সমবায় কর্মকর্তার অনিয়ম বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন সমবায়ী বা ঐ কর্মকর্তার সহকর্মীগণ অভিযোগ করে না। অভিযোগ দায়ের না করার পেছনে দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য; প্রথমত: অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে; এবং দ্বিতীয়ত যার বিরুদ্ধে অভিযোগ

---

[৯০] নিয়োগ কমিটির সভাপতি ছিলেন একজন অতিরিক্ত নিবন্ধক, সদস্য সচিব একজন সাবেক ডেপুটি রেজিস্টার, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে একজন সহকারী সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২ জন কর্মকর্তা।

[৯১] উদাহরণ হিসেবে দেখুন, 'সমবায় অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগে কোটি টাকার বাণিজ্য', দৈনিক মানবজমিন, ১১ মে ২০১২।

করা হল তিনি পক্ষান্তরে ক্ষতি করতে পারে। অন্যদিকে অভিযোগ দায়ের করার পরেও ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দৃশ্যত কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় কারণে সমবায় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীগণ অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। তথ্যদাতাদের মতে, যেসব কর্মকর্তা অনিয়ম বা দুর্নীতির সাথে যুক্ত তারা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়মবহির্ভূত বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রক্রিয়া অব্যহত রাখে। এসব কারণে অনিয়ম করেও কর্মকর্তাদের কোন শাস্তি হয় না। আবার কিছু ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তার অনিয়মের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা রাজনৈতিক চাপের কারণে শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না।

সমবায় আইনানুসারে সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের যে পদ্ধতি সেটি অনেক জটিল এবং দীর্ঘ। সাধারণত এই জটিল প্রক্রিয়া কেউ অনুসরণ করতে চায় না। অন্যদিকে এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাধারণত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে সাময়িক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়; যেমন এসিআর-এ অনিয়ম বা দুর্নীতির বিষয়টি উল্লেখ করা, বদলী করে দেওয়া বা প্রত্যাহার করে নেওয়া ইত্যাদি। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শোকজ, এসিআর থাকলে তার পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

৩.৪ উপসংহার

সমবায় অধিদপ্তর ও কৃষিভিত্তিক সমবায়ের ক্ষেত্রে বিআরডিবি সমবায় সমিতিগুলোর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে যথাযথ ও কার্যকরভাবে সমিতি তদারকি করতে পারছে না। সমবায় কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, লজিস্টিকস এর সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা আছে। অন্যদিকে দায়িত্ব পালনে সমবায় কর্মকর্তাগণ সমবায় সমিতি থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ ও সুবিধাদি আদায় করে; বিশেষ করে সমিতি নিবন্ধন, নিরীক্ষা সম্পাদন, সমিতি পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে। এছাড়া আইনি সীমাবদ্ধতা, সমবায়ের কাজে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ, সমিতিকে আইন অনুসরণের ব্যাপারে বাধ্য করতে না পারার কারণেও সমবায় অধিদপ্তরের সমিতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কাজ ব্যহত হয়। সমিতিগুলোর জন্য আর্থিক প্রণোদনা না থাকা এবং নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে সমিতিগুলোর সময়োপযুগি কর্মকৌশল ঠিক করতে না পারার কারণে সমিতিগুলো সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে না। পরবর্তী অধ্যায়ে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমবায় সমিতিসমূহের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রমের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি স্বাধীন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় সমিতিগুলোর সমবায় আইন অনুসারে কর্মসূচি পরিচালনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সমবায় সমিতিসমূহের আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক সক্ষমতার অভাব যেমন রয়েছে তেমনি সমিতিসমূহের সার্বিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বিষয়াদিসহ নানা ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সদস্যদের অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্যও পাওয়া যায়। সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি পরিকল্পনা ও সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, নির্বাচন, সভা আয়োজন, বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমিতির উপ-আইন এবং সার্বিকভাবে সমবায় আইন অনুসরণ না করার অভিযোগ আছে। এই অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.১ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতির ওপর সাধারণ তথ্য

গবেষণায় প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতিসহ মোট ১৩ ধরনের ৩৭ টি সমিতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এইসব সমিতির মধ্যে ২৫টি কার্যকর সমিতি এবং ১২টি অকার্যকর সমিতি। নিম্নে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের কিছু সাধারণ তথ্য উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৪.১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের সাধারণ তথ্য

ক্রম	সমিতির ধরন	সমিতির স্তর	সমিতির সংখ্যা	সমিতির /সদস্য সংখ্যা[৯২]	মূলধন (টাকায়)
১.	জাতীয় সমবায় সমিতি (১)	জাতীয়	১	৪৭৫ টি প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতি	৩৫৪,৭১,৮৭,৮২৫.৮০
২.	জাতীয় সমবায় সমিতি (২)	জাতীয়	১	৫১ টি কেন্দ্রীয় সমিতি	২,৩৬,৮০,৭২৫
৩.	কৃষি সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	৩০-৪০ জন	১-২ লক্ষ
		কেন্দ্রীয়	১টি	২৬৪০ জন	১ কোটি ২০ লক্ষ
৫.	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	১টি	১২৫ জন	৭ লক্ষ
		কেন্দ্রীয়	১টি	২৮৫০ জন	১ কোটি ৪০ লক্ষ
৬.	তন্তুবায় সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	১২০-৩০০ জন	৫০ লক্ষ-২ লক্ষ টাকা
		কেন্দ্রীয়	১টি	প্রায় ২০,০০০ জন	১ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৮ হাজার, ৯০৬ টাকা
৭.	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	১২৫- ৩৩০ জন	৫-২২ লক্ষ
৮.	পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি	প্রাথমিক	১টি	১০০ জন	৯৭ হাজার
৯.	বহুমুখী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	১২টি	৫০-৬০০০ জন	১০ লক্ষ-৩ কোটি টাকা
১০.	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	১৫০-২৮৬৯ জন	১৮ লক্ষ- ৯ কোটি টাকা
১১.	কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:	প্রাথমিক	২টি	১৭০০-৬১০৩ জন	৩০ লক্ষ-৩০ কোটি
১২.	ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	২টি	৬৪-৮০০ জন	৬০ হাজার-১ কোটি
১৩.	মহিলা সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	২টি	৩৭৫-৫৮১ জন	৩০- ৪২ লক্ষ টাকা
মোট	**১৩ ধরনের সমবায় সমিতি**		**৩৭টি**		

[৯২] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক ও কেন্দ্রিয় পর্যায়ের সমিতিসমূহের সদস্য সংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হলেও জাতীয় পর্যায়ের কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তথ্য না পাওয়ার কারণে। জাতীয় পর্যায়ের সমিতির অধীনে প্রাথমিক ও কেন্দ্রিয় সমিতির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সমবায় সমিতির ধরন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.২সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতাসমূহ[৯৩]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কখনো কখনো এই সীমাবদ্ধতাগুলোই সমিতিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। নিম্নে সমবায় সমিতিসমূহের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হল।

৪.২.১ সঠিক বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সদস্যদের দক্ষতার অভাব

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের মধ্যে সমবায় সমিতির সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব আছে। বিভিন্ন সমিতি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে; যেগুলোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন। যেমন; যেসব বহুমুখী সমিতি ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করে সেই সমিতিগুলোর জন্য গৃহীত আমানতের সঠিক বিনিয়োগ এবং যথাযথ হিসাব সংরক্ষনের দক্ষতার প্রয়োজন আছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় ঐ সমিতির সদস্যদের সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে দক্ষতা নেই। তথ্যদাতাদের মতে, যেসব বহুমুখী সমিতি মানুষের আমানত নিয়ে পালিয়ে গেছে তার অন্যতম কারণ হল গৃহীত আমানতের সঠিক বিনিয়োগ করতে না পারা। সমিতির আমানত সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে না পারা এবং সমিতির কর্মকাণ্ড যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে না পারার কারণে সমিতিগুলো লোকসানে পড়ে। এছাড়া বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমিতি (কৃষি, পরিবহন, আবাসন, বস্ত্র, ঋণদান) আছে যাদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দক্ষতার প্রয়োজন হয়; কিন্তু অধিকাংশ সমিতির সদস্যদের ঐ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতার অভাব আছে। এছাড়া সমিতির জন্য সময়োপযুগী পদক্ষেপ গ্রহণ, সদস্যদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ডের কর্মস্পৃহা সৃষ্টির মত দক্ষতা না থাকার কারণে সমিতিগুলো সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে না।

বক্স ১৫: সমিতির সদস্যদের দক্ষতার অভাব

"বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ সমবায় সমিতির সদস্যগণ তাদের সমিতির দৈনন্দিন হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম দক্ষতার সাথে করতে পারেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যরা সমিতির হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে কোন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে না। এছাড়া সমবায়ের সম্পদ কোন খাতে বিনিয়োগ করলে সমিতির লাভ হবে সমিতির সদস্যরা সেই ব্যাপারে সুদূরপ্রসারি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে সমিতিগুলো লোকসানে পড়ে এবং মানুষের বিনিয়োগকৃত আমানত ফেরত না দিয়েই পালিয়ে যায়"

সূত্র: একজন সমবায় কর্মকর্তার বক্তব্য

৪.২.২ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নেতৃত্বের অভাব

সমবায় আন্দোলনের একটি লক্ষ্য হল তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। তথ্যদাতাদের মতে, সমবায় সমিতি থেকে জাতীয় পর্যায়ের অনেক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটলেও গবেষিত কিছু সমিতিতে সমিতি ব্যবস্থাপনায় সৎ ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। অতীতে সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ও সম্মানীত ব্যক্তিরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামষ্টিক উপকারের জন্য সমবায়ের সাথে যুক্ত হতেন, যা বর্তমানে খুব একটা পরিলক্ষীত হয় না। তথ্যদাতাদের মতে, গবেষিত সমিতিগুলোর মধ্যে যেগুলো সফলভাবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে; সঠিক নেতৃত্বই ঐসব সমিতির সফলতার মূল কারণ। সমবায় সমিতিতে কার্যকর নেতৃত্ব থাকলে সমিতির ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি কম। গবেষিত অকার্যকর সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্যকর নেতৃত্বের অভাবে ঐ সমিতিগুলো সঠিক দিকনির্দেশনা না পেয়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৪.২.৩ সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব

সমিতির কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য আর্থিক সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি সমিতি আর্থিক সক্ষমতার অভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে না। সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যদের বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর আর্থিক সক্ষমতা নির্ভর করে। এই সমিতিগুলো সরকারি বা অন্য কোন তহবিল সহায়তা পায় না। সদস্যদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে সমিতিগুলো কোন লাভজনক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না। অন্যদিকে বিআরডিবি'র দ্বি-স্তরায়িত কৃষি সমিতিগুলো সরকারের আবর্তক ঋণ সুবিধা পায়। কিন্তু ঋণ অনাদায়ী বা পুনঃঋণ প্রাপ্তিতে অযোগ্যতার কারণে অনেক সমিতির সদস্যরা পুন:আবর্তক ঋণ পাচ্ছে না। ফলে সমিতিগুলো আর্থিক সংকটের কারণে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে না ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। সমবায়ের পূর্বতন আইনে (সমবায় সমিতি আইন ২০০১) সমিতির সদস্য/অসদস্য উভয়ের কাছ থেকেই বিনিয়োগ সংগ্রহের নিয়ম ছিল। সমবায় আইনে এই সুযোগ রাখা হয়েছিল মূলত সমিতির তহবিল সৃষ্টির জন্য। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সমবায় আইনে অসদস্যদের কাছ থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের নিয়মটি বাতিল করা হয়েছে।

---

[৯৩] গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখিত সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণকৃত সমিতিসমূহ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২.৪ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন

সমবায় সমিতির সাথে বহুসংখ্যক মানুষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ রাজনৈতিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সমবায়ের সদস্যদের তাদের স্বপক্ষে ব্যবহার করতে চায়। গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি এলাকায় কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করতে দেখা যায়। মুলত: রাজনৈতিক নেতাদের অনুপ্রেরণায়, সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা বা খাস জমি/জলমহাল ইজারা/দখল পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সমিতিগুলো গঠন করা হয়। সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা পেলেই কেবল সমিতিগুলো কার্যকর থাকে।

সমবায় সমিতি আইনানুসারে প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমিতির জন্য ১০টি প্রাথমিক সমিতি থাকা বাধ্যতামূলক হলেও গবেষণাভুক্ত একটি উপজেলায় দেখা যায় একটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে ১০টি কার্যকর প্রাথমিক সমিতি নেই। প্রাথমিক সমিতিগুলোর কোন ধরনের কার্যক্রম না থাকার পরও এই কেন্দ্রীয় সমিতিগুলো যে কোন উপায়ে অধীনস্থ ঐ সমিতিগুলোর নিবন্ধন টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ফলে ঐ প্রাথমিক সমিতিগুলোর বাস্তবে কোন কার্যক্রম না থাকলেও কেন্দ্রীয় সমিতি ঐ সমিতিগুলোকে তাদের আওতাধীন দেখিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে।

বক্স ১৬: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন

"আমাদের এলাকায় সরকারি অনেকগুলো জলমহাল আছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা একজন নেতা বরাবর জলমহালগুলো ইজারা পাইয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তখন ঐ নেতা জানতে পারেন যে, ঐ জলমহালগুলো সমবায় সমিতির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে। তখন তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের একটি সমবায় সমিতির নিবন্ধন নম্বর এনে দেওয়ার জন্য বলেন। পরে স্থানীয় নেতাকর্মীরা একটি সমিতির নিবন্ধন গ্রহণ করে এবং ঐ জলমহাল ইজারা পায়"

সূত্র: একজন তথ্যদাতার বক্তব্য

৪.২.৫ সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ

গবেষিত সমিতিগুলোর মধ্যে কিছু সমিতিতে সাধারণ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থকেন্দ্রিক বিরোধ দেখা যায়। প্রধানত সমিতিতে বিদ্যমান সম্পদ ভোগ করাকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ তৈরি হয়। সদস্যদের মধ্যকার এই স্বার্থ সংক্রান্ত বিরোধের কারণে সমিতিগুলোতে একটি অচলাবস্থা তৈরি হয়। এইসব ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রবণতা হল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির লাভজনক পদগুলোতে থাকতে চায় এবং সমিতির সম্পদ নিজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। সমবায় সমিতির সব ধরনের কর্মকণ্ডে সাধারণ সদস্যদের যুক্ত না করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু সমিতির ক্ষেত্রে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হতে দেখা যায়। সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যকার স্বার্থকেন্দ্রিক বিরোধের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আছে:

ক. সমবায় সমিতির সম্পদ ব্যবস্থাপনা,
খ. সমবায় সমিতির সম্পদ/সম্পত্তি ইজারা প্রদান বা দখল প্রদান,
গ. সমিতির সদস্যদের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে বিচার-সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা,
ঘ. সমবায় সমিতির সাথে চলমান মামলা পরিচালনা,
ঙ. সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে প্রার্থিতা নির্ধারণ
চ. সমিতির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ,
ছ. সমিতির লভ্যাংশ বিতরণ,
জ. সমিতির পরিচালনা কমিটির সাথে সাধারণ সদস্যদের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, ইত্যাদি।

সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সদস্যদের তুলনায় অধিক ক্ষমতার অধিকারী। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা আইনানুসারে সমিতির সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত। এছাড়া সমিতির ব্যবস্থাপনার কমিটির বাইরেও কিছু প্রভাবশালী সদস্য থাকেন যারা অন্যান্য সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন; ফলে সমিতিগুলোর মধ্যে স্বার্থ-কেন্দ্রিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সমিতির সুষ্ঠু বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে।

৪.২.৬ সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সদস্যগণ তাদের মূল আয়-রোজগারের পেশার পাশাপাশি সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত হয়। ফলে সমিতির সাথে এই যুক্ততাকে তারা গৌণ দায়িত্ব হিসেবে দেখে। অন্যদিকে সমবায় সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপারে সাধারণ সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। সদস্যদের অনাগ্রহ এবং অসচেতনতার কারণে সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপারে তারা কোন পদক্ষেপ নেয়না; এমনকি সমিতির সার্বিক কার্যক্রম, আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধারণা রাখে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যরা দ্রুত লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে সমিতির সদস্য হয়। কিন্তু যখন দেখা যায় দ্রুত লাভবান হওয়া যাচ্ছে না তখন সদস্যরা সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে সাধারণ সদস্যরা সমিতির সার্বিক বিষয়াবলীর সাথে নিজেদের যুক্ত না করে কেবল তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ-লোকসানের বিষয়ে চিন্তা করে। ফলে

সমিতির অনুসাঙ্গিক বিষয়াবলীর বিষয়ে তারা কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে না। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে সদস্যদের সমবায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান না করা ও অবগত না করার কারণে সদস্যরা এক পর্যায়ের সমিতির কার্যক্রমের প্রতি অসচেতন হয়ে পড়ে।

বক্স ১৭: সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের অনাগ্রহ

"আমি কয়েক বছর আগে ঐ সমিতির সদস্য হয়েছি। প্রথমে সমিতিতে আমি কিছু সঞ্চয় জমা দেই। পরে সমিতি থেকে কিছু টাকা ঋণ নেই এবং মাসে মাসে ঋণের সুদ প্রদান করি। সমিতির যারা মালিক তারাই সমিতির কাজকর্ম করে। মিটিং হলে আমাদের ডাকে। সমিতি কেমনে চলে, কি করে আমি বলতে পারব না। মালিকরাই সেটা বলতে পারে"

সূত্র: একজন তথ্যদাতার বক্তব্য।

৪.৩ সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় সমিতিগুলোর বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সমিতিগুলো সফল হতে পারছে না। সমবায় সমিতিগুলোতে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে। নিম্নে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ এই অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে আলোচনা করা হল।

৪.৩.১ সাধারণ সদস্য/গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান প্রাথমিক সমবায় সমিতি পুঁজি সংগ্রহের জন্য সদস্য/অসদস্য সবার কাছ থেকে আমানত/বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে। নির্দিষ্ট বিধি মোতাবেক এই বিনিয়োগের টাকা সুদসহ বিনিয়োগকারীকে ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু অনেক সমবায় সমিতির কর্মকর্তারা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত না দিয়েই সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে। কিছু সমিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমিতি গ্রাহকদের কাছে যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করেছে সমপরিমাণ টাকা তাদের সঞ্চয়ে নেই; যেটা বিক্রি করে প্রতারণার শিকার/ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া যায়।

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান সমিতি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এই ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তাসহ স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ এই প্রতারণামূলক ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে। প্রতারণার শিকার গ্রাহকরা বলেন, এ ধরনের সমিতি গ্রাহকদের কাছ থেকে যে আমানত সংগ্রহ করে তার একটি অংশ দিয়ে রাজনৈতিক নেতা, সমবায় কর্মকর্তা এবং স্থানীয় থানার সাথে সমঝোতা করে। ফলে প্রতারণার শিকার আমানতকারীরা প্রশাসনের সহায়তা চেয়েও কোন সহায়তা পায় না। ওপরন্তু কিছু এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীরা থানায় মামলা করতে গেলে তাদের স্থানীয় মাস্তান দিয়ে হুমকি প্রদান করানো হয়।

বক্স ১৮: বহুমুখী সমিতির প্রতারণা

একটি বহুমুখী সমিতি গ্রাহকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করে। গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত এই টাকা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা একটি ব্যাংকে এফডিআর করে রাখে যেখান থেকে মাসে প্রায় ১ কোটি টাকা সুদ পায়। তথ্যদাতাগণ বলেন, স্থানীয়-রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, সমবায় কর্মকর্তা, স্থানীয় মাস্তান এবং স্থানীয় থানাকে প্রতিমাসে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে গ্রাহকদের আমানত, সুদ/লভ্যাংশ ফেরত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। প্রশাসনের যোগসাজশ থাকার কারণে সাধারণ সদস্যরা/আমানতকারীরা সমিতির কাছ থেকে তাদের পাওনা টাকা দাবি করার সাহস পায় না। গ্রাহকরা থানায় মামলা করতে আসলে তাদের নানা ভাবে হুমকি প্রদান করা হয়।

তথ্যদাতাগন মনে করেন যে সমিতিগুলোকে 'প্রতারক' সমিতি বলা হচ্ছে সেগুলোর বিরুদ্ধে এক ধরনের ষড়যন্ত্রও হয়েছে। বিশেষ করে মানুষের কাছে অর্থ বিনিয়োগের জন্য সমবায় সমিতিগুলো গ্রহনযোগ্যতা পাওয়ার কারণে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমবায় সমিতির সুনাম নষ্ট করার জন্য এই ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একটি বা দুটি বহুমুখী সমিতির অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার ফলে অন্য বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলো সংকটে পড়ে। বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে সমিতি থেকে বিনিয়োগের টাকা তুলে নিতে চায়। কিন্তু সমিতিগুলোর পক্ষে আকর্ষিক এই পরিস্থিতিতে সকল বিনিয়োগকারীর টাকা ফেরত প্রদান সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন কিছু সমিতি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। কোন কোন সমিতির সাধারণ সদস্যরা সমিতির কার্যক্রম চালু করার জন্য আন্দোলন/মানববন্ধন করছে[৯৪]।

[৯৪] গ্রাহক/সদস্যদের অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে সংযুক্ত হলো। দেখুন পরিশিষ্ট ১৮।

৪.৩.২ উচ্চহারে সুদ আদায় ও লাভ প্রদানের প্রলোভন

সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলো উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং উচ্চ সুদে এই টাকা পুনরায় অন্যদের কাছে বিনিয়োগ করে। এই সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলো আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায়ের নিয়মনীতি অনুসরণ করে না। কিছু সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি বিতরণকৃত ঋণের ওপর ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ হারে সুদ আদায় করে যা সমবায়ের আইনের পরিপন্থী।[৯৫] একটি সমিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিতরণকৃত ঋণের ওপর ১৮ শতাংশ হারে সুদ গ্রহণ করে; কিন্তু ঋণ গ্রহিতাদের উক্ত ঋণ ৬ মাসের মধ্যেই শোধ করতে হয়; ফলে ঋণ গ্রহিতার ওপর সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশ।[৯৬] কিছু এলাকায় কোন সমিতি অধিক হারে সুদ প্রদান করবে এটা নিয়ে সমিতিগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলে।

অন্যদিকে সমিতিগুলো অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত/বিনিয়োগ সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে কিছু সমিতি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে প্রতি মাসে ১,৫০০, ২০০০, ২২০০ এবং ২৫০০ টাকা পর্যন্ত সুদ দেওয়া এবং দশ মাসে বিনিয়োগকৃত টাকার দ্বিগুণ প্রদানের প্রলোভন দেখিয়েও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। বিনিয়োগকারীদের কাছে সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি প্রলোভন হল; নতুন আমানতকারী আনতে পারলে তাদের কমিশন দেওয়া হবে। এই প্রলোভনে পড়ে আমানতকারীরা তাদের আত্মীয়-পরিজনদের উৎসাহিত করে সমবায় সমিতিতে বিনিয়োগ করার জন্য।

> **বক্স ১৯: একাধিক ঋণদান সমিতির সদস্য হওয়া**
>
> **শিল্পাঞ্চল ভিত্তিক এলাকাগুলোতে মানুষ ঋণ সহায়তা পাওয়ার জন্য একাধিক ঋণদান সমিতির সাথে যুক্ত হয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন সমিতি থেকে কত টাকা ঋণ পাওয়া যাবে সেটা নিয়ে সমিতির সদস্যদের সাথে দরকষাকষি করে। কিছু সদস্য এক সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে অন্য সমিতির ঋণ পরিশোধ করে। এভাবে চলতে গিয়ে মানুষ ঋণের চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।**

সমবায় আইন ও বিধিমালায় আমানত শেয়ারের ৪০ গুণের বেশি ঋণ দেওয়ার বিধান নেই।[৯৭] অথচ অনেক সমিতি আমানতের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে এবং সমবায়ের নামে চালু করেছে বিভিন্ন প্রকল্প যেখানে সাধারণ সদস্যদের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এসব প্রকল্প দেখিয়ে সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে সমিতি আমানত সংগ্রহ করে। বিধিবহির্ভূতভাবে অর্জিত অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়, সাধারণ সদস্যদের এর অংশীদার করা হয় না।

৪.৩.৩ সমিতির লভ্যাংশ বিতরণে অনিয়ম

সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে সমবায়ের আইনানুসারে শেয়ারের লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়মের তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির লাভ কম দেখিয়ে সাধারণ সদস্যদের লভ্যাংশ কম প্রদান করে। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির মূল শেয়ার উদ্যোক্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; যেখানে বিনিয়োগকারী বা সমিতির গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না । ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিকাংশ সদস্য সমিতির মূল শেয়ারের মালিক। সমিতির সাধারণ সদস্যদের সমিতির সর্বমোট লভ্যাংশের ভাগীদার না করে কেবল তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের ভাগীদার করা হয় । লভ্যাংশ কম দেওয়া হলেও সমবায়ের খরচের ক্ষেত্রগুলো সব সদস্যের মাঝে বণ্টন করা হয়। এমনকি পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচকে সমিতির খরচ হিসেবে দেখানো এবং সমিতির খরচ বেশি দেখানোর মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের প্রকৃত লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করার তথ্যও পাওয়া যায়।

৪.৩.৪ সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার

গবেষিত সমিতিগুলোর মধ্যে কিছু প্রাথমিক সমিতির সাধারণ সদস্যরা সমিতির সার্বিক কার্যক্রমের ব্যাপারে সচেতন নয়। ঐ সমিতিগুলোতে সাধারণ সদস্যদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। সমিতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হল:

- সমিতির সম্পদ ব্যবস্থাপনা বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা,
- সমিতির লাভজনক পদ দখল করে রাখা,
- সমিতির সম্পদ ইজারা প্রদান বা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম করা,
- পছন্দের ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ বাজার দরের চেয়ে কম দরে ইজারা প্রদান করা,

---

[৯৫] স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.২৯.০০৮/১৩ ব্যাংক, বীমা-১৮৩, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩।

[৯৬] তথ্যদাতাগণ সমিতির এই কার্যক্রমকে দাদন ব্যবসা নামে অভিহিত করে।

[৯৭] সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪, বিধি ৬৬ (২) অনুসারে।

- সমিতির সদস্যদের সমিতি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সঠিক পরিমাণে ও সঠিক সময়ে বিতরণ না করে ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করা,
- সমিতির সম্পদ সমিতির জন্য লাভজনক খাতে বিনিয়োগ না করে গুটিকয়েক সদস্যের লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা, ইত্যাদি।

কিছু প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সমিতির কয়েকজন সদস্য স্বউদ্যোগে, অন্যান্য সদস্যদের সম্পৃক্ত করে সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ উদ্যোগী সদস্যগণ সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা হিসেবে সমিতিতে নিয়োগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ঐ সদস্যগণ সমিতি থেকে নিজেদের চাহিদা মত বেতনভাতা আদায় করে। অন্যদিকে নিয়োগপ্রাপ্ত ঐ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত অনেক খরচও সমিতির হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। সমিতির সাধারণ সদস্যদের এই নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারনী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে, একটি ৪ লক্ষ টাকা মূলধনের ঋণদান সমিতিতে ২ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বেতনভোগী কর্মকর্তা হিসেবে নিজেরাই নিজেদের নিয়োজিত করে সমিতি থেকে প্রতিমাসে ১৬,০০০ টাকা করে বেতন ভাতা গ্রহণ করে। কিন্তু সমিতির অন্য সদস্যদের/গ্রাহকদের পক্ষে বেতনভোগী হিসেবে সমিতিতে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নেই।

বক্স ২০: সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার

আইনে আছে প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যমানের কিছু বিক্রি বা অন্য কিছু করতে গেলে নিবন্ধকের অনুমতি লাগে। কিন্তু একটি সমিতির প্রভাবশালী সদস্যগণ সাধারণ সদস্যদের বঞ্চিত করে সমিতির সম্পদ নিজের নামে করে নেয়; সমিতির অর্থে নিজের নামে সম্পত্তি ক্রয় করে। অনেক সময় সমবায় কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সমিতির সম্পদ কম দাম দেখিয়ে সম্পদ বিক্রিও করে।[৭৮]

একজন মুখ্য তথ্যদাতার মতে, "সমবায় সমিতির সম্পদ সভাপতি ও সম্পাদকের ব্যক্তিগত খাতে চলে আসলে তারা উভয়ে সমিতি বন্ধ করে দিতে চায়। এইভাবে সমিতি অকার্যকর হয়ে গেলে তারা সমিতির অধিকৃত সম্পদ সাধারণ সদস্যদের বঞ্চিত করে ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে। এক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যরা অবস্থানগত দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায় করতে পারে না।"

৪.৩.৫ সমিতির কয়েকজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার

সমবায় সমিতির পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রভাবশালী সদস্যরা স্বেচ্ছাচারিতার চর্চা করে। কিছু সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সমিতি গঠনের পর এর সদস্য, মূলধন ও লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমিতির পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্য সমিতির মধ্যে বিভাজন তৈরি করে সমিতি থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করে। সমিতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পছন্দমতো লোকদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে সমিতির যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজেদের সুবিধার্থে গ্রহণ করে এবং সমিতির যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিজেদের সুবিধার্থে পরিচালনা করে। সমিতির সাধারণ সদস্যরা এসব অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও তা ফলপ্রসূ হয় না। কোন সাধারণ সদস্য পরিচালনা কমিটির অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়ার হুমকি, মামলায় আসামি করার হুমকি, সমবায় সমিতি থেকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি ও হুমকি প্রদান করা হয়।

৪.৩.৬ সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতি বিষয়ক তথ্য গোপন করা

সমিতির কার্যনির্বাহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে সমিতির সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে সমিতির সকল তথ্য উন্মুক্তকরণের নিয়ম আছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কিছু প্রাথমিক সমবায় সমিতিতে সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতির আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে সমবায় সমিতিসমূহের পক্ষ থেকে সদস্যদের/গ্রাহকদের জন্য উপ-আইন, ম্যানুয়াল বা নিয়ম কানুনের কোন বই/ডকুমেন্ট সরবরাহ করা হয় না। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদের কাছে কেবল তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের হিসাব দেখানো হয়। সাধারণ সদস্যদের সমিতির সামগ্রিক শেয়ারের অংশ না করার কারণে সমিতির সার্বিক হিসাব তাদের দেখানো হয় না। ফলে সমিতির আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সমিতির সাধারণ সদস্যরা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কোন ধরনের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করতে পারে না। সমিতির সাধারণ সদস্যদের কর্মকাণ্ড সঞ্চয় জমাদান এবং ঋণ উত্তোলন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতি থেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে।

৪.৩.৭ সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ

ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েকজন সদস্যই সামগ্রিকভাবে সমিতির কার্যনির্বাহ করে এবং এই সদস্যরাই সমিতির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে সাধারণ সদস্যরা কেবল স্বাক্ষরসর্বস্ব সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্বাচন এবং বার্ষিক সভায়

[৭৮]আইনে আছে প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকার বেশি মূল্যমানের কিছু বিক্রি বা অন্য কিছু করতে গেলে নিবন্ধকের অনুমতি লাগবে। সমিতি বিধিমালা, ৪৬ বিধি মোতাবেক।

অংশগ্রহণের মধ্যেই সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ। ফলে সাধারণ সদস্যরা সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং এই সুযোগে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা নিজেদের স্বার্থে সমিতিকে ব্যবহার করে। সাধারণ সদস্যদের সমিতির কার্যক্রম থেকে দূরে রাখার কারণে সমিতির সার্বিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতার পরিসর নষ্ট হয়।

অনেক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, উদ্যোক্তা সদস্য/সদস্যদের দ্বারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্যোক্তা সদস্য/সদস্যরা সমবায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে এবং এক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদের কোন কার্যকর ভূমিকা থাকে না। অন্যদিকে অসচেতনতার কারণে সাধারণ সদস্যরাও সমিতির সার্বিক বিষয়াবলী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় না।

সমবায় সমিতি নিবন্ধনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সমিতির উপ-আইন অনুমোদন নেওয়া হলেও উপ-আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সদস্যদের সম্পৃক্ততা কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির কয়েকজন সদস্য ছাড়া এই উপ-আইন সম্পর্কে অন্য সদস্যরা জানেনও না। মূলত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরাই উপ-আইনে কি ধরনের সংশোধন আসবে তা নির্ধারণ করে এবং সাধারণ সদস্যরা বার্ষিক সভায় এসে কিছু না জেনে এই সংশোধনীতে স্বাক্ষর করে। সাধারণ সদস্যদের সম্পৃক্ততা না থাকার ফলে উপ-আইন অনুসরণের ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যরা জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেনা।

৪.৩.৮ ‘পকেট সমিতি’ ও নামমাত্র সদস্যপদ

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান সমিতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষের আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়; যে সমিতিগুলোকে তথ্যদাতাগণ ‘পকেট সমিতি’ নামে অভিহিত করে। এ সমিতিগুলোর পরিচালনা কমিটি মূলত মালিকপক্ষ/পরিচালনা কমিটির আস্থাভাজনদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। সমিতির পরিচালনা কমিটির স্থানীয় সদস্যরা তাদের পরিচিতি কাজে লাগিয়ে পরিচিতজনদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করেছে। এ ধরনের সমিতির সদস্য দুই ধরনের: (১) মালিক/সদস্য এবং (২) গ্রাহক।[৯৯] কিছু সমিতি ১০০ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের বিনিময়ে নামমাত্র সদস্য প্রদান করে যারা সমিতির ‘গ্রাহক’ নামে পরিচিত। সমিতির সদস্যরা সমিতির সব ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করলেও গ্রাহক বা নামমাত্র সদস্যরা তাদের বিনিয়োগের অংশ ছাড়া সমিতির অন্যকোন সুযোগ-সুবিধা পায় না।

এ সমিতিগুলো সদস্যদের কাছ থেকে একতরফাভাবে আমানত সংগ্রহ করলেও গ্রাহকদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে না। গ্রাহকদের আমানতের বিপরীতে কোন ঋণ না থাকায় মাঠ পর্যায়ে তাদের কোন টাকা বিনিয়োগ করতে হয়নি। ফলে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করার পথ সহজ হয়। সমিতির যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমিতির মালিকপক্ষ/পরিচালনা কমিটি নিজেদের সুবিধামত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য এ ধরনের সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে গঠিত হয়। এটাকে তাই ‘পরিবারকেন্দ্রিক সমিতি’ হিসেবেও অবহিত করা হয়। সাধারণ গ্রাহকগণ নিজেদেরকে সমিতির অংশীদার মনে করে না।

বক্স ২১: পকেট সমিতি

গবেষণার আওতাভুক্ত একটি সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি বলতে কিছু নেই। একজন ব্যক্তি কয়েকজন সদস্যদের নাম ব্যবহার করে সমিতি গঠন করে তিনিই সমিতির সভাপতি হন; যাকে সমিতির ‘মালিক’ নামে অভিহিত করা হয়। এই সমিতি মূলত সঞ্চয় ও ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে দেখা গেছে রাজনৈতিক কারণে ঐ সভাপতি আত্মগোপনে থাকায় তার স্ত্রী সমিতি পরিচালনা করছেন। কিন্তু এই ‘মালিকের’ স্ত্রী সমিতির বিষয়াবলী সম্পর্কে না জানার কারণে তিনি একজন ম্যানেজার নিয়োগ করে সমিতি পরিচালনা করছে। এটিকে তারা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৪.৩.৯ সমিতির দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ

নিয়মিত নিরীক্ষা, তদন্ত বা পরিদর্শন করার পরও অনেক সময় সমিতির অনিয়মের বিষয়গুলো ধরা পড়ে না। তথ্যদাতাদের মতে, কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি আছে যেগুলো সমিতির ব্যবস্থাপনা; বিশেষ করে আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ করে। সমবায়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য একটা হিসাব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় প্রদর্শনের জন্য আলাদা হিসাব। নিরীক্ষায় প্রদর্শনের জন্য হিসাবে সমবায়ের যে কোন নিয়মবহির্ভূত বা অপ্রদর্শিত আর্থিক লেনদেনের হিসাব গোপন রাখা হয়। সমিতিগুলো এটি করে মূলত সমিতির নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড আড়াল করার জন্য বা সমিতির লাভ কম দেখানোর জন্য।[১০০] আইনানুসারে কোন সমিতির নামে একাধিক ব্যাংক হিসাব থাকলে সমবায় অধিদপ্তরকে অবহিত করার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে সেই নিয়মটি মানা হয় না।

[৯৯] এই ধরনের সমিতির বিনিয়োগকারীদের সমিতির সদস্য না বলে গ্রাহক নামে অভিহিত করা হয়।

[১০০] ডেসটিনি এবং আইডিয়াল বহুমুখী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ।

৪.৩.১০ আয়কর ফাঁকি এবং কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যম

তথ্যদাতাদের মতে, বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান সমিতিগুলোকে অবৈধ আয় বা কালো টাকার গচ্ছিত রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্যাংকে টাকা রাখলে তার উৎস সম্পর্কে যাচাই বাচাই করা হয় এবং নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হয়। সমবায় সমিতির জন্য এ ধরনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় এবং অতি মুনাফার প্রলোভনে অনেকে ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে সমবায় সমিতিতে রাখতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। বিশেষ করে দেশের যেসব জেলার/অঞ্চলের মানুষ বিদেশে কর্মরত আছে, সেসব এলাকায় এ ধরনের একাধিক সমিতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বহু প্রবাসী এবং উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা তাদের উপার্জিত অর্থ অধিক লাভের আশায় এ ধরনের সমিতিতে বিনিয়োগ করেছে।

৪.৩.১১ বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন সংক্রান্ত অনিয়ম

গবেষিত কিছু সমিতি সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে না এবং সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের অবহিত করে না। উল্লেখ্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করার বিধান আছে। কিন্তু সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতির সার্বিক বিষয়াবলী গোপন রাখতে কিছু সমিতি বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করে না। কিছু সমিতি নামমাত্র সাধারণ সভার আয়োজন করলেও সেখানে বিগত বছরের সার্বিক আয়-ব্যয়ের হিসাব, সমিতির লভ্যাংশ প্রদান কিংবা আগামী বছরের বাজেট পেশের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করে না। এই ধরনের সমিতির বার্ষিক সভায় সাধারণ গ্রাহকগণ অংশগ্রহণ করে না বা অংশগ্রহণ করলেও কোন মতামত প্রদান করার সুযোগ থাকে না। তথ্যদাতাদের মতে, সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতির তথ্যাবলী গোপন রাখার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। অন্যদিকে সমিতির সার্বিক বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার কারণে সাধারণ সদস্যরা সমিতির সার্বিক বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করতে পারে না।

৪.৩.১২ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম

প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় কার্যকর সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বার বার নির্বাচিত হয়। এ ধরনের সমিতিতে সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে অযোগ্য ব্যক্তিরাও প্রভাব খাটিয়ে মনোনীত হয়। কোন কোন সমিতিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগের অভাবে নির্বাচন হয় না; এবং পূর্বতন কমিটি দিয়েই সমিতি পরিচালিত হয়। কিছু সমিতিতে নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এডহক কমিটি সমিতি পরিচালনা করছে। তথ্যদাতাদের মতে, এই রকম পরিস্থিতিতে কিছু সমিতিতে সরকার পরিচালক নিয়োগ করেছে। গবেষিত সমিতিগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে সাধারণ সদস্যদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনা।

৪.৩.১৩ নিরীক্ষা সম্পাদন কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া

নিরীক্ষা করার জন্য সমবায় সমিতিগুলোকে নোটিশ পাঠানো হলেও সমিতিগুলো এই নোটিশকে গুরুত্ব দেয় না। বিশেষ করে অকার্যকর সমিতিসমূহে এটি বেশি ঘটে। সমবায় অফিস হতে নিরীক্ষা করতে গেলে সমিতিগুলো বিভিন্ন সমস্যা দেখায়; যেমন হিসাবের কাগজপত্র ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই ইত্যাদি। কিছু সমিতি আছে যেগুলোর কোন অফিস নেই। ঠিকানা অনুযায়ী সমিতিকে পাওয়া যায় না, সমিতির লোকজনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না; ফলে সমিতির নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়। সমিতির সদস্যরা সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অন্যদিকে সচেতনতার অভাবে সমিতির সাধারণ সদস্যরা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কি আছে সে ব্যাপারে জানতেও আগ্রহী নয়।

কিছু সমিতির সদস্যরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে অবমূল্যায়ন করে। একটি সমিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমিতি নিরীক্ষা করতে গেলে সমিতির সদস্যরা বিভিন্নভাবে নিরীক্ষককে অবমূল্যায়ন করে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল সমিতিগুলোর সদস্যরা নিরীক্ষককে যথাযথ মূল্যায়ন করে না। অন্যদিকে নিরীক্ষা করার সময় সমবায় কর্মকর্তাদের সমিতির সাধারণ সদস্যদের সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে দেয়না। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সমবায়ের সব সদস্যকে না দেখিয়ে শুধু ২০ জনকে দেখিয়ে এবং সমিতির সব প্রকল্পকে না দেখিয়ে কয়েকটি প্রকল্প দেখিয়ে নিরীক্ষা সম্পাদন করানো হয়।

> বক্স ২২: নিরীক্ষা সম্পাদনে অসহযোগিতা
>
> **সমবায় কর্মকর্তা সমিতি নিরীক্ষা/পরিদর্শনে গেলে অনেক সময় সমিতির ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে সমবায় সমিতির অফিস ও লোকজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কিছু সমবায় সমিতিগুলো পরিদর্শন কর্মকর্তার কাছে সমিতির রেকর্ডপত্র ঠিকভাবে উপস্থাপন করে না। সমবায় সমিতির এই সার্বিক অসহযোগিতার ফলে কার্যকরভাবে সমিতি নিরীক্ষা/পরিদর্শন সম্ভব হয় না।**

৪.৩.১৪ সমিতি পরিচালনায় উপ-আইন অনুসরণ না করা

সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-আইন অনুসরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয় না। গবেষণায় দেখা যায়, সমিতি পরিচালনায় কোন জটিলতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত উপ-আইনের বিষয়াবলী কেউ মনোযোগ দিয়ে পড়েও দেখে না। পরিচালনা

কমিটির নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিকভাবে সমিতির কর্মকাণ্ড কীভাবে চলবে সেই ব্যাপারে সমিতির উপ-আইনে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকলেও অনেক সমবায় সমিতি এই নিয়মনীতি অনুসরণ না করে নিজেদের সুবিধামত সমিতি পরিচালনা করে। বিশেষ করে সমিতি থেকে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির নিয়মনীতির লঙ্ঘন হয়।

৪.৩.১৫ দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার

সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক সমিতির পরিচালনা কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সাধারণ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আসলে/উঠলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় না। দুর্নীতি বিষয়ক সালিশ বিচারে রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে সমিতির প্রভাবশালী কোন সদস্য কর্তৃক এই ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হলে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতে সমিতি নিজ উদ্যোগে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতে না পারলে, স্থানীয় সমবায় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু এই ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ জড়িত থাকার ফলে সমবায় কর্মকর্তারও এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না। এই ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে স্থানীয় প্রশাসন যুক্ত থাকে।

৪.৩.১৬ সমবায় আইনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ

'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' এর কিছু ধারার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু সমবায় সমিতি বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছে। যেমন; পূবর্তন আইনে ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান করার যে বিধিবিধান ছিল সেটির সুযোগ নিয়ে অনেক অযোগ্য সমিতি নিবন্ধন পেয়েছে।[১০১] ঐ আইনে সমিতির মূলধন সৃষ্টির জন্য অসদস্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের বিধান ছিল। কিন্তু আইনের এই ধারাটির সুযোগ নিয়ে অনেক সমিতি সাধারণ আমানতকারীদের টাকা নিয়ে প্রতারণা করছে।

সমবায় সমিতি আইন অনুসারে সমিতি কর্তৃক প্রতারিত সদস্যরা নিবন্ধকের তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে সমিতির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই বিধান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ। আইনের এই বিধানের কারণে প্রতারিত আমানতকারীরা প্রতারক সমিতির বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি ব্যবস্থা (ফৌজদারি মামলা) গ্রহণ করতে পারছে না, কেননা সমবায় আইন তা অনুমোদন করে না।[১০২] এছাড়া কিছু সমিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমবায় সমিতি আইন অনুসারে কর্মএলাকা বৃদ্ধির সুযোগকে অপব্যহার করেছে।

৪.৪ উপসংহার

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সমিতিগুলো সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে না এবং কিছু সমিতি নিয়ম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে। সমিতির সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার ঘাটতি, আর্থিক সামর্থ্যের অভাব, সদস্যদের অনাগ্রহ ও অসচেতনতার ফলে সমিতিগুলো সফলতা অর্জন করতে পারছে না। সমবায় আদর্শের বাইরে দ্রুত লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা এবং সরকারি যে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা থেকে সমিতি গঠন, সদস্যদের মধ্যকার স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা, অসেচতনতা কারণে সমিতির কার্যক্রম ব্যহত হয়। অন্যদিকে অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ আমানতকারীদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে আত্মসাৎ, সাধারণ সদস্যদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ, সমিতির সম্পদকে কয়েকজন সদস্য কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করার ঘটনাও ঘটে। তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ না নেওয়া এবং সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে সমিতিগুলো নিয়ম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত হচ্ছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে সমবায় সমিতি তদারকি/নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণের পাশাপাশি এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

---

[১০১] সমবায় সমিতি আইন ২০০১, ধারা ১০(২)।

[১০২] সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩, ধারা ৮৬।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সুসংহত করা, তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে সমবায় সমিতির বিকাশ। এছাড়া সঞ্চয়, পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, লভ্যাংশ বিতরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায় দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে। সমবায় সমিতিগুলো বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে এবং অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু নিবন্ধিত প্রায় অর্ধেক সমিতি দীর্ঘদিন অকার্যকর হয়ে আছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সমবায় খাতের এই ব্যর্থতার মূলে আছে নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত দুর্বলতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, যা সমবায় সমিতির নিবন্ধন, পর্যবেক্ষণ, তদারকি, পরিচর্যা, নিরীক্ষা, প্রণোদনা এবং উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন সময়ে সমবায় খাতকে কেন্দ্র করে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এই খাতকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সমবায়ের মত সামষ্টিক উদ্যোগগুলো অবহেলার শিকার হয়েছে। ১৯৯০ দশকের পরবর্তী সময়ে সরকার বিভিন্ন প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম এবং স্কিমের নামে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে অসংগঠিত সদস্যদের সমন্বয়ে একরকম অনুদান নির্ভর 'চাপিয়ে দেয়া' সমিতি গঠনের ফলে সংগঠিত ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমবায় সমিতিগুলো অবহেলার শিকার হয়েছে। বিভিন্ন সময় কৃষি সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সরকারের ঋণ মওকুফের ঘোষণা এবং পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া সার্বিকভাবে সমবায় কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। এছাড়া দ্বি-স্তরায়িত কৃষি সমিতিগুলোর জন্য সরকারের ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া এবং জাতীয় সমবায় ব্যাংকের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণেও কৃষি সমিতিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সমবায়কে কেন্দ্র করে অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সময়োপযোগী যথোচিত সরকারি সমর্থনের অপ্রতুলতা কর্মকৌশল নির্ধারণে ব্যর্থতা এবং অবহেলার কারণে সমবায় সমিতিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' এর কিছু দুর্বলতা বা অস্পষ্টতার সুযোগে অনেক সমবায় সমিতি নিয়ম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আইনি শিথিলতার কারণে অনেক অযোগ্য সমিতি নিবন্ধন পেয়ে যায়। একই আইনে সমিতির সদস্য এবং অসদস্যদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ বা ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে না দেওয়ায় অনেক সমিতি উচ্চ সুদে ঋণ বিতরণ এবং আমানত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কিছু সমিতি বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করেছে। উপরোক্ত আইনি সীমাবদ্ধতার সমাধানকল্পে 'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' এর কয়েকটি ধারা সংশোধন করে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩ পাশ করা হলেও এই আইনেও কিছু সীমাবদ্ধতা এবং অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সমিতির শাখা বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট করা হয়নি। এছাড়া সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমিতির প্রাক যাচাই, আমানত ও ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করলে সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনে সমিতিকে বাধ্য করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। অন্যদিকে উক্ত আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিবন্ধকের অনুমোদন ছাড়া আদালতে মামলা করার সুযোগ রহিত করা এবং নিবন্ধক কর্তৃক স্বউদ্যোগে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখার ফলে সমিতির নিয়ম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ দুরূহ হয়ে পড়ছে। অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য পরবর্তী অন্তবর্তী কমিটির সদস্য হতে না পারার কারণে অন্তবর্তী কমিটি গঠনের জন্য সদস্য পাওয়া না যাওয়ার আশংকাও রয়েছে। 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমবায় সমিতি বিধিমালা সংশোধন করা হয়নি। ফলে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতি আইন অনুসরণের ফলে অনেক ধরনের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমবায় নীতিমালা অনুসারে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধন, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষা, নিয়মিত পরিচর্যা, তদারকি ও উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। সমবায় সমিতি তদারকিতে সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতার অভাব আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যথাযথ নয়। যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে সমবায়ের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে, বিশেষকরে সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমস্যায় পড়েন। এছাড়া নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যানবাহন ও লজিস্টিকসের অভাব রয়েছে যা সমবায় সমিতির সার্বিক তদারকির কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। অন্যদিকে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিবন্ধন, নিরীক্ষা, তদন্ত এবং সমিতি পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে সমবায় কর্মকর্তাদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় সমিতিগুলো মাঠ পর্যায়ে প্রাক-যাচাই ও প্রাক-নিরীক্ষা করা হয় না। নিয়মিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষনের কাজও যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না। সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলা, অদক্ষতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সমবায় সমিতিসমূহের কর্মকাণ্ড নিয়মিত তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষন ও পরিচর্যার কাজ যথাযথভাবে তদারকি হয় না। এছাড়া গবেষণা ও প্রচারণার স্বল্পতার কারণে সমবায়ের আদর্শ, মূল্যবোধের ব্যাপারে সমবায়ীরা জানতে পারে না।

সমিতিগুলোর সক্ষমতার অভাব এবং সমিতির কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সদস্যদের দক্ষতার অভাবেও সমিতি সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারছে না। সমবায়ের মূল আদর্শ ব্যতিরেকে দ্রুত লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা এবং সরকারি যে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা থেকে সমিতি গঠন এবং আশানুরূপ ফলাফল না পেয়ে সাধারণ সদস্যরা সমিতির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়া সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। এসব সমস্যার মধ্যে আছে সদস্যদের মধ্যকার স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা, অসেচতনতা এবং অদক্ষতা। সমিতিগুলোতে সদস্যদের মধ্যে স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের কারণে সমিতির কয়েকজন সদস্য দ্বারা সমিতির সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের বঞ্চিত করা হয়। অন্যদিকে সাধারণ সদস্যদের অসেচতনতার সুযোগ নিয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির সার্বিক বিষয়াদির তথ্য গোপন করে সমিতির বিষয়ে সাধারণ সদস্যদের অনাগ্রহী করে তোলে। অনেক সমিতি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ আমানতকারীদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করছে।

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমবায় সমিতির যথাযথ তদারকি না হওয়ার কারণে সমিতিগুলো নিয়ম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রাথমিক সমিতিগুলোতে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি দেখা দিলে অধিদপ্তরের দিক থেকে সমিতিগুলোকে মৌখিক বা লিখিতভাবে সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা ছাড়া সমিতি তদারকিতে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সীমিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কখনো কখনো নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে আদালতে মামলা দায়ের ফলে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সমবায় পরিচালনায় আইনি জটিলতা ও অস্পষ্টতা, রাজনৈতিক ও ক্ষমতাবানদের প্রভাবের কারণে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের দিক নির্দেশনার অভাবে সমবায় সমিতি তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে না। সরকারি বকেয়া ঋণ থাকা এবং বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে না পারার কারণে বহুদিন ধরে নিষ্ক্রিয় সমিতিগুলোকে অবসায়ন দেওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। অবসায়ন দিতে না পারার কারণে অকার্যকর সমিতিগুলো সমবায় সমিতি তদারকিতে অপ্রয়োজনীয় বিড়ম্বনা তৈরি করছে।

সমবায়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্য সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে উদ্যোগের অভাব আছে। সমবায় খাতের ব্যাপারে প্রচারণার অভাব, সমবায়ের ব্যাপারে সচেতন না হয়ে সমিতি নিবন্ধন নিতে আসা, অতি দ্রুত লাভবান হওয়ার ও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রত্যাশার পাশাপাশি সমবায় খাতে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই খাতের প্রতি মানুষের অনাগ্রহ ও অনাস্থা তৈরি হচ্ছে। নিবন্ধনের পূর্বে সমবায় সমিতি করতে আগ্রহীদের সমবায় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে সমবায় সমিতিকে ব্যবহার করে মানুষের আমানত নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সমিতিগুলোর ব্যাপারেও সাধারণ গ্রাহকদের সতর্ক করার জন্যও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। গ্রাহকের আমানত নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সমিতিগুলোর প্রতারণার ফলে গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। অনেক গ্রাহক তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় এসব সমিতিতে বিনিয়োগ করে এবং প্রতারণার শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব, পারিবারিক বিচ্ছেদ, আত্মহত্যার মত ঘটনাও ঘটেছে যা সার্বিকভাবে সমবায়ের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে।

চিত্র ৫.১ : সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

নীতিনির্ধারণী পর্যায়
- যুগোপযোগী কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে না পারা
- ঋণ মওকুফ বিষয়ক সরকারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত
- আইনি সীমাবদ্ধতা
- বিআরডিবি'র সমিতির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকা

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠান
- সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব
- সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমিতি তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব
- সমিতি তদারকির দক্ষতার অভাব
- প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস্ এর অভাব
- গবেষণা ও প্রচারণার অভাব
- সমিতির সংখ্যা অনুসারে জনবলের সুষম বণ্টন না থাকা

সমবায় সমিতি
- সদস্যদের স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব
- সরকারি সুযোগ সুবিধার পাওয়ার মাধ্যমে দ্রুত লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা
- সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা ও সমবায়ী মানসিকতার অভাব
- সমিতির ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব
- তথ্য উন্মুক্ত না করা

➡

ফলাফল

- যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা
- সমবায় কর্মকর্তাদের নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া
- অকার্যকর সমিতির অবসায়ন দিতে না পারা
- সমিতি নিবন্ধন, নিরীক্ষা, পরিদর্শনসহ সার্বিক তদারকির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার
- সমবায়ের তদারকি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সুসম্পন না হওয়া
- সমিতির নিয়মিত কার্যক্রম যথাযথভাবে না হওয়া
- সদস্যরা প্রতারণার শিকার
- সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব
- ঋণ অনাদায়ী থাকা

➡

প্রভাব

- **সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে**
- **সমিতির সদস্যদের আর্থিক ক্ষতির ফলে সামাজিক/পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব**
- **সমবায়ের প্রতি অনাগ্রহ ও অনাস্থা**

৫.১ সমবায় খাতে সাম্প্রতিক সময়ে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

সমবায় সমিতি কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের অর্থ-আত্মসাৎ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত এই ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) সমবায় সমিতি আইন সংশোধন: সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে 'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' এর কয়েকটি ধারায় সংশোধন আনা হয়েছে। সংশোধীত এই ধারাগুলোর মধ্যে ১০, ১৮(৭), ২৬, ২৬খ, ৮৬(১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সংশোধিত এই আইনেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) প্রতি মাসে সমিতি পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা: কিছু বহুমুখী ও ঋণদান সমিতি কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাতসহ বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড রোধকল্পে সমবায় অধিদপ্তর হতে এক পরিপত্রের মাধ্যমে সমবায় কর্মকর্তাদের প্রতিমাসে সমবায় সমিতি পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের পরিদর্শকদের প্রতিমাসে কমপক্ষে চারটি সমিতির পরিদর্শন প্রতিবেদন দিতে হয়।

(৩) সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি: পূর্বে সমবায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণকালীন দৈনিক ভাতার পরিমাণ ছিল ৬০ টাকা, যা ২০১৩ সালে বাড়িয়ে ১২০ টাকা করা হয়েছে।

(৪) সমিতি নিবন্ধনে মাঠ পর্যায়ে যাচাই: সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে সমিতির প্রযোজ্য যোগ্যতা যাচাই করার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

(৫) বহুমুখী সমিতি নিবন্ধন প্রদানে কঠোরতা: বহুমুখী সমিতিগুলোর নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রেক্ষিতে এই ধরনের সমিতি নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুমুখী সমিতি গঠনের ব্যাপারে সমবায়ীদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

(৬) দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ: সমিতির নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সহযোগিতাকারী সমবায় অধিদপ্তরের তিনজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।

(৭) একটি সমবায় সমিতির ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় এডহক কমিটি গঠন: একটি সমিতির ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মাধ্যমে সমিতির নামে থাকা সম্পদ জব্দ করে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

(৮) উপ-আইনের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টকরণ বাধ্যবাধকতা: সমিতি উপ-আইনের উদ্দেশ্যসমূহ সমিতির ধরনভেদে ৫-৭টির মধ্যে নির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে সমবায় অধিদপ্তর। এই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ সমিতির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

(৯) ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সমবায় সমিতি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন: সমবায় সমিতি আইন অনুসারে বিধিমালার হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় যেখানে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সমবায়ীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন অংশগ্রহণ করে। তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

(১০) নিরীক্ষার জন্য নতুন মডিউল প্রণয়ন: সমিতির কর্মকাণ্ডকে অধিকতর তদারকির মধ্যে রাখতে সমবায় অধিদপ্তরের সমিতি নিরীক্ষা মডিউলে নতুনত্ব আনা হয়েছে।

(১১) নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ: বিআরডিবি'র সমিতি নিরীক্ষা সম্পাদনে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার কারণে এই সমিতিগুলোর নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অল্পকিছু পদক্ষেপ সুসম্পন্ন বা যথাযথভাবে প্রয়োগ হলেও অধিকাংশই এখনো প্রক্রিয়াধীন বা পুরোপুরি প্রয়োগ হচ্ছে না। গৃহীত এসব পদক্ষেপ সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে কিছুটা ভূমিকা রাখলেও সার্বিকভাবে এই খাতের সুশাসন নিশ্চিত করতে পারছে না।

৫.২ সুপারিশ

সমবায় আন্দোলন জোরদার ও সমবায় সমিতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বিভিন্ন ইস্যু/বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ তুলে ধরা হল:

সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত

১. 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'সমবায় সমিতি বিধিমালায়' সংশোধন আনতে হবে। এ বিধিমালায় সমিতি কর্তৃক সদস্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে এবং বিধিমালা অনুসরণে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. সমিতির সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমবায় আইন, উপ-আইন ও বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে পাঁচ বছর অন্তর পুন:নিবন্ধনের ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. আইন সংশোধনের মাধ্যমে আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অনুমতির বিষয়টি বাতিল করে সদস্যদেরকে সরাসরি আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

৪. আইন সংশোধনের মাধ্যমে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে প্রাক-যোগ্যতা ও প্রাক-নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. আইন সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে পাঁচ বছর বা তার অধিক সময় ধরে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর সমিতি অবসায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. সমবায় আইনের আলোকে সমবায় সমিতির ধরন অনুযায়ী উপ-আইন প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির ধরন অনুসারে উপ-আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট টেমপ্লেট/গাইডলাইন থাকতে পারে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমবায় সমিতি পরিদর্শন, নিরীক্ষা, তদন্ত ও পরিচর্যার সময় সমিতির উপ-আইন অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

নীতিনির্ধারণী সংক্রান্ত

৭. 'সমবায় নীতিমালা' হালনাগাদ করে যুগোপযোগী 'সমবায় নীতিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় খাতের জন্য বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে সচল করতে হবে।

৯. অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের পদমর্যাদায় সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কাজকে সহজতর ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একক দর্শন ও দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে।

সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

১১. সমিতিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কার্যকরতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় সমিতির দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও লেনদেন, সদস্যদের ঋণ প্রদান ও আদায়, সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমের নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমিতির সংখ্যা অনুপাতে জনবল পদায়নে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে যার বিস্তৃতি হবে উপজেলা পর্যন্ত। সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরীক্ষা বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য কিভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে সে বিষয়ে সমবায়ীদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১৫. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমবায়ীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৬. সমিতিগুলোর মধ্যে উৎসাহ, আন্তঃসংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সমিতির সভাপতি/ সম্পাদকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ/ সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের আয়োজন করতে পারে।

১৭. সমবায় অধিদপ্তরের গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সমবায় খাত নিয়ে কার্যকর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সহায়তা বাড়াতে হবে।

১৯. সমিতির দৈনন্দিন লেনদেনের ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষার সুবিধার্থে একক সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২০. সমবায় সমিতির নিবন্ধন অনলাইন-ভিত্তিক করাসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সেবাগুলোকে অনতিবিলম্বে ডিজিটাল করতে হবে।

অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত

২১. সমবায় অধিদপ্তরে একটি 'এথিকস কমিটি' গঠন করতে হবে যার দায়িত্ব হবে সমবায় খাতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কমিটি -

- সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করবে;
- সমবায় খাতের সুশাসনের জন্য গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব সমিতি ইতোমধ্যে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন' প্রয়োগ করতে হবে।

২৩. সমবায় কর্মকর্তারা সমবায় সমিতি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা/ উপঢৌকন যেন নিতে না পারে সেজন্য তদারকি বাড়াতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

অর্থ বিভাগ ২০১২, বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা ২০১২, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আকাশ, মম ২০১২, 'সমবায় মালিকানা একটি নতুন প্রস্তাবনা' *সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৬০।

আহমেদ, ত ২০১২ 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সমবায় সেক্টরের পুনর্গঠন', *সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৩৩।

আহমেদ, ত ২০১৩, 'বাংলাদেশে সমবায়ের ভবিষ্যৎ: একটি রোডম্যাপের খসড়া', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা, পৃষ্ঠা.২৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

নাথ, ধক ২০১২, 'জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায় আন্দোলনের নতুন দিগন্ত',*সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা.২৯।

নাথ, ধক ২০১৩, 'সমবায়ের শতবর্ষ ও ভবিষ্যতের ভাবনা', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৪৭-৪৮।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২০১১, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

বিশ্বাস, সক ২০১৩, *সমবায় আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা।

বিশ্বাস, সক ২০১৩, *ত্রয়ী মনীষীর সমবায় ভাবনা ও তার বিশ্লেষন*, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা।

মালেক, এহ ২০১২, *সমবায় ভাবনা:সিরিজ-১*, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা।

মালেক, এহ ২০১২, *সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০১২ ও কিছু কথা*, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ঢাকা।

মোরশেদ, ম ২০১৩, 'বাংলাদেশে সমবায় : শতবর্ষের সারসংকলনের সংক্ষিপ্তসার', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, পৃষ্ঠা.১০২।

রহমান, হ ২০০৮, *বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি*, টিআইবি, ঢাকা।

রহমান, খম ২০১৩, 'সমবায়ের এক শতাব্দী', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৬৬।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১১, 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১', পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩,স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.২৯.০০৮/১৩ ব্যাংক, বীমা-১৮৩, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০০১, সমবায় সমিতি আইন ২০০১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩, সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সাহা, অক ২০১৩, 'আন্দোলনে সমবায়: সমবায়ীদের অবস্থান', *সমবায় আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা.২৪৫।

হালিম, এএমঅ ২০১৩, 'সমবায় মূল্যবোধ: একটি পর্যালোচনা', *সমবায় আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

Ali, Z 2011, *Assessment of the Contribution of the Department of Cooperative Movement and Poverty Alleviation in Bangladesh*, BIDS, Dhaka .

Biswas, SK 2013 `*Cooperatives: Present and Future Perspective'*, Agrodoot Publications Ltd., Dhaka.

Banglapedia 2012, `*Cooperative Banking'*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Ghosh, NB 2012, `*Co-Operatives: A Few Words'*, Asian Journal of Science and Technology, Sociological Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata.

Indian Famine Comission report 1901, Office of superintendent of Government printing, Calcutta.

Sullivan, OA & Sheffrin, SM 2003, Economics: Principles in action, *eds* MA Quddus, Upper Saddle River, New Jersey.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১: ১৯৮০-'৮১ হতে ২০১৩-'১৪ পর্যন্ত অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	মোট
১৯৮০-১৯৮১	-	-	-
১৯৮১-১৯৮২	-	-	-
১৯৮২-১৯৮৩	-	-	-
১৯৮৩-১৯৮৪	৬৩৯.০০	-	৬৩৯.০০
১৯৮৪-১৯৮৫	৮৮৪.০০	-	৮৮৪.০০
১৯৮৫-১৯৮৬	১০৭৫.০০	-	১০৭৫.০০
১৯৮৬-১৯৮৭	৩৯৯৫.০০	-	৩৯৯৫.০০
১৯৮৭-১৯৮৮	১৪৫৭.০০	-	১৪৫৭.০০
১৯৮৮-১৯৮৯	১৫২৬.০০	-	১৫২৬.০০
১৯৮৯-১৯৯০	১৭৪৬.০০	-	১৭৪৬.০০
১৯৯০-১৯৯১	১৯৬৪.০০	-	১৯৬৪.০০
১৯৯১-১৯৯২	২২১৩.০০	-	২২১৩.০০
১৯৯২-১৯৯৩	২৬৫৫.০০	-	২৬৫৫.০০
১৯৯৩-১৯৯৪	২৭৪০.০০	-	২৭৪০.০০
১৯৯৪-১৯৯৫	২৯১১.০০	-	২৯১১.০০
১৯৯৫-১৯৯৬	৩২০৭.০০	-	৩২০৭.০০
১৯৯৬-১৯৯৭	৩৩৪৩.০০	-	৩৩৪৩.০০
১৯৯৭-১৯৯৮	৩৪৯০.০০	-	৩৪৯০.০০
১৯৯৮-১৯৯৯	৩৬৪২.০০	-	৩৬৪২.০০
১৯৯৯-২০০০	৪০৩০.০০	-	৪০৩০.০০
২০০০-২০০১	৪০৬৬.০০	-	৪০৬৬.০০
২০০১-২০০২	৪০৬২.০০	-	৪০৬২.০০
২০০২-২০০৩	৪১৫০.০০	-	৪১৫০.০০
২০০৩-২০০৪	৪৬৪১.০০	-	৪৬৪১.০০
২০০৪-২০০৫	৪৯৭৭.০০	৬৪.০০	৫০৪১.০০
২০০৫-২০০৬	৫৫২৯.০০	১৬৮.০০	৫৬৯৭.০০
২০০৬-২০০৭	৬০০৯.০০	১৭৫.০০	৬১৮৪.০০
২০০৭-২০০৮	৫২৯২.০০	৫৫৭.০০	৫৮৪৯.০০
২০০৮-২০০৯	৫৮৪৩.০০	৮৩১.০০	৬৬৭৪.০০
২০০৯-২০১০	৬৩৭৮.০০	৫৬৯.০০	৬৯৪৭.০০
২০১০-২০১১	৭১৫৪.০০	৫৭৪.০০	৭৭২৮.০০
২০১১-২০১২	৮৩৩২.০০	১১৫৯.০০	৯৪৯১.০০
২০১২-২০১৩	অনুন্নয়ন ৯০৭৫.০০	উন্নয়ন ১৭৭০.০০	১০৮৪৫.০০

বিঃ দ্রঃ-সমবায় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের অনুন্নয়ন খাতের ১৯৮০-১৯৮১ হতে ১৯৮২-১৯৮৩ পর্যন্ত এবং উন্নয়ন খাতের ১৯৮০-১৯৮১ হতে ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত তথ্য অফিস স্থানান্তরের কারণে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পরিশিষ্ট - ২: বহুমুখী ও ঋণদান সমবায় সমিতির আর্থিক প্রতারণা ও দুর্নীতি

ক্রম	সমিতির নাম	স্থান	টাকার পরিমাণ	প্রতারিত গ্রাহকের সংখ্যা	সূত্র/উৎস
১.	আইডিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি	সমগ্র বাংলাদেশ	৭৫০০ কোটি	১৯,০০০	দৈনিক মানবকণ্ঠ ১০ মার্চ, ২০১৩
২.	ম্যাক্সিম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	পাবনা	৫ কোটি	-	দৈনিক মানবকণ্ঠ, ১ এপ্রিল ২০১৩
৩.	সান মাটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	লক্ষীপুর	প্রায় ৩ কোটি	১০০০	দৈনিক সকালের খবর, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩
৪.	ফিউচার ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি	শরীয়তপুর	২৫ কোটি	৭০০	দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মে, ২০১৩
৫.	বৈশাখী মাল্টিপারপাস সোসাইটি	সদর উপজেলা, নওগাঁ	আড়াই কোটি	১০০০	দৈনিক মানবকণ্ঠ, ২ জুন, ২০১৩
৬.	স্টার ডিসেন্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	১২ কোটি	২০০০	দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জুন, ২০১৩
৭.	ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	নারায়নগঞ্জ সদর	প্রায় ৩০ কোটি	প্রায় ২০০০	দৈনিক মানবকণ্ঠ, ১৩ জুন, ২০১৩
৮.	প্রিমিয়ার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	গোপালগঞ্জ	২০ কোটি	-	দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ৬ জুলাই, ২০১৩
৯.	ম্যাক্সিম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	রাজবাড়ী	৬ কোটি	৬০০	দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ জুলাই, ২০১৩
১০.	প্রিমিয়ার মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ লিমিটেড	মাদারীপুর	১২ কোটি	-	দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০১৩
১১.	মিহির ইসলামী মাল্টিপারপাসকো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	কালকিনি, মাদারীপুর	তিন কোটি	২২০০	দৈনিক যুগান্তর, ২৬ জুলাই, ২০১৩
১২.	তারদা ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	নারায়ণগঞ্জ	৫৪ কোটি	-	দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ৬ আগস্ট, ২০১৩
১৩.	চয়নিকা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	ধামরাই, সাভার, আশুলিয়া ও মানিকগঞ্জ	৪০ কোটি	৫০০	দৈনিক যুগান্তর, ১৪ আগষ্ট, ২০১৩
১৪.	সোনালী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	গাংনী, মেহেরপুর	২ কোটি টাকা	৫০০ গ্রাহক	দৈনিক যায়যায়দিন, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
১৫.	সেবা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী	প্রায় ৫০ লক্ষ	প্রায় ১০০ গ্রাহক	দৈনিক যুগান্তর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
১৬.	শাহজালাল সঞ্চয় ও ঋণদান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:	লাকসাম, কুমিল্লা	প্রায় ৫০ কোটি	৭০০ গ্রাহক	দৈনিক কুমিল্লা বার্তা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
১৭.	পদ্মা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:	লাকসাম, কুমিল্লা	প্রায় ৮০ কোটি	১৫০০ গ্রাহক	দৈনিক কুমিল্লা বার্তা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
১৮.	সাউথ এশিয়া বিজনেস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	ভোলা	১২ কোটি	১,০০০	দৈনিক যুগান্তর, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
১৯.	ম্যাক্সিম কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	কালকিনি, মাদারীপুর	৩ কোটি	-	দৈনিক যায়যায়দিন, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩
২০.	ধানসিঁড়ি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	তিন কোটি	২৫০০	দৈনিক প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর, ২০১৩
২১.	ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	সমগ্র বাংলাদেশ	১,১০৯ কোটি, ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার	প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ গ্রাহক	দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জানুয়ারি, ২০১৪
২২.	ফ্রেন্ডস সিকিউরিটি ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	টঙ্গী, গাজীপুর	৩০ কোটি	১৫ হাজার	দৈনিক প্রথম আলো, ১০ মার্চ, ২০১৪
২৩.	পপুলার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি	নওগাঁ	১৫ কোটি	৪ হাজার	দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ২০১৪
২৪.	রুরাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: (আরসিএল)	লাকসাম, কুমিল্লা	৫৩ কোটি	২৭০০ গ্রাহক	দৈনিক যায়যায়দিন, ২৫ মার্চ, ২০১৪
মোট	**২১টি**	**-**	**৯,০৭০ কোটি**	**৯ লক্ষ সদস্য**	**৮টি জাতীয় ও ১টি আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা**

পরিশিষ্ট - ৩: তথ্য সংগ্রহরে জন্য নির্বাচিত সমবায় সমিতি

ক্রম	সমিতির ধরন	সমিতির স্তর	সমিতির সংখ্যা	সমিতির /সদস্য সংখ্যা[১০৩]	মূলধন (টাকায়)	উপজেলা	জেলা	নিবন্ধন প্রদান ও তদারকি প্রতিষ্ঠান	সমিতি সংগঠন
১.	জাতীয় সমবায় সমিতি (১)	জাতীয়	১	৪৭৫ টি প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতি	৩৫৪,৭১,৮৭,৮২৫.৮০	-	ঢাকা	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
২.	জাতীয় সমবায় সমিতি (২)	জাতীয়	১	৫১ টি কেন্দ্রীয় সমিতি	২,৩৬,৮০,৭২৫	-	ঢাকা	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
৩.	কৃষি সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	৩০-৪০ জন	১-২ লক্ষ	দাকোপ, চকরিয়া	খুলনা, কক্সবাজার	সমবায় অধিদপ্তর	বিআরডিবি
		কেন্দ্রীয়	১টি	২৬৪০ জন	১ কোটি ২০ লক্ষ	দাকোপ	খুলনা	সমবায় অধিদপ্তর	বিআরডিবি
৫.	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	১টি	১২৫ জন	৭ লক্ষ	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
		কেন্দ্রীয়	১টি	২৮৫০ জন	১ কোটি ৪০ লক্ষ	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
৬.	তন্তুবায় সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	১২০-৩০০ জন	৫০ লক্ষ-২ লক্ষ টাকা	কালিহাতী, দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
		কেন্দ্রীয়	১টি	প্রায় ২০,০০০ জন	১ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৮ হাজার, ৯০৬ টাকা	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
৭.	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	১২৫- ৩৩০ জন	৫-২২ লক্ষ	ধনবাড়ি, শাহাজাদপুর	টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
৮.	পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি	প্রাথমিক	১টি	১০০ জন	৯৭ হাজার	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
৯.	বহুমুখী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	১২টি	৫০-৬০০০ জন	১০ লক্ষ-৩ কোটি টাকা	লাকসাম, দেলদুয়ার, গাজীপুর সদর	কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, খুলনা মাদারীপুর	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
১০.	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	৩টি	১৫০-২৮৬৯ জন	১৮ লক্ষ- ৯ কোটি টাকা	গাজীপুর সদর	খুলনা গাজীপুর	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
১১.	কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:	প্রাথমিক	২টি	১৭০০-৬১০৩ জন	৩০ লক্ষ-৩০ কোটি	কালিগঞ্জ	গাজীপুর	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
১২.	ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	২টি	৬৪-৮০০ জন	৬০ হাজার-১ কোটি	গাজীপুর সদর	গাজীপুর	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
১৩.	মহিলা সমবায় সমিতি	প্রাথমিক	২টি	৩৭৫-৫৮১ জন	৩০- ৪২ লক্ষ টাকা	কালিগঞ্জ, গাজীপুর সদর	গাজীপুর	সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর
মোট	১৩ ধরনের সমবায় সমিতি		৩৭টি			১১টি	৮টি		

[১০৩] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক ও কেন্দ্রিয় পর্যায়ের সমিতি সমূহের সদস্য সংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হলেও জাতীয় পর্যায়ের কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তথ্য না পাওয়ার কারণে। জাতীয় পর্যায়ের সমিতির অধীনে প্রাথমিক ও কেন্দ্রিয় সমিতির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সমবায় সমিতির ধরন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট - ৪: এক নজরে সমবায়ের বিবর্তন

সাল	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি/পরিবর্তন
১৭৬১	বিশ্বে প্রথম সমবায় সমিতির উদ্ভব
১৮১৮	সমবায় আন্দোলনের প্রথম পত্রিকা ঞযব ঈড় ড়ঢ়বৎধঃড়ৎ প্রকাশিত হয়।
১৮৯৫	ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত
১৯০১	ইন্ডিয়ান ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বাংলা অঞ্চলেসমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তবনা
১৯০৪	কৃষি ঋণ দান সমবায় সমিতি আইন জারি
১৯১২	অ-কৃষি সমবায় সমিতি গঠন এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা রেখে ‘কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট’ জারি
১৯১৮	সালে কলকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা
১৯১৯	‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার’ অনুযায়ী সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে রূপান্তর
১৯৪০	‘বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট’ জারি
১৯৪২	‘কো-অপারেটিভ রুলস’ জারি
১৯৩৫	‘বেঙ্গল কো–অপারেটিভ অ্যাক্ট’ এবং ‘ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন
১৯৫৩-৫৮	মৃত প্রায় গ্রাম সমবায় সমিতিগুলোকে লিকুইডেশনে
১৯৫৬	ডঃ আখতার হামিদ খানের উদ্যোগে কুমিল্লায় স্থাপিত হয় বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)
১৯৫৯	পরীক্ষমূলকভাবে যাত্রা শুরু করে ‘কুমিল্লা মডেল’ এর সমবায় সমিতি
১৯৬০	ঢাকায় বাংলাদেশ সমবায় কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৯৬০	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) প্রতিষ্ঠা
১৯৬১	বাংলাদেশ জাতীয় (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সমবায় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থার (আইসিএ) সদস্যভূক্তি
১৯৬২	‘জাতীয় সমবায় নীতি; গৃহীত ও প্রচারিত হয়।
১৯৭২	বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি
১৯৮২	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) কে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নামে রূপান্তর
১৯৮৪	সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ জারি
১৯৮৭	সমবায় সমিতি বিধিমালা জারি
২০০১	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ জারি
২০০২	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধন)
২০০৪	সমবায় বিধিমালা জারি
২০১৩	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধন)

পরিশিষ্ট - ৫: কুমিল্লা মডেলের মূল বৈশিষ্টসমূহ

- সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে উন্নয়নকে তরান্বিত করা।
- পল্লী উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা।
- উন্নয়ন উদ্যোগকে টেকসই করার জন্য গ্রামীণ পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।
- প্রশাসনিক, ভৌত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সৃষ্টি।
- গ্রামীণ প্রশাসনের অনুকূলে বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিতকরণ।
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাঝে সমন্বয় সাধন করা।
- শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা।
- গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রসরমান এবং টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

পরিশিষ্ট - ৬: সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনসমূহ

ক্র: নং	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১	সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩
১.	**নিবন্ধন ব্যতীত সমবায় শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ ঃ** এই আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত না হলে কোন ব্যক্তি , ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতির নামের অংশ হিসেবে সমবায় বা কো-অপারেটিভ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। **(ধারা ৯ (১))**	**নিবন্ধন ব্যতীত সমবায় শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ ঃ** এই আইনের অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত না হলে কোন ব্যক্তি , ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতির নামের অংশ হিসেবে সমবায় বা কো-অপারেটিভ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। **(ধারা ৯ (১))** সমিতির নিবন্ধিত নাম ব্যতীত সমিতির সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড বা প্রচারপত্রে অন্য কোন নাম ব্যবহার করা যাবে না। **(ধারা ৯ (২))** নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত কোন সমবায় সমিতির নামের সাথে কমার্স, ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ব্যাংক , লীজিং, ফাইনান্সিং বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না এবং কোন সমবায় সমিতি এরূপ শব্দযুক্ত নামে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত হয়ে থাকলে, এ বিধান কার্যকর হওয়ার তিন মাসের মধ্যে এর নাম সংশোধন করে নিবন্ধককে অবহিত করতে হবে। **ধারা ৯ (২)**
২.		**সমবায় সমিতির শাখা অফিস খোলার ওপর বাধা-নিষেধ ঃ** কোন সমবায় সমিতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন শাখা অফিস খুলতে পারবে না, তবে এই বিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোন অনুমোদিত শাখা অফিস থাকলে, তা এই বিধান কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল সমিতির সাথে একীভূত হবে অথবা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে উক্ত শাখা অফিস প্রাথমিক শাখা অফিস হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারবে। (ধারা ২৩ক (১))
৩.		**সমবায় সমিতির নামের সাথে ব্যাংক শব্দ ব্যবহারের বিধি-নিষেধ ঃ** নিবন্ধিত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রিয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতি নামের সাথে ব্যাংক শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না, তবে কোন সমবায় সমিতি ইতিমধ্যে নিবন্ধনের সময় নামের সাথে ব্যাংক শব্দ যুক্ত করে থাকলে, এই বিধান কার্যকর হওয়ার তিন মাসের মধ্যে নাম সংশোধন করে নিবন্ধককে অবহিত করতে হবে। (ধারা ২৩ক (২)
		ব্যাংকিং কার্যক্রমের ওপর বাধা-নিষেধ ঃ কোন সমবায় সমিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না। (ধারা ২৩খ (২))
৪.	**আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের ওপর বাধা-নিষেধ ঃ** সমিতির সদস্য নয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত বা ঋণ গ্রহণ করতে পারবে, তবে এই আমানত বা ঋণের উর্ধ্বসীমা সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে। (ধারা ২৬ (১))	**আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের ওপর বাধা-নিষেধ ঃ** বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন সমবায় সমিতি-এর সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান করতে পারবে না। (ধারা ২৬ (১))
৫.		**আমানত সুরক্ষা তহবিল ঃ** আমানতকারী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সুরক্ষার জন্য নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে , আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন করতে পারবে এবং সঞ্চয় আমানত গ্রহণকারী সমিতি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিলে জমা রাখতে বাধ্য থাকবে। (ধারা ২৬ খ(১)) আমানত সুরক্ষা তহবিলের অর্থ নিবন্ধক ও সংশ্লিষ্ট সমিতির যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাবে।(ধারা ২৬ খ(২))

পরিশিষ্ট - ৭: সমবায় সমিতির মূলনীতি

(ক) **স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত সদস্যপদ:** সমবায় সমিতির উপবিধি অনুযায়ী সমিতির কর্ম এলাকার যেকোন নাগরিক সদস্য হতে পারবেন এবং যেকোন সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমিতি থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন;

(খ) **সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ:** সমিতির ব্যবস্থাপনা, তহবিল গঠন ও তদারকির দায়িত্ব সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। সমিতির যেকোন আইনসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকল সদস্যের সমান অধিকার থাকবে;

(গ) **সদস্যদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ:** লভ্যাংশ প্রদানসহ সমিতির যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সকল সদস্যের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) **স্বায়ত্ত্বশাসন ও স্বাধীনতা:** সংশ্লিষ্ট দেশের সমবায় আইনের আওতায় থেকে স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীনভাবে সমবায় সমিতির সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদন হবে;

(ঙ) **শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রবাহ:** সমবায় সমিতিসমূহ তাদের সদস্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সমবায়ের মূলনীতিসহ দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে এবং সমিতির সকল সদস্যের জন্য সমিতি সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করবে;

(চ) **আন্তঃসমবায় সহযোগিতা:** বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে বৃহৎ সমবায়ভিত্তিক সামষ্টিক উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে

(ছ) **সামাজিক অঙ্গীকার:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি যা দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পরিশিষ্ট - ৮: সমবায় সমিতির ধরন

১. কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি	২. অটোরিকসা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর ক্যাব, মটর, ট্রাক, ট্যাঙ্ক-লরি চালক সমবায় সমিতি
৩. মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি	৪. হকার্স সমবায় সমিতি
৫. শ্রমজীবী সমবায় সমিতি	৬. পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি
৭. মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি	৮. কর্মচারী সমবায় সমিতি
৯. তাঁতি সমবায় সমিতি	১০. দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি
১১. ভূমিহীন সমবায় সমিতি	১২. মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি
১৩. বিত্তহীন সমবায় সমিতি	১৪. যুব সমবায় সমিতি
১৫. মহিলা সমবায় সমিতি	১৬. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি
১৭. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	১৮. দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি
১৯. গৃহায়ণ (হাউজিং) সমবায় সমিতি	২০. ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি
২১. ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট সমবায় সমিতি	২২. সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি
২৩. কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতি	২৪. কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি
২৫. বহুমুখী সমবায় সমিতি	২৬. কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ
২৭. কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	২৮. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক
২৯. উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	

পরিশিষ্ট - ৯: সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত আইন ও বিধিসমূহ

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত আইনসমূহ		সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত বিধিসমূহ	
১৯০৪	কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি আইন	১৯৪২	কো-অপারেটিভ রুলস
১৯১২	কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট	১৯৮৭	সমবায় সমিতি বিধিমালা
১৯৪০	বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট	২০০৪	সমবায় বিধিমালা
১৯৮৪	সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ		
২০০১	সমবায় সমিতি আইন ২০০১		
২০০২	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধন)		
২০১৩	সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ (সংশোধন)		

পরিশিষ্ট - ১০: সমবায় অধিদপ্তরের কার্য-সম্পাদনা কাঠামো

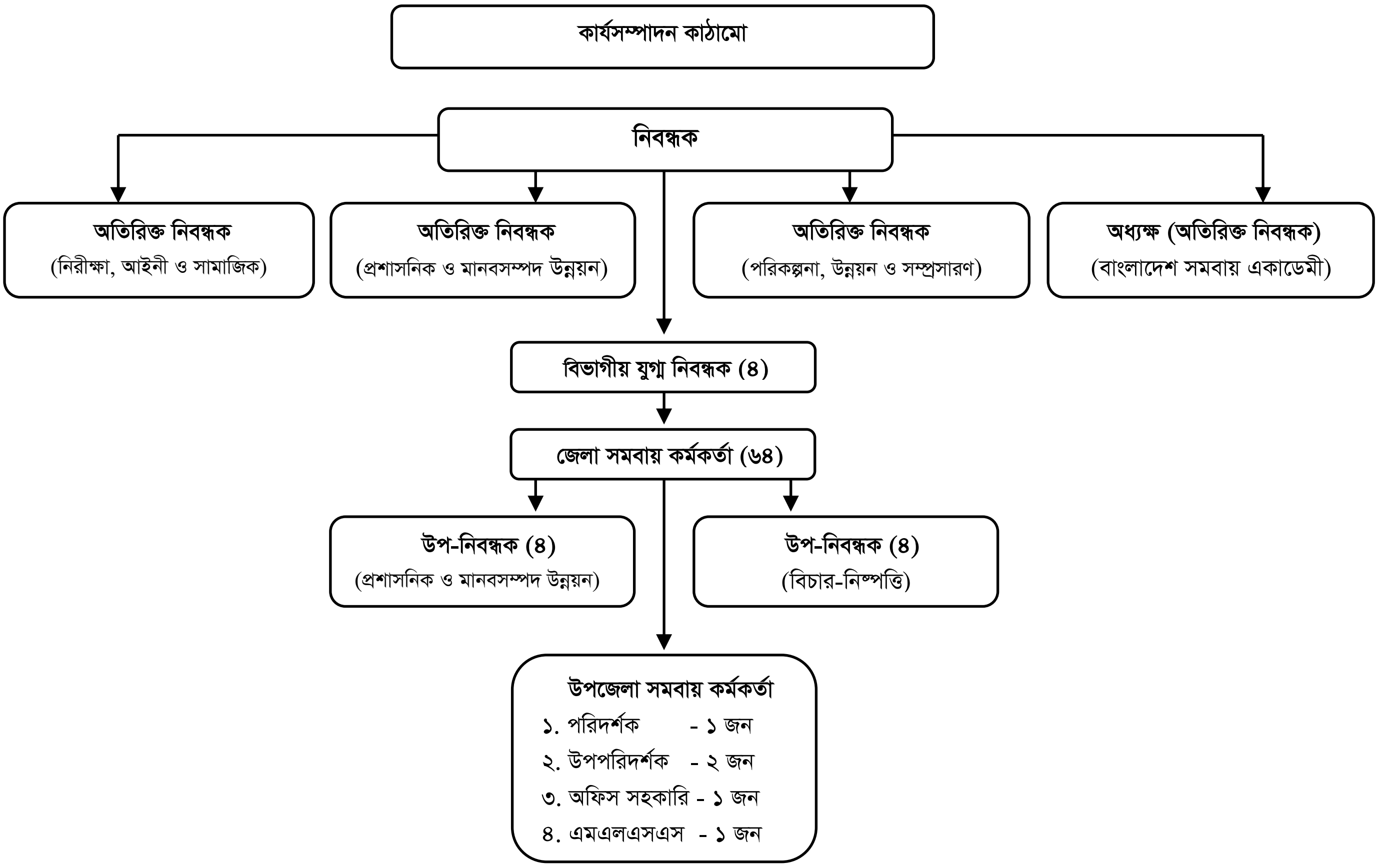

পরিশিষ্ট - ১১: সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যাবলী

ক্রমিক নং	সেবার ধরন	সেবার পর্যায়
১	প্রকল্পভুক্ত ও সরকারী কর্মসূচির আওতায় গঠিত ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন	উপজেলা সমবায় কার্যালয়
২	প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন	জেলা সমবায় কার্যালয়
৩	নিবন্ধিত সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন	উপজেলা/জেলা সমবায় কার্যালয়
৪	কেন্দ্রীয়/জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন	বিভাগ/ অধিদপ্তর
৫	বিভাগ/দেশব্যাপী প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিবন্ধন	বিভাগ/অধিদপ্তর
৬	কেন্দ্রীয় /জাতীয় সমবায় সমিতির নিরীক্ষা জেলা সমবায় কার্যালয়	বিভাগ/ অধিদপ্তর
৭	প্রশিক্ষণ প্রদান	জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়
৮	আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ	উপজেলা সমবায় কার্যালয়
৯	আশ্রয়ণ প্রকল্প এর ঋণ আদায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১০	প্রাথমিক সমবায় সমিতির নির্বাচন	জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১১	সমবায় সমিতির অন্তরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	অধিদপ্তর/বিভাগ/জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১২	সমবায় সমিতি পরিদর্শন	জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১৩	সমবায় সমিতি নার্সিং	জেলা/ উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১৪	সমবায় বাজার	অধিদপ্তর/ বিভাগ/জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১৫	প্রাথমিক সমবায় সমিতি অবসায়ন ও নিবন্ধন বাতিলকরণ	জেলা/ উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১৬	প্রকল্পভুক্ত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন ও মনিটরিং	উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১৭	এলজিএসপি	উপজেলা সমবায় কার্যালয়
১৮	জনবল নিয়োগ	অধিদপ্তর
১৯	হলিডে মার্কেট	অধিদপ্তর
২০	সমবায় সমিতির বাজেট অনুমোদন	জেলা/ বিভাগ/ অধিদপ্তর
২১	মিল্কভিটা দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন	উপজেলা/ জেলা / বিভাগ এবং অধিদপ্তর
২২	গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প	উপজেলা/ জেলা / বিভাগ এবং অধিদপ্তর
২৩	সমবায় সমিতির কার্যক্রম তদন্ত	জেলা সমবায় কার্যালয়
২৪	বিরোধ নিস্পত্তি	জেলা সমবায় কার্যালয়

পরিশিষ্ট - ১২: সমবায় অধিদপ্তরের জনবল

পদের শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্য পদ
প্রথম শ্রেণি	কর্মরত পদ-১৯৮ রিজর্ভ পদ- ১৫ মোট- ২০৯	কর্মরত পদ-১২৩ রিজর্ভ পদ- ০৮ মোট- ১৩১	কর্মরত পদ-৭১ রিজর্ভ পদ- ০৭ মোট- ৭৮
দ্বিতীয় শ্রেণি	৫৭২	৫৫৩	১৯
তৃতীয় শ্রেণি	২৯৫৩	২৭৯৭	১৫৬
চতুর্থ শ্রেণি	১২৪১	১১৮৪	৫৭
মোট	**৪৯৭৫**	**৪৬৬৫**	**৩১০**

২৬/১১/২০১৩ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট - ১৩: সমবায় অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ

সমবায় অধিদপ্তরে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে আছে:

১. আশ্রয়ণ প্রকল্প
২. আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ ২)
৩. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি
৪. সমবায় বাজার
৫. সমবায় অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৬. ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্প
৭. প্রস্তাবিত মধুপুর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
৮. প্রস্তাবিত বন সংরক্ষণ প্রকল্প
৯. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সংক্রান্ত প্রকল্প

সমবায়মূলক কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর নিজ উদ্যোগে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পগুলো হল:

১০. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রকল্প
১১. সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প
১২. "সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ" প্রকল্প

সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় দেশের সমবায় সমিতির জন্য একটি ডাটাবেজ ও এমআইএস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে সমবায় কর্মকতা এবং কর্মচারী এবং সমবায়ীদের কম্পিউটার পরিচালনা এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সাথেও সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রায়ন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর কিছু ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশিষ্ট - ১৪: ১৯৮০-’৮১ হতে ২০১৩-’১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সমিতির নিবন্ধন

অর্থবছর	জাতীয় পর্যায় সমিতি		কেন্দ্রিয় সমিতি		প্রাথমিক সমিতি		মোট
	অধিদপ্তর	বিআরডিবি	অধিদপ্তর	বিআরডিবি	অধিদপ্তর	বিআরডিবি	
১৯৮০-১৯৮১	০	০	১১	২২	২০৯৬	৩৭৭৯	৫৯০৮
১৯৮১-১৯৮২	০	০	২	২৭	১৯৮৫	৩৫৬২	৫৫৭৬
১৯৮২-১৯৮৩	০	০	৩	৪০	১২৭৬	৪৪০৩	৫৭২২
১৯৮৩-১৯৮৪	১	০	৮	৪২	১২৩৫	৩৮১৭	৫১০৩
১৯৮৪-১৯৮৫	২	০	৬	১২	১০৬৬	৪২৭২	৫৩৫৮
১৯৮৫-১৯৮৬	০	০	১০	৫	৮৫১	২৯৫২	৩৮১৮
১৯৮৬-১৯৮৭	০	০	১	৪	৭৩৩	২২৪৯	২৯৮৭
১৯৮৭-১৯৮৮	০	০	১০	৬	১০৬৫	২২৪৮	৩৩২৯
১৯৮৮-১৯৮৯	০	০	১	২	৯৪৩	২৩১৯	৩২৬৫
১৯৮৯-১৯৯০	০	০	০	৪	৮৫০	১৭০১	২৫৫৫
১৯৯০-১৯৯১	০	০	১	০	৯১৫	১৩০৯	২২২৫
১৯৯১-১৯৯২	০	০	২	৬	৮১৮	১১৩৬	১৯৬২
১৯৯২-১৯৯৩	০	০	১	১৫	৯৪৩	১৫৪৬	২৫০৫
১৯৯৩-১৯৯৪	০	০	৩	৬০	১৩২৫	২১১২	৩৫০০
১৯৯৪-১৯৯৫	০	০	২	২	১৩০৩	১৯৪০	৩২৪৭
১৯৯৫-১৯৯৬	০	০	২	৯	১৪২৮	২৩৬৩	৩৮০২
১৯৯৬-১৯৯৭	০	০	২	১	১৬৫২	১৫২৪	৩১৭৯
১৯৯৭-১৯৯৮	০	০	২	০	১৯৯৪	১২৮৯	৩২৮৫
১৯৯৮-১৯৯৯	১	০	১	১	৩১২৮	৮৬৮	৩৯৯৯
১৯৯৯-২০০০	০	০	২	১১	৩০৩৪	১০১২	৪০৫৯
২০০০-২০০১	০	০	৪	১১	২৭৫৫	১৪৯১	৪২৬১
২০০১-২০০২	০	০	৮	১৭	২৯৩৩	১৭১৭	৪৬৭৫
২০০২-২০০৩	০	০	৫	৬	৩১৭৮	১২১০	৪৩৯৯
২০০৩-২০০৪	০	০	২	২	৪০৬২	১২২৭	৫২৯৩
২০০৪-২০০৫	০	০	১	০	৪৭৬৬	৯৯৬	৫৭৬৩
২০০৫-২০০৬	০	০	২	১	৫৪৮৭	৮৭৭	৬৩৬৭
২০০৬-২০০৭	০	০	১৮	১	৬২৫৪	৭৪৯	৭০২২
২০০৭-২০০৮	০	০	১৬	০	৭১৩০	৪০৬	৭৫৫২
২০০৮-২০০৯	০	০	৯	২	৭৩৩৯	৪৯৭	৭৮৪৭
২০০৯-২০১০	০	০	২	১	১১২৫৩	৪১৬	১১৬৭২
২০১০-২০১১	০	০	২	০	১০৯৬৪	৩৬২	১১৩২৮
২০১১-২০১২	০	০	৪	০	১০২২৯	৪৮৮	১০৭২১
২০১২-২০১৩	০	০	৫	৬	১০২৬৯	৫০১	১০৭৮১
মোট	**৪**	**০**	**১৪৮**	**৩১৬**	**১১৫২৫৯**	**৫৭৩৩৮**	**১৭৩০৬৫**

পরিশিষ্ট - ১৫: সমবায় সমিতির নিরীক্ষা প্রক্রিয়া

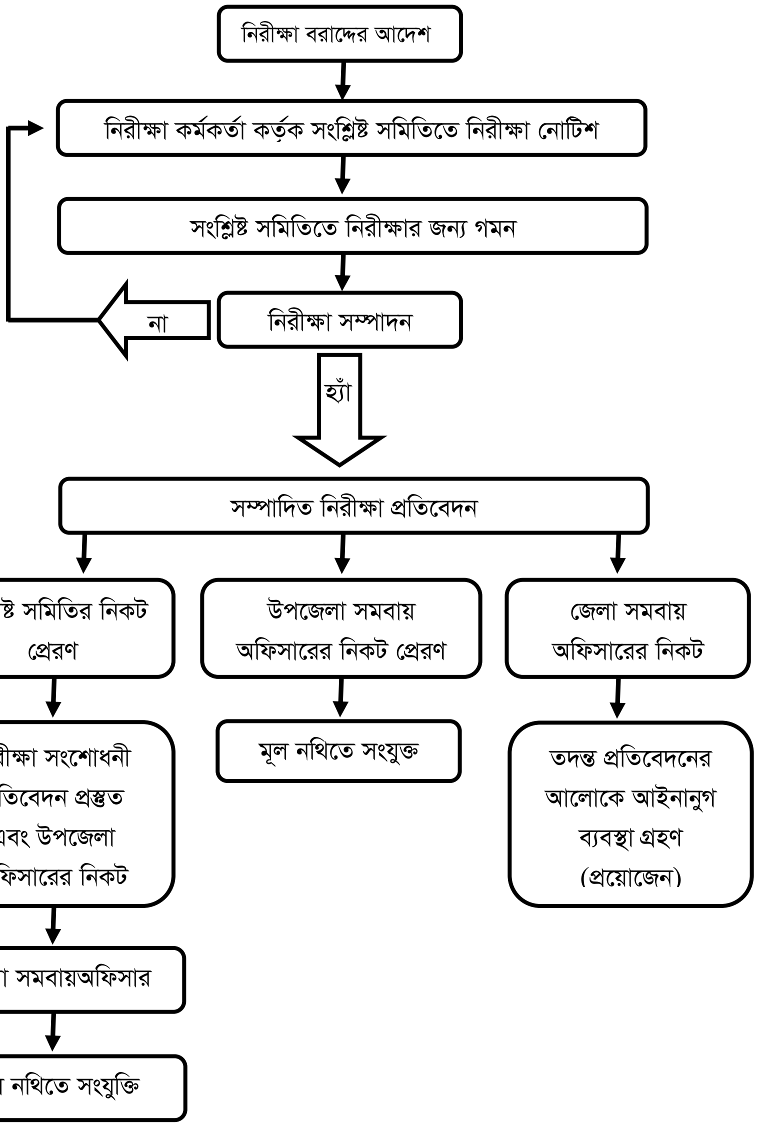

পরিশিষ্ট - ১৬: সরকারী রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য

ক. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা ফি আদায় (সর্বশেষ ২০১২-২০১৩) (টাকায়)

বিভাগের নাম	ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি			আদায়কৃত নিরীক্ষা ফি			মওকুফের পরিমাণ	আদায়ের শতকরা হার
	চলতি	বকেয়া	মোট	চলতি	বকেয়া	মোট		
ঢাকা	৮০৪১৯০৭	১১১০৭৫২	৯১৫২৬৫৯	৭৬৩৩১৭৬	২২০৭৫৯	৭৮৫৩৯৩৫	১৯২১৪৬	৮৫.৮১
চট্টগ্রাম	৬৮০৭৯৬৬	১৬৪৫১৬৪	৮৪৫৩১৩০	৬২২৫৪৩৫	৯০৩৯৪	৬৩১৫৮২৯	৫৪৯১৬	৭৪.৭২
রাজশাহী	২১৬১৯১০	৬৮৩৮০	২২৩০২৯০	২০৪৫৬০০	৪৩৫১০	২০৮৯১১০	১৪১১৮০	৯৩.৬৭
খুলনা	৩৪৬৪৭৪০	৩৫০৮৫	৩৪৯৯৮২৫	৩৩১৩৭১৯	২৭৮৫	৩৩১৬৫০৪	১৫৭৬৩১	৯৪.৭৬
বরিশাল	১৪৭৩৪৩৪	১৫৫৯৮০	১৬২৯৪১৪	১৩০০১৩৭	৪৩০৬৩	১৩৪৩২০০	৮২৮২০	৮২.৪৩
সিলেট	৭৫৪৭০৪	১৪৯৮২৬	৯০৪৫৩০	৬৯১৯৮৪	৩০৯২৮	৭২২৯১২	৫১২১০	৭৯.৯২
রংপুর	৯৩৬৩১৪	৩১৬২১৭	১২৫২৫৩১	৮৪৩৫০৩	৩৬৬০৯	৮৮০১১২	৩৭২৪১৯	৭০.২৭
জাতীয় পর্যায়ের সমিতি	৩০৭৯৪০	৬৩৮০৬৯	৯৪৬০০৯	১৩৪৫২০	৩১২৫৭০	৪৪৭০৯০	০	৪৭.২৬
সর্বমোট	**২৩৯৪৮৯১৫**	**৪১১৯৪৭৩**	**২৮০৬৮৩৮৮**	**২২১৮৮০৭৪**	**৭৮০৬১৮**	**২২৯৬৮৬৯২**	**১০৫২৩২২**	**৮৩.০৪**

খ. বিআরডিবি কর্তৃক নিরীক্ষা ফি আদায় (সর্বশেষ ২০১২-২০১৩) (টাকায়)

বিভাগের নাম	ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি			আদায়কৃত নিরীক্ষা ফি			মওকুফের পরিমাণ	আদায়ের শতকরা হার
	চলতি	বকেয়া	মোট	চলতি	বকেয়া	মোট		
ঢাকা	২৮৯৭৭৫	২৬৬৫৫০	৫৫৬৩২৫	২২৩৪১৫	৩৪৫৬০	২৫৭৯৭৫	১৫০০০	৪৬.৩৭
চট্টগ্রাম	৭৯১৪৪৬	৫২৫৬৬২	১৩১৭১০৮	৫৫৩৬৪৫	১৪৪৭৬৬	৬৯৮৪১১	৩৭০০০	৫৩.০৩
রাজশাহী	৩৬৫৩৪০	২৫০০০	৩৯০৩৪০	৩২৯৫১৫	০	৩২৯৫১৫	৬০৮২৫	৮৪.৪২
খুলনা	৭৪২৭৬০	০	৭৪২৭৬০	৭২১৫০০	০	৭২১৫০০	২১২৬০	৯৭.১৪
বরিশাল	১২০০১০	১৬৮৩৯৩	২৮৮৪০৩	৭৯২১০	১৫০৩০	৯৪২৪০	৩৬৬৯০	৩২.৬৮
সিলেট	৯৯৩৯০	১২৩০৩০	২২২৪২০	৯৯৩৯০	৮০২১	১০৭৪১১	০	৪৮.২৯
রংপুর	২৫৯২৩৮	১৫২৮৮৫	৪১২১২৩	২৪৭৭৫৮	১২০৫২০	৩৬৮২৭৮	৩২৩৬৫	৮৯.৩৬
সর্বমোট	**২৬৬৭৯৫৯**	**১২৬১৫২০**	**৩৯২৯৪৭৯**	**২২৫৪৪৩৩**	**৩২২৮৯৭**	**২৫৭৭৩৩০**	**২০৩১৪০**	**৬৫.৫৯**

গ.সমবায় অধিদপ্তর কতৃক বিগত ১০ অর্থবছরের নিরীক্ষা ফি ধার্য ও আদায়ের বিবরণী (টাকায়)

অর্থবছর	ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি	আদায়কৃত নিরীক্ষ ফি
২০০৩-২০০৪	১০৮৬৩২৫৪	৭৩৪৯১০১
২০০৪-২০০৫	১৫৮৯৩০০০	৯২৬৯০০০
২০০৫-২০০৬	১৪৯৮৩০০০	৮৯১৪০০০
২০০৬-২০০৭	১২৫০৪৪৩৮	৭৯৪৮৫৯৫
২০০৭-২০০৮	১৩৩০৩০০০	৯৫৯০০০০
২০০৮-২০০৯	১৬৮৫৯০০০	১২৯৮৪০০০
২০০৯-২০১০	১৯৪১৬৬৭৮	১৩৯৫৩৩৩৮
২০১০-২০১১	২৪২৬৩৫৯০	১৭৬২৯৩১৭
২০১১-২০১২	২৭৫৮৯৮৯১	২১১০০৫৫৯
২০১২-২০১৩	৩১৯৯৭৮৬৭	২৫৫৪৬০২২

ঘ. সমবায় অধিদপ্তর কতৃক বিগত ১০ অর্থবছরের সিডিএফ আদায়ের বিবরণী (টাকায়)

অর্থবছর	সিডিএফ আদায়		
	সমবায় অধিদপ্তর	বিআরডিবি	মোট
২০০৩-২০০৪	৬১৯৩৬৬৮.৯৯	৩২৩৯০৮.০০	৬৫১৭৫৭৬.৯৯
২০০৪-২০০৫	৩৮৪৮২৩৩.৪২	৪৩৮৭৭০.০০	৪২৮৭০০৩.০০
২০০৫-২০০৬	৮৩৫৬১৮৬.৭৪	৪৭৬৭৫৬.০০	৮৮৩২৯৪২.৭৪
২০০৬-২০০৭	৯৭৮৯৯২৯.৯৬	৫২৬০৯৭.০০	১০৩১৬০২৬.৯৬
২০০৭-২০০৮	১৩৫২০০৩৭.২০	৫৬১৩৬৪.০০	১৪০৮১৪০১.২০

২০০৮-২০০৯	১৫০৫৬৫৬৮.৩৮	৬১৩৭৯৯.০০	১৫৬৭০৩৬৭.৩৮
২০০৯-২০১০	১৮৭৪৩৩৮০.০০	৬৫৭৯৫২.০০	১৯৪০১৩৩২.০০
২০১০-২০১১	২৭০০৭৭৪৩.৭২	৯৯০৪৫০.০০	২৭৯৯৮১৯৩.৭২
২০১১-২০১২	২৬২০৯২৬৭.৪৮	৯৩৩৩৯৭.০০	২৭১৪২৬৬৪.৪৮
২০১২-২০১৩	২৮১৪৭৫৭১.৪৩	১০২৬৭১৭.০০	২৯১৭৪২৮৮.৪৩

পরিশিষ্ট - ১৭: প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণের অর্থায়ন	**বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১২-২০১৩)**		**জুন ২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি**	
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
রাজস্ব	৯৮	২৫৪৯	১০০	২৫৮৭
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	১৪৭	৪০২০	৫৩	১৩৯৯
প্রকল্প	১৫৬	৩৮৭২	১৫৬	৩৮৭২
সর্বমোট	**৪০১**	**১০৪৪১**	**৩০৯**	**৭৮৫৮**

পরিশিষ্ট - ১৮: সমবায় সমিতির নামে প্রতারণা: ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (ডিএমসিএসএল)

ডেসটিনি গ্রুপের যাত্রা শুরু করেছিল ২০০০ সালে, এবং ২০০১ সালে ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেড নামে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর নিবন্ধিত হয়। একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৫ সালে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি (ডিএমসিএসএল) নামে সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায় সমিতির নিবন্ধন গ্রহণ করে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে ডিএমসিএসএল কর্মএলাকা সম্প্রসারণ করে বৃহত্তর পরিসরে কর্মকাণ্ড শুরু করে এবং ২০০৯ সালের মধ্যে বিপুল সম্পদের মালিক হয়[১০৪]।

নিবন্ধন গ্রহণের পর থেকেই এই সমবায় সমিতির সদস্য ও সম্পদ বহুগুণে বেড়ে যায়। ২০০৬-০৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল ১৬৭ জন, যা ২০১১-১২ সালে ৮.৫ লাখ জন দেখানো হয়। ২০১০-১১ সালে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদের মূল্য ১২০০ কোটি টাকা; যা ২০০৮-০৯ সালে ছিল ৫.৫৩ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ সালে ৫৬৯ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থ বছরে এই ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ২১৩ শতাংশ হারে বেড়েছে[১০৫]।

২০১১-২০১২ সালে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। ডিএমসিএসএল এর অনিয়মের বিষয়টি প্রথম কেন্দ্রিয় ব্যাংক তদন্তে বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার এবং কর খেলাপির অভিযোগ আনে[১০৬]। এই প্রেক্ষিতে দুদক ও সমবায় অধিদপ্তর পৃথক দুটি তদন্ত পরিচালনা করে[১০৭]।

তদন্ত প্রতিবেদনগুলোতে দেখা যায়, ডিএমসিএসএল ২০০৯ সালের জুলাই থেকে ২০১২ সালের জুন মাস পর্যন্ত সাড়ে আট লাখেরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে 'সমবায় সমিতি আইন' লঙ্ঘন করে অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে ঋণ প্রদান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ, নতুন প্রতিষ্ঠান খোলার নামে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ২ হাজার ৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠানটি সমবায় সমিতি নিবন্ধন নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আমানত সংগ্রহ করে যা প্রচলিত সমবায় আইন বিরোধী। ডিএমসিএসএল চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, সাড়ে পাঁচ বছরে দ্বিগুণ আমানত প্রকল্প, মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত প্রকল্প, শেয়ার মূলধন ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে[১০৮]। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এই প্রতিষ্ঠান ৪৬% পর্যন্ত লাভ দেয়ার প্রলোভন দেখায়[১০৯]।

দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় বিনিয়োগকারীদের অর্থ থেকে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা লভ্যাংশ, সম্মানী ও বেতন-ভাতার নামে ১ হাজার ৮৬১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৫৫ টাকার আত্মসাৎ করে। সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধকের নেতৃত্বে একটি তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে ডিএমসিএসএল টাকা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা করতে প্রকৃত মূলধনের ১৪৫০ কোটি টাকা অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে[১১০]।

তদন্ত প্রতিবেদনগুলোতে ডিএমসিএসএল এর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো:

- ডিএমসিএসএল এবং ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড– দুটি পৃথক কোম্পানি হওয়া সত্ত্বেও ডিএমসিএসএল এর ১ হাজার ১১৪ কোটি টাকা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়েছে;
- ডেসটিনির ট্রি-প্ল্যানটেশন প্রকল্পের প্রতিটি প্যাকেজ মূল্য ১০,০০০ হাজার টাকা; যার অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে ডিএমসিএসএল, বাকি অর্ধেক গ্রাহক। অন্যদিকে ডেসটিনি গ্রুপের নিজস্ব ডেসটিনি ট্রি প্ল্যানটেশনের প্রকল্পের ৪৯% শেয়ার ডিএমসিএসএল এর নামে স্থানান্তর করে ১০ হাজার ৯৪৫ কোটি ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকার দায় গ্রাহকের উপর চাপিয়ে দিয়েছে[১১১]।

---

[১০৪] সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ, ডেসটিনি বিষয়ে দুদকর তদন্ত রিপোর্ট, গ্রাহকের মোট দায় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা সম্পদ আছে মাত্র ৪০০ কোটি টাকার, ১৭ই মার্চ ২০১৪।

[১০৫] Destiny Cooperatives Society Tk 1,450cr anomalies detected, The Daily Star, November 29, 2013

[১০৬] 14 Destiny Group officials involved in scam The Daily Star August 29, 2012

[১০৭] বিস্তারিত দেখুন, 'দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন : ডেসটিনির ২৯ জন অভিযুক্ত' দৈনিক ইত্তেফাক; 'ডেসটিনির চেয়ারম্যান এমডি সাবেক সেনাপ্রধানসহ অভিযুক্ত ৫৬' চার হাজার কোটি টাকা তছরুপ ডেসটিনির', দৈনিক অর্থনীতি প্রতিদিন, ৭ জানুয়ারি, ২০১৪, ডেসটিনির ৫৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন দুদকের' দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৪।

[১০৮] বিডিনিউজ২৪.কমব্লগ, 'ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতারণার চেইন শপ!' মঙ্গলবার ১৭এপ্রিল২০১২

[১০৯] সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ, ডেসটিনি বিষয়ে দুদকর তদন্ত রিপোর্ট, গ্রাহকের মোট দায় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা সম্পদ আছে মাত্র ৪০০ কোটি টাকার, ১৭ই মার্চ ২০১৪।

[১১০] Destiny Cooperatives Society Tk 1,450cr anomalies detected, The Daily Star, November 29, 2013

[১১১] সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ, ডেসটিনি বিষয়ে দুদকর তদন্ত রিপোর্ট, গ্রাহকের মোট দায় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা সম্পদ আছে মাত্র ৪০০ কোটি টাকার, ১৭ই মার্চ ২০১৪।

- ডেসটিনি ২০০০-এর পরিবেশকদের মাধ্যমে এমএলএম পদ্ধতিতে সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ করা এবং এ জন্য কমিশন দেওয়া। সাত বছরে সোসাইটি ৭৪০ কোটি টাকা কমিশন দিয়েছে।
- ৮ লাখ গ্রাহকের মধ্যে ৩০ শতাংশ গ্রাহকের কোন ঠিকানা নেই। ওইসব সদস্যের কোন ডাটা সংরক্ষণ করা হয়নি; অর্থাৎ ভূয়া সদস্য।
- বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ৫৫৯ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার টাকা ওই সব প্যাকেজে বিনিয়োগ না করে বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- ডিএমসিএসএল তার সদস্যদের বাইরে ২৭০.৫২ কোটি টাকা অনুমোদনহীনভাবে ঋণ দিয়েছে।
- সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫১ কোটি ১৯ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছে ডিএমসিএসএল। পরবর্তী ঐ প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের ব্যাপারে সমবায় অধিদপ্তরের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয়।
- অনুমোদনহীনভাবে প্রতিষ্ঠানটির সদস্যদের বাইরে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে ১২০.৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ।
- ডিএমসিএসএল গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত ২২৬ কোটি ৯৫ লাখ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে জমি ও স্থাপনা কিনেছে।

দুদক দুর্নীতি দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছে যেখানে ৪৬ জনকে দায়ী করে অভিযোগপত্র দেয়ার (চার্জশিট) অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তর ডিএমসিএসএল কাছে আত্মসাতকৃত অর্থ ফেরত দিতে দুই দফায় নির্দেশ দিয়েছে[১১২]। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মসাৎকৃত অর্থ পরিশোধ না করায় সমবায় আইনের ৮৩ (৩), ৮৪ (২) ও ৮৬ (২) ধারায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডিএমসিএসএল যেন তাদের কোনো সম্পদ বিক্রি করতে না পারে, সে জন্য ব্যবস্থা নিতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছে সমবায় অধিদপ্তর।

সমবায় অধিদপ্তর হতে প্রতি বছর এই সমিতির বিষয়ক নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তদন্ত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছিল। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিএমসিএসএল-এর প্রতারণামূলক এই কর্মকান্ডে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। মূলত এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ডিএমসিএসএল-এর মূলধন ৫০ কোটি থেকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার ৪০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি এবং ২০টি শাখা খোলার ক্ষেত্রে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে[১১৩]। দুদক উক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির জন্য সুপারিশ করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের সূত্র অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্ত চলছে।

[১১২] প্রথম সংবাদ; ‘ডেসটিনির ১৩ জনকে ১৪৪৮ কোটি টাকা ফেরতের নির্দেশ’, বাংলাদেশ সময়ঃ ২২:৩৭, মঙ্গলবার, ১০ সেপ্টেম্বর , ২০১৩

[১১৩] বিস্তারিত দেখুন, ‘দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন : ডেসটিনির ২৯ জন অভিযুক্ত’ দৈনিক ইত্তেফাক; ‘ডেসটিনির চেয়ারম্যান এমডি সাবেক সেনাপ্রধানসহ অভিযুক্ত ৫৬’ চার হাজার কোটি টাকা তছরুপ ডেসটিনির’, দৈনিক অর্থনীতি প্রতিদিন, ৭ জানুয়ারি, ২০১৪, ডেসটিনির ৫৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন দুদকের’ দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৪।